পথের ডাক

[নাট্যভারতীতে অভিনীত]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শুভ উদ্বোধন

২৩শে পৌষ, ১৩৪৯, ইং ৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৩

বৈকাল—৩টায়

কাত্যায়নী বুক ষ্টল
২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র সোম
কাত্যায়নী বুক ষ্টল
২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রিণ্টার: শ্রীননীগোপাল সিংহ রায়
তারা প্রেস
১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

সুকবি

শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য্য

প্রীতিভাজনেষু

লাভপুর, বীরভূম

ফাল্গুন, ১৩৪৯

পরিচয়

পুরুষগণ

রায়বাহাদুর	...	স্বীয় চেষ্টায় সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি
ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী	...	প্রফেসর
অতুল	...	বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র
যতীন	...	ছাত্র
নিখিলেশ	...	ঐ
রমেন	...	ঐ
কুড়োরাম	...	কলিয়ারির ওভারম্যান
কানাই	...	ঐ কর্ম্মচারী
খাজাঞ্চী	...	ঐ ঐ
ভক্তারাম	...	ঐ সর্দ্দার
বিছে	...	ভিক্ষা-ব্যবসায়ী ছেলে

অন্ধ ভিক্ষুক, ডাক্তার, ছাত্রগণ, কুলীগণ, বেয়ারা ইত্যাদি

স্ত্রীগণ

জ্যোতির্ম্ময়ী	...	নিখিলেশের মা
সুনন্দা	...	রায়বাহাদুরের কন্যা
রমা	...	ডাক্তার চ্যাটার্জ্জির কন্যা
ইলা	...	কলেজের ছাত্রী
দামিনী	...	ঝি

সখীর মা, ছাত্রীগণ, কুলীরমণীগণ

পথের ডাক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলেজের করিডোর

(নেপথ্যে ক্লাস বসিবার ঘণ্টা বাজিল)

একদল ছাত্রী প্রবেশ করিল।

১ম ছাত্রী। আমি নিজে চোখে দেখেছি। First fifty names আজ কাগজে বেরিয়েছে। অতুল মুখার্জ্জী twenty seventh place; Poor রমা চ্যাটার্জ্জী!

২য় ছাত্রী। সে তো কই আজ আসেই নি দেখছি।

১ম ছাত্রী। তেজস্বিনী বোধ হয় কঠিন কঠিন শব্দ চয়ন ক'রে পত্র রচনায় নিমগ্ন। ধর—"তোমার অক্ষমতার লজ্জায় আমার উঁচু মাথা পথের ধূলোয় মিশে গেছে"—।

২য় ছাত্রী। বেচারা রমা! I. C. S. গৃহিণী হবার এত বড় কল্পনা—

১ম। চুপ! Dr. Chatterjee আসছেন।

২য় ছাত্রী। (পিছনের দিকে ভাল করিয়া দেখিয়া) নাঃ, রমা সঙ্গে নেই, সে আসেনি। বেচারী!

১ম। চল, চল।

উভয়ের প্রস্থান

প্রফেসার ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর প্রবেশ; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে উত্তেজনা পরিস্ফুট। বগলে একগাদা বই। তিনি আপনার মনেই সেক্সপীয়র আবৃত্তি করিতে করিতে করিডোর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন

To be or not to be,—that is the question—;
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them—;

আবৃত্তি শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি রঙ্গমঞ্চ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন

তিনজন ছাত্রের প্রবেশ

১ম। অতুল twenty seventh হয়েছে! The most brilliant boy of our University.—I. C. S. competetionএ বাঙালীর আর chance নাই। মাড্রাসীদের একচেটে হয়ে গেল।

২য়। অঙ্কেই ওরা মেরে দেয়। 90% ninty percent mark তো বাঁধা।

৩য়। বাবা—ginger merchant এর vesselএর খবরে দরকার কি? বাদ দাও না ওসব কথা। আমাদের তো সেই কেরাণীগিরি ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। চল—চল—Roll call টা সেরে দিয়ে সটকে পড়ি।

সকলের প্রস্থান

নিখিলেশ ও যতীনের প্রবেশ। নিখিলেশের পরণে খদ্দর, আধময়লা কাপড় চোপড়, মুখে চোখে সদ্য-বিগত বিপুল পরিশ্রমের চিহ্ন। যতীনের পরণেও খদ্দর।

যতীন। কি কাণ্ড বল দেখি তোর? আমি তো ভেবেই আকুল। Flood reliefএ গিয়ে মানুষ একেবারে নিখোঁজ?

নিখিল। অনাবশ্যক ভাবনা তোর। বান কমে যাবার পর গেছি। সুতরাং ভেসে যাবার চিন্তা উঠতেই পারে না।

যতীন। তুই ভেসে যাবি—এ কথা আমি একবারও ভাবিনি। ভাবছিলাম বিবাগী হলি নাকি?

নিখিল। বিবাগী?

যতীন। নইলে আর ভাবি কি বল?

নিখিল। এই Twentieth Centuryতে শুদ্ধোদনের ভাইপো সেজে যারা আজও ব'সে আছে—তারাই ওরকম ভাববে। যুগোপযোগী বুদ্ধি নিয়ে একটু মাথা ঘামালেই বুঝতে পারতিস আমি কোথায়!

যতীন। একটা কাণ্ড ক'রে এসে আর মেলা বাজে বকিসনে নিখিল।

নিখিল। বাজে? ওরে গর্দ্দভ—এই সভ্যতার যুগে—মানুষ হারালে খুঁজবার জায়গা মাত্র দুটি। দু' জায়গার এক জায়গায় না এক জায়গায় পাত্তা মিলবেই। হাসপাতাল—অথবা পুলিশ হাজত। হয় মিউজিয়ম, নয় চিড়িয়াখানা। তা—চিড়িয়াখানা জায়গাটা মন্দ নয় রে যতীন।

যতীন। তুই কিন্তু এ কি কাণ্ড করে এলি বল্‌তো? ভলেণ্টিয়ারী করতে গিয়ে খামকা খামকা জেল খেটে চলে এলি? তোর মা শুনলে কি বলবেন বল তো?

নিখিল। আমার মা? (হাসিল)। মায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে যতীন। জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ী গিয়েছিলাম। মাকে প্রণাম ক'রে সব বললাম।

যতীন। মা কি বললেন?

নিখিল। মা শুধু জিজ্ঞাসা করলেন—flood relief এ যাওয়া তো

আইন বিরুদ্ধ নয়। তবে জেল হ'ল কেন? অমি সব কথা বললাম—গেলাম flood reliefএ লোকের দুর্দ্দশা দেখে কান্না আসে, অথচ সেখানকার জমিদার গমস্তা এতে মহাখুসী, বলে কি জানো, বলে এখানকার প্রজারা ভয়ানক বদমাস পাজী; ভগবান সেই জন্যেই ওদের সাজা দিয়েছেন। তোমরা ওদের সাহায্য করতে পাবে না। সেই নিয়ে হাঙ্গামা—আমাদের ওপর জুলুম। শেষ সইতে না পেরে জমিদারের একটা চাপরাশীকে একদিন বসিয়ে দিলুম এক চড়—ব্যাস; মামলা করলে। পুলিশও রিপোর্ট দিলে—আমরা কমুনিষ্ট পার্টির লোক। হয়ে গেল একমাস জেল।

যতীন। তারপর?

নিখিল। মাথায় হাত দিয়ে মা আশীর্ব্বাদ করলেন।

যতীন। কিন্তু ওদিকের সংবাদ? তোর হবু শ্বশুর রায়বাহাদুরের খবর কি? তিনি জেনেছেন ব্যাপারটা?

নিখিল। জননীটি তো আমার সাক্ষাৎ সত্যযুগের ব্যাঘ্রী, হুঙ্কার করে সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন। চিঠি লেখা আমি দেখে এসেছি।

যতীন। তারপর? ভদ্রলোক বোধ হয় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন।

নিখিল। বোধ হয় মানে? ক্ষিপ্ত হ'য়ে নাচতে আরম্ভ করবেন—মানে রণ-নৃত্য।

যতীন। (হাসিয়া) জানি। কিন্তু সে তো খুব ভয়ের কথা নয়—ভয়ের কথা—রায়বাহাদুরের কন্যা। ভাবীকালে—জেল-ফেরত স্বামী দেখে তাঁর যদি হিষ্টিরিয়া হয় তবেই তো মুস্কিল!

নিখিল। মুস্কিল আসান—is raw ammonia without a single drop of lavender.

যতীন। কাজটা কিন্তু সত্যই অন্যায় ক'রেছিস্ নিখিল। চার বছর বয়স থেকে যখন তোর বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে আছে—এর থেকে যখন নিষ্কৃতি

পাবার উপায় নেই, তখন এ-পথ তোর নয়। রায়বাহাদুরের অগাধ সম্পত্তি তাঁর একমাত্র কন্যা—তাঁদের মতে জীবনে পথ চললেই ভাল করতিস। এই নিয়ে সমস্ত জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে একটা—

নিখিল। তুই একটা idiot.

যতীন। তুই idiot,—

নিখিল। আমি idiot? জানিস—বাঙালীর ছেলে আজকাল মেম বিয়ে ক'রে শাখা শাড়ী পরাচ্ছে? Darlingএর বদলে প্রিয়টমো বলাচ্ছে? আর আমি একটা বাঙালীর মেয়েকে জর্জ্জেট ছাড়িয়ে খদ্দরাইজ করতে পারব না?

একটি সুবেশা উগ্র প্রসাধন সমন্বিতা ছাত্রী চলিয়া গেল

যতীন। দেখেছিস? মেমেরা বাঙালিনী হতে চাচ্ছে, কিন্তু বাঙালিনীরা যে মেমসাহেব হতে চাচ্ছে তা দেখেছিস? তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

নিখিল খাতা লইয়া একটা কাগজ ছিঁড়িয়া বাহির করিল

যতীন। কি ওটা?

নিখিল। কবিতা। 'তরুণ' কাগজটা ক'মাস থেকেই জ্বালাচ্ছিল লেখার জন্যে। একটা কবিতা লিখেছি। নে, নোটীশ বোর্ডটার ওপর এঁটে দে কবিতাটা।

যতীন। (কবিতাটী বোর্ডে পেরেকে আঁটিয়া দিয়া আবৃত্তি করিয়া পড়িল)

"গার্গীদেবী মাখতো কি না লোধ্ররেণু কে জানে
ধূপের ধোঁয়ায় সুবাস করতো চুল?
ব্রহ্মবিদ্যা শোনার পরে পরতো কিনা সেই কানে
কানপাশা আর ঝুমকো কিম্বা দুল?

ভগবানের বার্ণিশে হায়, হাল ফ্যাসানের গার্গীদের
লোক সমাজে মুখ দেখানো ভার।
শিক্ষা শাড়ী সব যে তাদের এক জিনিষের রকম ফের
এর পরে আর সন্দ রইবে কার ?"

নিখিল। Hush! A tigress is coming—প্রফেসার চ্যাটার্জ্জী নন্দিনী—রমা চ্যাটার্জ্জী! চলে আয়!

উভয়ের প্রস্থান

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে রমা চ্যাটার্জ্জীর প্রবেশ। অত্যন্ত সাধাসিধা বেশ ভূষা, একবিন্দু প্রসাধন বাহুল্যের চিহ্ন নাই। তেজস্বিনী মেয়ে। সঙ্গে আর একটি মেয়ে ইলা!

রমা। বাহুল্য হ'লেও তোমার সহানুভূতির জন্যে ধন্যবাদ ইলা। অতুলবাবু I. C. S. competetionএ 27th হয়েছেন—nomination পান নি, তার জন্যে আমি একবিন্দুও দুঃখিত নই। অতুলবাবু বাবার প্রিয়ছাত্র ছিলেন—সেই হিসেবেই তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন। এর মধ্যে পূর্ব্বরাগের ভূমিকা ছিল না—অথবা অতুলবাবুর কেরিয়ার দেখে আমি তাঁকে পাকড়াও করতে চেষ্টা করিনি।

জ্যোতি। মাফ করো ভাই রমা। অতুলবাবুর failure উপলক্ষ ক'রে আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি—

রমা। (বোর্ডের দিকে চাহিয়া কবিতা পড়িয়া) দেখেছ ইলা, বোর্ডের লেখাটা দেখেছ ?

জ্যোতি। ছি—ছি—ছি! লজ্জার কথা!

রমা। লজ্জা? তুমি কি মনে কর ইলা—এদের লজ্জা আছে? এরা গ্রেটা গার্ব্বোকে গবেষণা করে, এলিসা ল্যাণ্ডিকে চিঠি লেখে—বাংলা দেশের সিনেমা ষ্টারদের নিয়ে কবিতা লেখে—।

বোর্ডের লেখাটা ছিঁড়িয়া দিল

কাপুরুষের দল সব—একবিন্দু সাহস নেই,—জানতাম, যদি চোরের মত না লিখে—সামনে দাঁড়িয়ে লিখতে পারতো।

খাতায় লিখিতে লিখিতে নিখিলের প্রবেশ এবং খাতা হইতে কাগজ ছিঁড়িয়া বোর্ডে আবার সে আঁটিয়া দিল

· মুখে আবৃত্তি করিয়া লিখিল

বোর্ডের লেখাটা মিথ্যাই ছিল যদি

সেটা মুছে ফেলা মিথ্যা নয় কি আরও ?

সত্যি কথাই যদি হয়েছিল লেখা

দুঃসাহসিকা ! সেটা মুছে দিতে পারো ?

কোন দিকে না চাহিয়া সে চ'লয়া যাইতেছিল

রমা। (ক্রুদ্ধ স্বরে) দাঁড়ান আপনি।

নিখিল গ্রাহ্য না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, রমা দ্রুত অগ্রসর হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

দাঁড়ান।

নিখিলেশ দাঁড়াইল। এবং একটু হাসিল

আসুন আপনি আমার সঙ্গে।

নিখিল। কোথায় ? এবং কেন ?

রমা। অথরিটিজদের কাছে, আপনাকে এর জবাবদিহি করতে হবে।

নিখিল। আমি যাব না।

রমা। কাউয়ার্ড কোথাকার ! আপনার—

নিখিল। কাউয়ার্ড নয় বলেই যাব না। আপনি আমাকে ধ'রে যাবেন—আমি যাব, সে আমি পারব না। আমার নাম নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—Roll 115—4th year, আপনি স্বচ্ছন্দে নালিশ করতে পারেন। সাক্ষীর দরকার হবে না, আমি নিজেই সব কথা স্বীকার করব। আচ্ছা—নমস্কার।

রমা। প্রতি নমস্কার আমি করব না। নমস্কার পাবার মত যোগ্যতা আপনার নাই।

Dr. Chatterjeeর প্রবেশ

ইলা চলিয়া গেল

এই যে বাবা। (নিখিলকে) দাঁড়ান আপনি।

চ্যাটার্জ্জী। রমা, I have resigned—

রমা। Resigned ? তুমি কাজ ছেড়ে দিয়েছ বাবা ?

চ্যাটার্জ্জী। Have you read this book ?

রমা। 'India Unveiled.'

চ্যাটার্জ্জী। হ্যাঁ। বিদেশী পর্য্যটকের অতি ঘৃণিত কুৎসা রটনা। ভারতবাসী অসভ্য—ভারতীয়েরা বর্ব্বর—তাদের সমাজ কলঙ্কিত—তাদের আধ্যাত্মিকতা অতি ঘৃণিত মদ্য মাংস নারী নিয়ে ব্যভিচারের মহোৎসব—হাস্যকর যাদুবিদ্যার নামান্তর। আমি এরই প্রতিবাদ লিখব। আজ কয়েক দিন আমি অহরহ চিন্তা করেছি রমা। আজ আমি মনস্থির করেছি। প্রতিবাদ লিখবার সংকল্প নিয়ে তাই কাজ থেকে অবসর নিলাম। প্রতিবাদে আমি অন্য দেশকে গাল দিতে চাইনে; তাদের কুৎসিৎ দিকের তথ্য প্রকাশ করব না! বিগত যুগের সংস্কৃতির ইতিহাসকে ভিত্তি করে—বর্ত্তমানকে প্রকাশ করব আমি। নিষ্ঠুর শোষণে কল্পনাতীত দারিদ্র্যের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের জাতি—তিলেকের জাতি—বিবেকানন্দের জাতি—গান্ধীর জাতির কাহিনী লিখব আমি। This is my mission of life—I have resigned—

রমা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিখিলেশ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

চ্যাটার্জ্জী। কল্যাণ হোক তোমার। রমা—আমি চল্লাম।

চ্যাটার্জ্জীর প্রস্থান

নিখিলেশ চলিয়া যাইতেছিল

রমা। কবিতাটা আপনি নিজে হাতে মুছে দিয়ে যান।

নিখিল। না।

রমা। You shall repent for this. আমাকে, তা হ'লে দোষ দেবেন না।

প্রস্থানোদ্যত

নিখিল। নমস্কার।

উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিখিলেশদের গ্রামের বাড়ী

মধ্যবিত্ত স্বচ্ছল গৃহস্থের বাড়ী। পূজার ঘর। একটি কাঠের সিংহাসনে (বার্ণিস করা নয়) লক্ষ্মী ঝাঁপি, দুই পাশে দুটি কাঠের পেঁচা। পাশেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি, রামকৃষ্ণের পাশে বিবেকানন্দের ছবি, উভয় ছবির নীচে আরও একখানি দর্শকের—অপরিচিত এক সাধারণ বাঙালী-ভদ্রলোকের ছবি। নিখিলেশের বিধবা মা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী (বয়স ৪৫।৪৬) বসিয়া মালা দিয়া ছবিগুলি সাজাইতেছেন। তিনি সাজানো শেষ করিয়া প্রণাম করিলেন। ঠিক সেই সময়ে আসিয়া প্রবেশ করিল ঝি। সে ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজার পাশেই দাঁড়াইল। জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রণাম-শেষের অপেক্ষা করিয়া রহিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী। (প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া ঝিকে দেখিয়া) কি-রে দামিনী?

ঝি। দাদাবাবুর শ্বশুর এসেছেন মা।

জ্যোতি। (হাসিয়া) আগে বিয়ে হোক, তারপর শ্বশুর ব'ল মা! কখন এলেন ?

ঝি। মটর থেকে এই নামছেন। গোটা একটা মটর ভাড়া ক'রে এয়েচেন। মস্ত মস্ত দুটো ঝুড়ি, আমের পাতা বেরিয়ে আছে, বোধ হয় আম আছে।

জ্যোতি। ঝুড়ি শুদ্ধ নামিয়ে রেখে দিক, যেন খোলা না হয়। আর সরকার মশাইকে—

নেপথ্যে রায়বাহাদুর শিবপ্রসাদ। কই, বউ ঠাকরুণ কই ? কোথায় ?

বলিতে বলিতেই তিনি জুতা পায়েই ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন!

রায়বাহাদুরকে জুতা পায়ে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া ঝি জিভ কাটিল।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন :—

জ্যোতি। আসুন, ঠাকুরপো, আসুন। (তিনি নিজেই আসন পাতিয়া দিলেন) বসুন ঠাকুরপো। জুতো খুলে ভাল হয়ে বসুন।

রায়বাহাদুর। হ্যাঁ, ভাল হয়ে বসতে হবে বৈ কি। সমস্ত ব্যাপারের একটা সুব্যবস্থা না ক'বে আমি নড়ব না, প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি। দাঁড়ান আগে প্রণাম করি!

জ্যোতি। (পিছাইয়া গেলেন) থাক ঠাকুরপো; মেয়েদের শুচিবাইয়ের কথা তো জানেন। আমি পূজোয় রয়েছি। আর (হাসিয়া) আপনি ট্রেণ থেকে আসছেন, পথে কেলনারের খানা নিশ্চয় খেয়েছেন। সায়েব মানুষ।

শিবপ্রসাদ। (উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন) তা খেয়েছি। তবে অখাদ্য কিছু খাইনি বউদি।

শিবপ্রসাদ নমস্কার করিয়া জুতা খুলিয়া আসনে বসিলেন

জ্যোতি। দামিনী, ঠাকুরপোর জুতো জোড়াটা বাইরে রেখে দে তো মা।

শিব। ও হো হো—এটা বুঝি পূজোর ঘর !

জ্যোতি। হ্যাঁ, লক্ষ্মীর ঘর।

শিব। বাইরে বাইরে আপিসে আমাদের কারবার—ভুল হয়ে যায়। আর আমাদের লক্ষ্মীর ঘর তো উঠেই গেছে। লক্ষ্মী আমাদের ব্যাঙ্কে। (হাসিলেন) এ গুলি বেশ লাগে আমার।

জ্যোতি। দামিনী, বাইরের বারান্দায় ঠাকুরপোর মুখ হাত পা ধোবার জল দে। আর বামুন ঠাকরুণকে বল জল খাবারের ময়দা মাখতে। আমি আসছি।

দামিনী চলিয়া গেল

শিব। আপনি ব্যস্ত হবেন না বউদি। আগে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনার পত্র পেয়ে আমি ছুটে আসছি। আমাকে কঠিন সমস্যায় ফেলেছেন আপনারা।

জ্যোতি। সমস্যা আসে বই কি জীবনে। সেই সমস্যার সমাধান যারা করতে পারে—তারাই তো সংসারে বড় মানুষ। আপনি কর্ম্মী-কৃতী পুরুষ, সেই জন্যেই তো সর্ব্বাগ্রে আপনাকেই জানালাম সমস্যার কথা। নিখিলেশ যখন এসে বললে—মা আমি জেল খেটে এলাম—তখন সর্ব্ব গ্রে আপনাকেই পত্র লিখলাম।

শিব। পত্র পেয়ে আমিও ছুটে আসছি। কিছু মনে করবেন না বউ দি, অবিনাশ দা যখন হঠাৎ মারা গেলেন—তখন এই আশঙ্কা ক'রেই আমি আপনাকে বলেছিলাম—নিখিলেশকে আমার হাতে দিন, আমি ওকে মানুষের মত মানুষ গড়ে তুলব। কিন্তু আপনি বলেছিলেন—নিখিলেশের জন্যে আপনি ভাববেন না ঠাকুরপো। আপনার দাদার সন্তান অমানুষ হবে না। তা ছাড়া—ছেলেকে মানুষ ক'রে গড়ে তোলবার ভার ভগবান মাকেই দিয়েছেন। আমি কখনও সে ভারের অমর্য্যাদা করব না। আপনি শিক্ষিতা মেয়ে—আপনার কথায় আমি নির্ভর করেছিলাম।

জ্যোতি। ভগবানের দায়িত্বের কি আমি অমর্য্যাদা ক'রেছি ঠাকুরপো ?

শিব। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) আপনার কাছে যতদিন নিখিল ছিল—ততদিন আপনার পক্ষে সে দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর হয়েছিল। কিন্তু তারপর কলকাতায় গিয়ে তার মতিগতি অন্য রকম হয়েছে। মাট্রিকুলেশনে সে স্কলারশিপ পেয়েছিল—কিন্তু আই-এ তে সেই ছেলে সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করলে ? অবশ্য চাকরী তাকে কোনদিন করতে হবে না। সুনন্দা আমার একমাত্র সন্তান। কিন্তু বিদ্যার গৌরবকে আমি শ্রদ্ধা করি।

জ্যোতি। বিদ্যার গৌরবকে শ্রদ্ধা—আপনার চেয়ে আমি কম করি না ঠাকুর পো। কিন্তু আপনি তো জানেন—আপনার দাদা ছিলেন ঠাকুরের মঠের শিষ্য। আমার দীক্ষাও সেই দীক্ষা। বিদ্যার গৌরবের চেয়েও মনুষ্যত্বের গৌরব আমার কাছে আরও বড়। তাই কলেজে গিয়ে সে যখন সেবা ধর্ম্মে কাজ করতে আরম্ভ করলে—তখন আমি আপত্তি করি নি। কখনও করব না।

শিব। আপনি কি প্রকারান্তরে আমাকে জবাব দিচ্ছেন বউদি ?

জ্যোতি। (জিভ কাটিয়া) না না ঠাকুরপো, সে অধিকারই যে আমার নেই! সুনন্দার অন্নপ্রাশনে গিয়ে তিনি নিখিলেশকে আপনাকে দান করে এসেছিলেন। ফিরে এসে আমায় বলেছিলেন—নিখিলেশের বিয়ের সম্বন্ধ করে এলাম অমুকের মেয়ের সঙ্গে। নিখিলেশের বয়স তখন চার। তাই আমি হেসেছিলাম। তিনি বলেছিলেন—হাসি নয়, শুনে রাখ, নিখিলের বিয়ে পর্য্যন্ত যদি আমি না থাকি—তবে তাঁরা অমত না করলে—আমাদের অমত করবার অধিকার রইল না। আমি কি জবাব দিতে পারি ঠাকুর পো ?

শিব। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) কথা যখন তুললেন বউ-দি, তখন আমার দিকের কথাও আমি বলব। সত্য যদি কঠোর হয়—কিছু

মনে করবেন না। দেখুন, অবিনাশদা আমি বাল্যবন্ধু। অবশ্য মতের পার্থক্য আমাদের চিরকাল ছিল। যখন এই বিয়ের কথা হয় তখন আমার জীবনের সবে আরম্ভ। ছোট কন্ট্রাক্ট বিজিনেশ আরম্ভ করেছি। তারপর ভাগ্যই বলুন—আর ভগবানের দয়াই বলুন—কি আমার কর্ম্ম-শক্তিই বলুন—যাতেই হোক—ধীরে ধীরে আজও পর্য্যন্ত আমার কর্ম্ম-ক্ষেত্র বেড়েই চলেছে মনুষ্যত্বের কথা বললেন—আমিও অমানুষ নই। গ্রামে স্কুল করেছি, হাসপাতাল দিয়েছি, যে কোন বড় প্রতিষ্ঠান আমার কাছে আসে আমি কখনও তাদের ফিরিয়ে দিই না। অবস্থার পরিবর্ত্তন সত্বেও আমি অবিনাশদার কাছে যে কথা দিয়েছিলাম—তা ভুলিনি। সুনন্দা আমার একমাত্র সন্তান—আমি ইচ্ছে করলে—বাংলা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছেলে—

জ্যোতি। (হাসিয়া) তা নিশ্চয়ই পারতেন। রাগ করবেন না ঠাকুর পো—আমি নিখিলের মা। আমার চোখে নিখিলই আমার বাংলা-দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছেলে। জানেন তো, "তনয় যদ্যপি হয় অসিত বরণ, প্রসূতির কাছে সেই কষিত কাঞ্চন।"

শিব। নিখিলেশ সম্বন্ধে আপনার ধারণা মিথ্যে হ'ত না বউ দি, যদি এই ডেঁপোমি তার মধ্যে না ঢুকত। এই ডেঁপোমির ভয়েই আমি তখন আপনাকে লিখেছিলাম—নিখিলকে আমার হাতে দিন।

জ্যোতি। (আঘাত পাইলেন) আপনি একে ডেঁপোমি বলেন ঠাকুর পো?

শিব। (ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন) ডেঁপোমি ছাড়া কি বলব? দেশে flood হয়েছে, Reliefএর দরকার—সত্যিই—দরকার। কিন্তু ভলেণ্টিয়ার হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে সেখানে গিয়ে হৈ-চৈ করলে কতটুকু relief হয় বলুন আপনি? Reliefএর জন্যে আসল দরকার টাকার। যার যতটুকু সাধ্য সেই পরিমাণ টাকা দিলেই তো সব চেয়ে

বড় সাহায্য হয়। নিখিলেশ আমাকে লিখলে আমি তৎক্ষণাৎ—যা সে বলত পাঠিয়ে দিতাম।

জ্যোতি। নিখিলেশ যে তা' করেনি ঠাকুর পো—তার জন্যে আমি তাকে লক্ষবার আশীর্ব্বাদ করছি। তা-হ'লে—

শিব। বউ দি, আপনি কি বলছেন বউ দি?

জ্যোতি। আমার কথা শেষ হয় নি ঠাকুর পো। তা হ'লে আজ না হ'লেও কাল আপনি তাকে মনে মনে ঘেন্না করতেন। যে চোখে বাংলাদেশের লোকে আজ ঘরজামাইকে দেখে থাকে, সেই চোখেই তাকে দেখতেন।

শিব। (স্তব্ধতার পর) শুনুন বউদি। ঢাকা দিয়ে কথা বলে মীমাংসা হবে না। তাতে অনেক সময়ের দরকার। সে সময় আমার নেই। শুনুন—আমি খোলাখুলি কথা বলছি—আপনি তার খোলাখুলি উত্তর দিন।

জ্যোতি। বলুন।

শিব। আমি চাই যে, নিখিলেশ এখন থেকে এইসব নিয়ে আর মাতামাতি করবে না। আমার কলকাতার বাসায় থাকবে। আর—

জ্যোতি। আর?

শিব। এই যে জেল সে খেটে এল—এর প্রতিকারের জন্যে আমি তাকে মিনিষ্টারের কাছে নিয়ে যাব। প্রয়োজন হ'লে তাকে একটা বণ্ড লিখে দিতে হবে।

জ্যোতি। দামিনী? মুখ হাত ধোবার জল দিয়েছিস? জলখাবার হ'ল?

শিব। থাক বউ দি, আগে আমার কথার উত্তর দিন।

জ্যোতি। আপনি মুখ হাত ধুয়ে ফেলুন, জল খান; আমায় একটু ভাবতে দিন।

শিব। (জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়িলেন), আমার উত্তর আমি পেয়েছি বউ দি, আমি উঠলাম। নমস্কার (দ্রুত বাহিরে গিয়া জুতা পরিতে আরম্ভ করিলেন)

জ্যোতি। দামিনী, সরকার মশাইকে বল, আমের ঝুড়ি দুটো—যা ঠাকুরপো এনেছিলেন, সে দুটো ওঁর গাড়ীতে তুলে দিক।

শিবপ্রসাদের পুনঃ প্রবেশ

শিব। বউ দি, অখিনাশদার সঙ্গে দাদা সম্পর্কটাও কি আপনি মুছে ফেলতে চান?

জ্যোতি! সে তো আপনিই ফেলছেন ঠাকুর পো। আপনি হাতে মুখে জল না দিয়ে চলে যাচ্ছেন।

শিব। জানেন বউ দি, আপনার চিঠি যখন গেল—নিখিলেশের জেলের খবর পেয়ে সুনন্দা কেঁদেছে।

জ্যোতি। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ দেবেন ঠাকুর পো। ইন্দ্রের মত স্বামী হবে তার। ইন্দ্রাণীর মত সে যেন সুখী হয়।

শিব। আপনি তা' হ'লে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বউ দি?

জ্যোতি। জেনে শুনে নতুন করে দক্ষযজ্ঞের আয়োজন করা কি উচিত হবে ঠাকুর পো? সেই জন্যেই তো আপনার মেয়েকে শিবের মত স্বামী লাভের আশীর্ব্বাদ করলাম না। শিবের মত জামাই ধনাধিকারীরা কোন কালে সহ্য করতে পারেন না।

[শিব। (একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া) বলে দিন বউদি, আপনাদের সরকারকে—আমের ঝুড়ি দুটো মোটারে তুলে দিক।]

প্রস্থান

জ্যোতির্ম্ময়ী। (ছবির সম্মুখে প্রণাম করিয়া বলিলেন) তোমার কথা যদি মানতে না পেরে থাকি—তুমি আমায় মার্জ্জনা ক'রো; কিন্তু মা হয়ে নিখিলেশের এতবড় সর্ব্বনাশ আমি করতে পারব না; পারব না।

তৃতীয় দৃশ্য

Dr. CHATTERJEEর বাড়ী

বসিবার ঘর। অত্যন্ত সাধারণ ভাবে সাজানো—চারিদিকে কেবল বইয়ের আধিক্য।

Dr. Chatterjee বিবেকানন্দের বই পড়িতেছিলেন।

বাহির হইতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল

চ্যাটার্জ্জী। ভেতরে আসুন।

অতুলের প্রবেশ—দাম্ভিক উগ্র চেহারা

অতুল! এস! এস! তোমার কথাই আমি অহরহ মনে করছি। আমি চাকরী ছেড়ে দিয়েছি তুমি শুনেছ? বস—তুমি বস।

অতুল বসিল

I have resigned.

অতুল। শুনেছি।

চ্যাটার্জ্জী। এইবার তুমি এসেছ—এখন আমি নিশ্চিন্ত।

অতুল। I. C. S. Competitionএ আমি nomination পাই নি। This was my last chance. বয়সের বাধায় আর আমার পরীক্ষা দেওয়া চল্‌বে না।

চ্যাটার্জ্জী! I am glad.—অতুল, nomination যে তুমি পাওনি এতে আমি সুখী হয়েছি। তোমাদের মত শক্তিমান ছেলে দাসত্বের নাগপাশেই যদি নিজেকে আবদ্ধ করে শক্তিকে পঙ্গু করে রাখবে তবে দেশের সেবা করবে কারা? I am glad—অতুল, এতে আমি এক বিন্দুও দুঃখিত হই নি।

অতুল। আমি স্থির করেছি আমি ইংল্যাণ্ড যাব। Engineering পড়্‌ব আমি।

অতুল। এই মাত্র।

রমা। আপনার কি অসুখ করেছে ?

চ্যাটার্জ্জী। শুনছ রমা, বেচারী এখনও খায় নি—আর তুমি—that is bad—খাবার নিয়ে এস শিগ্‌গির। দাঁড়াও, সকাল বেলায় আমি কিছু খেয়েছি না কি বল তো ?

রমা। (হাসিয়া) গরম মুড়ি যে খেলে বাবা !

চ্যাটার্জ্জী। O yes ! মুড়িগুলোর মধ্যে কিন্তু সার পদার্থ কিছু নেই। এই খেয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে ফের ক্ষিধে পায়। গরম সিঙাড়ার ব্যবস্থা কর দেখি এবার। বুঝলে ?

রমার প্রস্থান

চ্যাটার্জ্জী। শোন অতুল—আমি কি ঠিক করেছি শোন। Unveiled Indiaর প্রতিবাদ লিখব আমি। পড়েছ তুমি বইখানা ? পড়নি ? সদ্য বেরিয়েছে—তুমি পড়নি। পড়লে তোমার মাথায় আগুন জ্বলে যাবে। অনন্যকর্ম্মা হয়ে আমি এর প্রতিবাদ লিখবার জন্যে কলেজের কাজে resignation দিয়েছি। এবার রমাকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমার কাজ আরম্ভ করতে চাই।

অতুল। আপনাকে আমি বলেছি আমি England যেতে চাই।

চ্যাটার্জ্জী। Good idea ; আমার কোন আপত্তি নাই। যতদিন তুমি না ফিরবে, রমা আমার কাছেই থাকবে।

অতুল। আপনি আমাকে কি সাহায্য করতে পারেন ?

চ্যাটার্জ্জী। কি সাহায্য বল ?

অতুল। অর্থ-সাহায্য। England যেতে হলে অর্থের প্রয়োজন। আমার অবস্থা আপনি জানেন।

চ্যাটার্জ্জী। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) তুমি আমায় লজ্জা দিলে

অতুল। (ড্রয়ার খুলিয়া Bankএর পাশ-বই খুলিয়া) এই দেখ আমার সঞ্চয়, সম্বল মাত্র পাঁচ শো টাকা।

অতুল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

এতে যদি তোমার কোন সাহায্য হয় আমি দিতে পারি। হ্যাঁ, আরও আছে, রমার গায়ে সামান্য কয়েকখানা গহনা, তাও তুমি নিতে পার।

অতুল চুপ করিয়া রহিল।

অতুল!

অতুল। বলুন।

চ্যাটার্জ্জী। What else can I do for you my boy? আর কি করতে পারি আমি, বল?

অতুল। পারেন। রমার দায়িত্ব থেকে আপনি আমায় নিষ্কৃতি দিতে পারেন।

চ্যাটার্জ্জী। (সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন) অতুল!

অতুল। হ্যাঁ, রমার দায়িত্ব থেকে আপনি আমায় নিষ্কৃতি দিতে পারেন।

অতুল অসঙ্কোচে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চ্যাটার্জ্জী। কি বলছ তুমি অতুল!

অতুল। আমার অবস্থা আপনি জানেন। আমার আশা ছিল I. C. S. Competitionএ আমি খুব উচ্চস্থান অধিকার করব। সেই ভরসাতেই আপনাকে কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমি নিজেই পড়েছি অথৈ সমুদ্রে। এর ওপর রমার দায়িত্ব আমি কি করে গ্রহণ করব? আপনি আমায় মুক্তি দিন।

চ্যাটার্জ্জী। বস অতুল, বস। এতক্ষণে তোমার আজকের মন আমি বুঝতে পারছি। I. C. S. Competitionএর ব্যর্থতায় তুমি আঘাত পেয়েছ। কিন্তু ভেঙে পড়লে তো চলবে না my boy. Failures are pillars of success. আমি বলছি I. C. S.-এর চেয়েও তুমি

বড় হবে, you will be a nation-builder. বিপুল পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছ তুমি, সুন্দর স্বাস্থ্য তোমার, ভবিষ্যতের জন্যে তোমার চিন্তিত হওয়া উচিত নয় অতুল !

অতুল তিক্ত হাসি হাসিল।

তা' ছাড়া অতুল, রমাকে আমি লেখাপড়া শিখিয়েছি ; সেই সঙ্গে আরও একটা বড় শিক্ষা দিয়েছি—দারিদ্র্যকে সে ভয় করে না, দুঃখকে সে হাসিমুখে উপেক্ষা করতে পারে, তোমার সকল দুঃখ-কষ্টের ভাগ সে হাসি-মুখে বরণ করে নেবে।

অতুল। কিন্তু আমি ? আমি তাকে কোন্ মুখে দুঃখ-কষ্টের বোঝা তুলে দেব ? কোন্ মুখে বলব এই পৃথিবীর এই অগাধ অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য-বিলাস-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তোমার অধিকার নাই—ওদিকে তুমি চেয়ে দেখো না। আমাকে মাফ করবেন, আমি তা পারব না। আমার স্ত্রীকে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য-সম্পদের মধ্যে অধিষ্ঠিত দেখতে চাই। আমার জীবন সহস্রের মধ্যে মাথা উঁচু ক'রে বড় হয়ে উঠবে এই আমার আশা। বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে আমার পক্ষে বিবাহ করা অসম্ভব—আমাকে মার্জ্জনা করবেন।

চ্যাটার্জ্জী। ভগবান তোমাকে মার্জ্জনা করুন অতুল। আমার মার্জ্জনা-অমার্জ্জনায় তোমার কিছু যাবে আসবে না।

অতুল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কালই পড়ছিলাম—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানা কুৎসাপূর্ণ বইয়ে একজন বিদেশী লিখেছে—এই বাংলা দেশ সম্বন্ধেই লিখেছে—In Bengal, of late years, several cases have become public of girls committing suicide at the approach of marriageable age to save their fathers the crushing burden of their

marriage dowry. It is pity—a great pity, অতুল, তুমিই সেটা প্রমাণ করে দিলে।

অতুল। না—পণ আমি চাই নি, পণ আমি চাইব না। কিন্তু দারিদ্র্যকে আমি ঘৃণা করি। রমাকে আমি স্নেহ করি। তাই তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের মধ্যে সংসার পাততে আমি পারব না। আমার নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি হত্যা করতে চাই না। তাই আমি আপনার কাছে মুক্তি চাই।

রমা জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল।

রমা। (থালাখানি টেবিলের উপর নামাইয়া দিল) খান অতুলবাবু। বাবা, তোমার খাবার এখন আনলাম না। তুমি তো এখন খেতে পারবে না। খান্ অতুলবাবু।

অতুল। (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) আবার আপনাকে বলছি, আপনি আমাকে মার্জ্জনা করবেন, আমি চল্লাম।

দ্রুতপদে রঙ্গমঞ্চের প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গেল।

রমা। দাঁড়ান্ অতুলবাবু। দাঁড়ান্।

অতুল দাঁড়াইল।

বাবা মুখ ফুটে আপনাকে মুক্তি দিতে পারেন নি। কিন্তু আমি আপনাকে মুক্তি দিচ্ছি।

অতুল। আমাকে তুমি মার্জ্জনা কর রমা।

রমা। তাও ক'রেছি। মুখ ফুটে চাইবার আগেই করেছি। দুর্ব্বল করুণার পাত্র যারা—তাদের ওপর রাগই যে করা যায় না, তাই চাইবার আগেই তারা মার্জ্জনা পেয়ে থাকে। আপনি কিন্তু খেয়ে যান।

অতুল। না, করুণার পাত্র বলে এ থেকেও তুমি আমায় মার্জ্জনা কর'।

প্রস্থান

রমা জলখাবারের থালাটা উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছিল ।

চ্যাটার্জ্জী। রমা!

রমা। আসছি বাবা, খাবারগুলো কুকুরটাকে দিয়ে আসি আগে।

ভিতরে গিয়া রমা পুনরায় ফিরিয়া আসিল ।

বল' বাবা!

চ্যাটার্জ্জী। মা!

রমা। (চ্যাটার্জ্জীর বক্তব্যের প্রতীক্ষা করিয়া) বাবা!

চ্যাটার্জ্জী। তোকে কি বলব—আমি যে খুঁজে পাচ্ছি না মা।

রমা। দুঃখ আমি পাই নি বাবা। তোমার আশীর্ব্বাদ আমাকে অমানুষের হাত থেকে রক্ষা করেছে—সেইটে আমার সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা।

চ্যাটার্জ্জী। এত বড় ফাঁকি? অতুলের মত শিক্ষিত ছেলের মধ্যে এত বড় ফাঁকি—এ যে আমি কল্পনা করতে পারিনি' মা! চৈতন্যের দেশ, বিবেকানন্দের দেশ, রবীন্দ্রনাথের দেশ কি অমানুষে ভরে গেল!

রমা! না বাবা। তা হয় না। মানুষ আছে বই কি। তবে মানুষেরা মানুষ বলে নিজেদের জাহির ক'রে বেড়ায় না, তাই অমানুষ-গুলোই বেশী ক'রে চোখে পড়ে।

চ্যাটার্জ্জী। তোর কথা সত্য হোক। কিন্তু তোকে নিয়ে যে আমি সমস্যায় পড়লাম মা!

রমা। কোন সমস্যা নেই বাবা। রাণী-ভবানীর দেশের মেয়ে, রায়-বাঘিনীর দেশের মেয়ে আমি। এ যুগের লেখাপড়া শিখে বাইরের চেহারাই শুধু পাল্‌টেছে, কিন্তু তাঁদের যোগ্যতা আমাদেরও আছে। সে যুগে খাঁড়া নিয়ে লোকে যুদ্ধ করত বাবা, তার পর হয়েছিল বাঁকা তলোয়ার, এখন তলোয়ারের চেহারা হয়েছে সোজা। (প্রণাম করিয়া) তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর বাবা।

চ্যাটার্জ্জী নীরবে তাহার মাথায় হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

সেবাশ্রমের কক্ষ

পুরানো একখানি ঘর। ঘরের আসবাবের মধ্যে একটা ভাঙা টেবিল, খান দুয়েক পুরানো বেঞ্চ, খান দুই পুরানো চেয়ার। একদিকে একখানা ছোট চৌকী—'বেড' হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ফার্ষ্ট এডের বাক্স—কিছু ঔষধপত্র একটি শেল্‌ফে সাজানো। দেওয়ালে প্রকাণ্ড বড় বোর্ড, তাহাতে মোটা হরফে লেখা বিবেকানন্দের বাণী—

"তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। ভুলিও না তোমার সমাজ, সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র। ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত—তোমার ভাই।

হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ—ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

এ ছাড়াও দেওয়ালে দুইপাশে দুইখানি চার্ট—মৃত্যুর হিসাব ও দেশের আমদানি-রপ্তানির হিসাব। ঘরখানির মধ্যে দারিদ্র্য সুপরিস্ফুট ; কিন্তু একটি পবিত্র পরিচ্ছন্নতা চারিদিকে উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজিত। বেডের বিছানার চাদর পরিষ্কার—আসবাব-

পত্র সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সাজানো। যতীন ছেলেটি আপন মনে লিখিতেছিল।

নিখিলেশ একটা পথচারী ছোঁড়ার হাত ধরিয়া প্রবেশ করিল, এবং তাহাকে একটা বেঞ্চের উপর বসাইয়া দিল।

নিখিল। বস ওইখানে, চুপ ক'রে—ভ-য়ে আকার ল-য়ে ওকার ছ-য়ে একার ল-য়ে একারের মত—মানে ভালো ছেলের মত বস। হ্যাঁ!

যতীন। ওটা আবার কে?

নিখিল। খুদে শয়তান। একেবারে বিচ্ছু! দেখ না—হাতটা কামড়ে কি করে দিয়েছে। বলব কি হে, ডালকুত্তার বাচ্চার মত হাতে কামড়ে ধরে ঝুলতে আরম্ভ করলে।

যতীন। জোটালে কোত্থেকে?

নিখিল। বল কেন? সেই যে সেই অন্ধ ভিখিরীটা—'আয় বাপ', 'আয় বাপ' বলে পিলে-চমকানো চীৎকার ক'রে ভিক্ষে করে হে—; আমি আসছি, দুপুর বেলা পথটায় জনমানব নেই—দেখি সেই ভিখিরীটা আর এই ছোঁড়াটা হনুমান আর অহিরাবণের বেটা মহীরাবণের মত যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছে। অন্ধটার কোমরে গেঁজেতে তার ভিক্ষের টাকা ছিল, ছোঁড়াটা সেইটা ছিঁড়ে নিয়ে পালাচ্ছিল—কিন্তু অন্ধ হলেও শব্দ-ভেদী হাতে ধরে ফেলেছে। ছুটে গেলাম। ছোঁড়াটার কাছে ছিল একটা হাতা কি খন্তার ভাঙা ডাঁট—থপ্ ক'রে বসিয়ে দিলে অন্ধটার মাথায়। মেরেই দে ছুট। বহু কষ্টে ধরলাম। কচ্ কচ্ ক'রে ডালকুত্তার মত কামড়ায় হে। রমেনকে দিয়ে ভিখারীটাকে পাঠিয়েছি হাঁসপাতালে। (ছোঁড়াটার প্রতি) এ্যাই। (ছোঁড়াটা একটু একটু করিয়া বেঞ্চের প্রান্তদেশের দিকে সরিতেছিল) সরে পড়বার মতলবে আছিস বুঝি? (ছোঁড়াটার হাত ধরিয়া একটা জানালার ধারে লইয়া গিয়া) শোন্। নীচে রাস্তা দেখতে পাচ্ছিস?

ছোঁড়াটা তাহার মুখের দিকের চাহিল। নিখিল ছেলেটাকে দুই হাতে তুলিয়া জানালা পার করিয়া বাহিরে ধরিয়া—

দিই আলগোছে—এই দোতালা থেকে রাস্তার ওপর নামিয়ে? দিই?

ছোঁড়াটা। না।

নিখিল। আর পালাবি না?

ছোঁড়া। না।

নিখিল। দেখিস্?

ছোঁড়া। হ্যাঁ।

নিখিল। আচ্ছা। (জানালা হইতে লইয়া আসিয়া বেঞ্চে বসাইয়া দিল) বস্ তবে চুপ করে। কিছু খাবি?

ছোঁড়া। একটা বিড়ি দাও।

নিখিল। কি!

ছোঁড়া। বিড়ি।

নিখিল। হুঁ! সোনামণি আমার বাপের ঠাকুর! আর কি খাবি? গাঁজা—চরস—মদ?

ছোঁড়া। উঁহু—শুধু বিড়ি খাই।

নিখিল। সর্ব্বরক্ষে।

যতীন। ভাগিয়ে দাও, ওকে ভাগিয়ে দাও।

নিখিল। উঁ-হু। যে কামড় ও আমাকে দিয়েছে, ওকে আমি সহজে ছাড়ব না। এস্পার কি ওস্পার একটা করবই। হয় ওকে ভাল করে তুলে সেবাশ্রমের কাজে লাগাব, নয় আমিই শেষ পর্য্যন্ত ওর সঙ্গে গাঁট কেটে বেড়াব।

যতীন। পাগলামো ক'র না নিখিল, পাগলামো কোরো না।

নিখিল। পেছনের দিকে চাও যতীন, স্বামীজীর মন্ত্রের দিকে চেয়ে দেখ্। আমাকে বাধা দিয়ো না, আমি একবার চেষ্টা করে দেখব।

যতীন। (কিছুক্ষণ পর) কলেজে কি হ'ল?

নিখিল। ফাইন করেছে—না দিলে সাসপেণ্ড করবে। বললে—লজ্জা হয় না তোমার? বললাম—হয়। কিন্তু কবিতা লিখেছি ব'লে নয়—মেয়েরা অতিরিক্ত পাউডার মাখে বলে লজ্জা হয়। চটে গেল বেজায়।

কথাবার্ত্তার অবসরে ছেলেটা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে বেঞ্চে শুইল ও ঘুমাইয়া পড়িল।

যতীন। যাক, শোন। শক্তিগড়ের বিমল খবর দিয়েছে, আশে-পাশে ভীষণ কলেরা হয়েছে। এক সপ্তাহে পঁচিশ জন মারা গেছে।

পত্রখানি নিখিলেশের দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

নিখিল। (তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পত্রখানি লইল, তারপর পড়িল; পড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)—আরে, ছোঁড়াটা ঘুমিয়ে পড়ল দেখছি? (হাসিয়া) চঞ্চল ছেলে—একটু শান্ত হয়েছে আর ঘুমিয়ে পড়েছে।

কোলে তুলিয়া লইয়া ভিতরের দরজা দিয়া চলিয়া গেল।

যতীন পত্র পড়িতে লাগিল। রমেন মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অন্ধ ভিক্ষুককে লইয়া প্রবেশ করিল। ভিক্ষুককে বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

ভিক্ষুক। আমাকে ছেড়ে দেন বাবু, ও আমার কিছু হবে নি। পথে থাকলে আমার দু' পয়সা রোজগার হবে।

যতীন। কি হ'ল? হাসপাতাল থেকে নিয়ে এলে কেন ওকে?

রমেন। সামান্য আঘাত। ব্যাণ্ডেজ করেই ছেড়ে দিলে। রাখলে না। রাখা নিয়মও নয়।

ভিক্ষুক। কিছু লাগেনি বাবু, ও আমার কিছু লাগেনি। সেবার বাঁ পা'টার ওপর দিয়ে গাড়ী চলে গেল—আপনি ভাল হ'ল। ঘা ছিল ছ'মাস, রোজগার ডবল হয়ে গিয়েছিল। ছেড়ে দেন বাবু আমাকে।

যতীন। বেশ ত, ওবেলায় যাবে। এ বেলাটা এইখানে বিশ্রাম ক'রেই যাও। রমেন, ওকে ওঘরে নিয়ে যাও।

ভিক্ষুক। বাবুমশায়, তবে আমাকে দুখানা রুটি খেতে দেবেন। ভাত খেলে আমার ঘা বাড়বে।

রমেন। আচ্ছা, আচ্ছা—তাই দেব। চল।

রমেন ও ভিক্ষুকের প্রস্থান

রমার প্রবেশ

যতীন উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমা। নমস্কার।

যতীন। নমস্কার।

রমা। আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

যতীন। আমি আপনাকে চিনি। আমরা একসঙ্গে একই কলেজে পড়ি মিস্ চ্যাটার্জ্জী।

রমা। তা হ'লে ভালই হ'য়েছে। ভেবেছিলাম—অপরিচিত লোকের কাছে গিয়ে পড়ব। শুনুন—আমি কি জন্যে এসেছি।

যতীন। বলুন।

রমা। আমার বাবা গিয়েছেন—বর্দ্ধমান জেলায় এক বন্ধুর বাড়ী। সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। দেখলাম বন্যায় অঞ্চলটা ভেসে গেছে। বাবার সঙ্গে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে দেখলাম। সেখানে সর্ব্বত্র আপনাদের সেবাশ্রমের নাম শুনলাম। আপনারা সেখানে flood reliefএ গিয়েছিলেন। আপনি গিয়েছিলেন কি?

যতীন। না। আমি যেতে পারিনি। আমাদের সম্পাদক গিয়েছিলেন—অন্য সভ্যেরাও অনেকে গিয়েছিলেন।

রমা। আপনাদের সম্পাদক কোথায়?

যতীন। (হাসিয়া) তিনি ভেতরে আছেন—আসবেন এখুনি।

রমা। আপনারা কি মেয়েদের মেম্বার করেন ?

যতীন। আছেন দু'চার জন।

রমা। তাঁরা কেউ যান নি সেখানে? মেয়েরা কেউ এসেছিলেন বলে তো সেখানে শুনলাম না।

যতীন। আমাদের মহিলা সভ্যেরা আমাদের অর্থ-সাহায্য করেন—কখনও কখনও সমিতির মিটিংয়ে আসেন—হাতে-কলমে বাইরের কাজ করায় তাঁদের অসুবিধে আছে, আমরাও কখনও অনুরোধ করিনে। আমরা থাকতে আপনারা কাজ করবেন—সে যে আমাদেরই লজ্জার কথা।

রমা। আমি কিন্তু নিজে কাজ করতে চাই।

যতীন চুপ করিয়া রহিল।

আপনাদের কি কোন আপত্তি আছে ?

যতীন। মিস চ্যাটার্জ্জী—আপনি কেন এর মধ্যে আসছেন? আমার মনে হয়—

রমা। আপনার যা মনে হয়—সে আপনার মনেই থাক্। (উঠিয়া) আপনাদের আপত্তি থাকে—আমি চলে যাচ্ছি। আমি নিজে এমনি সঙ্ঘ গড়ে তুলব। প্রয়োজন হয় শুধু মেয়েদের নিয়েই গড়ে তুলব।

নিখিলেশের প্রবেশ—পিঠে হাভারস্যাক ও ওয়াটার বট্‌ল্।

নিখিলেশ। সেদিন আমি সেই কবিতাটা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে আগুনে ফেলে দেব রমা দেবী।

রমা। আপনি ?

দুই পা পিছাইয়া গেল।

নিখিল। আমিই সেবা-সংঘের সম্পাদক। সেদিন আমি নূতন করে কবিতা লিখব আপনাদের বন্দনা ক'রে। বলব কি—আজই ইচ্ছে করছে খাতা-কলম নিয়ে বসে যাই।

রমা। খাতা-কলম নিয়ে যিনি বসেন—তাঁর প্রতি বা তাঁর বন্দনার

প্রতি আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই বা আগ্রহ নেই নিখিলেশ বাবু; তবে আমার সম্মুখে যে মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে—তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। সেদিন আপনাকে নমস্কার করিনি, আজ আপনাকে নমস্কার করছি।

নিখিল। যাক গে—ও কথা। আপনি কি আমাদের সংঘের সভ্য হতে চান?

রমা। চাই। সমস্ত জীবন—নিখিলবাবু, আমার সমস্ত জীবন আমি এই কাজে উৎসর্গ করতে চাই।

নিখিল। যতীন, রমাদেবীকে আমাদের সভ্য করে নাও। আমি চললাম।

রমা। কোথায়?

নিখিল। শক্তিগড়। কলেরা হয়েছে সেখানে।

রমা। দাঁড়ান, আমিও আপনার সঙ্গে যেতে চাই। যতীনবাবু, আমাকে কি কিছুতে সই করতে হবে? কত চাঁদা দিতে হবে?

যতীন। চাঁদা—যা ইচ্ছে দেবেন। না দিলেও বাধ্যবাধকতা নেই। সইও কিছু করতে হবে না। কেবল—ওই দেওয়ালের দিকে স্বামীজীর স্বদেশ-মন্ত্রের দিকে চেয়ে দেখুন। সমস্ত অন্তর দিয়ে ওই মন্ত্র গ্রহণ করুন।

রমা মনে মনে পড়িতে পড়িতে সহসা স্ফুটকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে যতীন নিখিলেশও যোগ দিল—

"আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই! ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ—ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

প্রণাম করিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রঙ্গমঞ্চের একপ্রান্ত হইতে অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত একটি বাংলো বিস্তৃত। বাংলোটির অর্দ্ধাংশ রঙ্গমঞ্চের পার্শ্বদেশের নেপথ্যে চলিয়া গিয়াছে। সম্মুখে একটি বারান্দা। বাংলোর গায়ে রঙ্গমঞ্চের মধ্যস্থলে একটি ফটক। ফটকের পাশ হইতে রঙ্গমঞ্চের অপর পার্শ্বদেশ পর্য্যন্ত একটি দেওয়াল! ফটকের পাশেই ছোট একটি টেবিল। টেবিলটি লেবার-রেজিষ্ট্রারের। বারান্দায় ঘরের দুয়ারের সম্মুখে টুলের উপর বসিয়া আছে একজন তকমা-আঁটা পিওন। ঘরের দরজার মাথায় লেখা 'Office'।

নেপথ্যে শব্দ উঠিতেছে—ঘং—ঘং—ঘং। তিনবার ঘণ্টার আওয়াজ। একজন হাঁকিল—হোই—টালোয়ান!

পর মুহূর্ত্তেই ইঞ্জিনের শব্দ আরম্ভ হইল।

মুন্সী এখনও আসে নাই। মুন্সীর আসনের পাশেই দাঁড়াইয়া আছে ওভারম্যান—খাঁকী হাফপ্যান্ট, খাঁকী হাফ-হাতা কামিজ, বগলে একটা শোলার টুপি। সবই কয়লায় কালিতে ময়লা। হাতে একটা মোটা লাঠি এবং খাদের তলায় ব্যবহার্য্য বাতি। এক পাশ হইতে প্রবেশ করিল একদল 'কামিন', মেয়ে কুলি—সকলেরই হাতে শিকে লাগানো বড় কেরোসিনের ডিবে, মাথায় বিঁড়ার উপর ঝুড়ি। তাহারা গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে প্রবীণা একজন আগাইয়া গেল লেবার-রেজিষ্ট্রারের টেবিলের কাছে। অন্য মেয়েরা গান গাহিয়াই চলিল।

গান

বাঁকা চাঁদ পাহাড়ে, রঙে আঁকা আহা রে,
কাজ নাই থাক্ রে।
এই মাটি কালো সে, তবু হায় ভাল সে,
গায়ে তাই মাখ্ রে।
মহুয়ার ফুলরে, শুধু মিছে ভুলরে
মেটে না তো ক্ষুধাও।
কালো মাটি কয়লা, ওরা বলে ময়লা,
জানি গড়ে সুধাও।
দূরে বাঁশী বাজলো, তাহে কিবা কাজ লো
দূরে তারে রাখ্ রে।
মণিভরা খনিতে, চল্ মণি গণিতে,
আছে কত লাখ্ রে॥

ওভারম্যান কুড়ারাম। কি গো সখির মা, নামবি নাকি খাদে? এঁ্যা?

প্রৌঢ়া। হঁ্যা গো। মরদরা সব নেমেছ সেই কখন; কয়লা কেটে ডাং করেছে এতক্ষণে। বোঝ্ দিব কখন? মুন্সী বাবু কই গো? গেল কোথা?

কুড়োরাম। আসছে আসছে। হোই—কানাই! কানাই হে।

প্রৌঢ়া। হাঁ গো বাবু, কাল তুমি ভক্তার দলকে মদ দিলে, খাসী দিলে। আমাদিগে দিলে না কেনে?

কুড়া। দিব দিব। আজ দিব। কাল উদিগে দিয়েছি—আজ তোদের পালা। খাদ থেকে উঠেই কিন্তু আবার গাড়ী বোঝাইয়ের কাজে

লাগতে হবে। কোম্পানীর আজকাল মেলা অর্ডার। অন্নদাতা প্রভু। বুঝলি সখির মা—না করলে হবে কেনে? এঁ্যা।

প্রৌঢ়া। হঁ্যা—তা বটে, ঠিক বটে বাবু।

কুড়া। হঁ্যা—ঠিক বটে বাবু। হুঁ—হুঁ! এইবার কি হয় দেখ্‌না সখির মা! জামাইবাবু বিলাত থেকে mining শিখে এল। এইবার কি হয় দেখ্‌ না! এ fieldএ ফার্ষ্ট নম্বর কলিয়ারী। খাদের নীচে বিজলী বাতি হবে! তোদের ধাওড়ায় হবে। হুঁ—হুঁ! হুঁ—হুঁ। দেখ্‌না কি হয়। তবে চুপি চুপি একটি কথা তোকে বলে দি সখির মা! আর চুরি করে কয়লা কাটিস না যেন! খবরদার! হুঁ—হুঁ—আর সে দিন নাই বাবা। বিলাত ফেরত জামাইবাবু মালিক এখন। একেবারে শেলেদা বাঘ।

প্রৌঢ়া। হুঁ। তুর মিছে কথা। ওই সোনার পারা চেহারা—ওই আবার বাঘ হয়! মিছে কথা বলছিস তু।

আফিস হইতে বাহির হইয়া আসিল অতুল। খাকী হাফপ্যাণ্ট, সার্ট ইত্যাদি পরণে।

অতুল। ওভ্যারম্যান বাবু।

কুড়ারাম আঁতকাইয়া উঠিয়া প্রায় ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া দুলিতে লাগিল। এ দোলা তাহার অভ্যাস।

কুড়ারাম। আজ্ঞা, জামাই বাবু।

অতুল কঠিন-দৃষ্টিতে ওভারম্যানের দিকে চাহিল। ওভারম্যানের দোলা থামিয়া গেল; সভয়ে বলিল—আজ্ঞা?

অতুল। মুন্সীবাবু কোথায় গেলেন?

কুড়ারাম। আসছে আজ্ঞা, এখুনি আসছে। কানাই হে! ও কানাই।

আবার দুলিতে লাগিল।

কানাইয়ের প্রবেশ

কানাই। বাপরে বাপরে বাপরে, আচ্ছা বিশকুণী হাঁক—(অতুলকে

দেখিয়া লোকটা যেন পাথর হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে সেলাম করিয়া বলিল) ভারী জল তেষ্টা পেয়েছিল স্যার !

অতুল। এইখানে কুঁজো-গেলাস রাখবেন আজ থেকে। কামিনদের নাম রেজিস্টারে enter করে নিয়ে ভেতরে যেতে দিন ওদের।

মুন্সী তাড়াতাড়ি গিয়া চেয়ারে বসিল। মেয়েরা আগাইয়া গেল। নেপথ্যে ঘন্টার শব্দ হইল।

মুন্সী। ঠাণ্ডারামের দল তো? নাম আমি লিখে রেখেছি। সবাই এসেছিস্ তো?

প্রৌঢ়া। হ্যাঁ গো। ঘরে বসে থাকলে পয়সা দিবি তুরা? (মেয়েদের প্রতি) আয় গো! সব আয় গো!

গানের এক লাইন গাহিতে গাহিতে মেয়েরা ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

অতুল। (মেয়েরা চলিয়া যাইবার পর) ওভারম্যানবাবু!

কুড়ারাম। আজ্ঞা জামাইবাবু?

অতুল। কাল আপনি খাদের কুলিদের মদ আর খাসীর দাম দিয়ে ওভার-টাইম খাটিয়ে লোডিং করিয়েছেন?

কুড়া। আজ্ঞা জামাইবাবু! বেশী অর্ডার আছে—পঁচিশখানা গাড়ী লেগেছে—

অতুল। থামুন আপনি। শুনুন—ভবিষ্যতে আর এমন করবেন না; যেটুকু আপনার duty তার বেশী কোম্পানি আপনার কাছে প্রত্যাশা করে না। ঘড়ির ছোট কাঁটাটা যদি বড় কাঁটার কাজ করতে চায়—তবে সেটা চলতে গিয়ে অচল হয়ে যায়। সমস্ত দিন কুলিগুলো খেটেছে—রাত্রে আবার তাদের মদ-মাংস খাইয়ে কাজ করিয়েছেন আপনি! তাদেরও মানুষের শরীর! আমার কথা বুঝেছেন আপনি?

কুড়া। আজ্ঞা হাঁ জামাইবাবু!

অতুল। আরও একটা বিষয়ে আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। জামাইবাবু বলে আমায় কথা বলবেন না; অন্যত্রও আমার প্রসঙ্গে বলবেন না।

কুড়ারাম। (সবিস্ময়ে) আজ্ঞা?

দোলা থামিয়া গেল।

অতুল। আমি এখানে আপনাদের মতই একজন কর্ম্মচারী। আপনি Overman, আমি Superintendent, আপনি নিম্নপদস্থ, আমি উচ্চ-পদস্থ—এই মাত্র।

কুড়ারাম। আজ্ঞা জামাইবাবু, আপনি তো মালিক—

অতুল। (কঠিন স্বরে বাধা দিয়া) না না। জামাই কথনও শ্বশুরের উত্তরাধিকারী নয়। উত্তরাধিকারী তাঁর কন্যা—ভাবী কালে তাঁর দৌহিত্র।

ভিতরে চলিয়া গেল।

কুড়ারাম। ওরে বাবারে! বলি কানাই—শুনলে হে? বলি—কথা শুনলে একবার? বিলাত-ফেরৎ কি না? ওরে—বাবারে!

আবার দুলিতে লাগিল।

নেপথ্যে হর্নের শব্দ।

ওরে—বাবারে। রায়বাহাদুর এলেন লাগছে! অন্নদাতা প্রভু, আমি সেলাম দিয়ে আসি কানাই!

দ্রুত প্রস্থান।

নেপথ্যে ঘণ্টার শব্দ।

—হোই—টালোয়ান!

—হোই!

ঘণ্টার শব্দ—ইঞ্জিনের শব্দ।

রায়বাহাদুর, সুনন্দা ও কুড়ারামের প্রবেশ।

কুড়ারাম। আজ্ঞা হাঁ হুজুর, সব ঠিক চলছে, সুতোর সঞ্চারে—একেবারে—জ-লে-র মত! জামাইবাবুর বন্দোবস্ত—

অতুল বাহির হইয়া আসিল; সঙ্গে সঙ্গে ওভারম্যান স্তব্ধ হইয়া গেল এবং ঢুলিতে আরম্ভ করিল।

অতুল। ওভারম্যান বাবু, this is your second warning.

ওভারম্যানের দোলা বন্ধ হইয়া গেল।

রায়বাহাদুর। ব্যাপার কি অতুল?

অতুল। Good morning sir. That's nothing.

রায়বাহাদুর। Good morning my boy.

অতুল। আপনি কি এখনি আপিসে আসবেন?

রায়। Ask সুনন্দা, I am her big baby.

সুনন্দা। না। আগে বাংলোয় চল বাবা। মুখ হাত ধুয়ে চা খাও, তারপর যা হয় করো।

রায়বাহাদুর। মাতৃ-আজ্ঞা—লঙ্ঘনের উপায় নেই। Won't you come, Atul, to have a cup of tea with us?

অতুল। Thanks, but I have some urgent business in hand.

রায়বাহাদুর। Oh, that's alright!

অতুল। চলুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।

অতুল, সুনন্দা ও রায়বাহাদুরের প্রস্থান।

কুড়ারাম। কানাই! কুঁজো-গেলাস এসেছে? এক গেলাস জল খাওয়াতে পারিস ভাই? বাপরে—বাপরে—বাপরে।

কানাই। কুঁজা-গেলাস?

কুড়ারাম। হ্যাঁ। কুঁজা-গেলাস!

কানাই। কুঁজা কুমার বাড়ীতে, গেলাস বাজারে, জল নদীতে। কুঁজা গেলাস! বিষ নাই, তার কুলার পারা চক্করটি আছে। ঘর-জামাই—

কুড়ারাম। চুপ চুপ!

কানাই। চুপ? চুপ করতে বলছিস? (কাঁদিয়া ফেলিয়া খাতাখানা খুলিয়া দেখাইল, তাহাতে কালি পড়িয়া গেছে) এই দেখ কি হল!

কুড়ারাম। এই মরেছিস রে, কালি ফেলাইলি কি করে?

কানাই। তুমাকে দিলে ধমক, আমি উঠলাম চমকায়ে, আর দোয়াতটি গেল উল্টায়ে। এখন এ আমি কি করি বল্ দেখি ভাই? বাঘের মত এসে ধরবেক মাইরি। তখন যদি বলি তোমার ধমকে ইটি হয়েছে স্যার—মানবেক শালা? এগুলেও নিব্বংশের বেটা, পিছালেও তাই। ই আমি কি করি বল্ দেখি ভাই?

কুড়ারাম। দাঁড়া ভাই, জল খেয়ে আসি। গলা আমার শুকায়ে গেল।

কানাই। আমার লেগেও এক গেলাস আনিস ভাই।

কুড়ারামের প্রস্থান। কানাই থুথু দিয়া আঙুল ঘষিয়া কালি তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুসজ্জিত বাংলোর কক্ষ

সুনন্দা ও রায়বাহাদুর শিবপ্রসাদ।

দেওয়ালে হেনরী ফোর্ড, এডিসন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছবি।
একটি ফ্রেমে বাঁধানো বোর্ডে লেখা—

"নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র।
তব লৌহ-গলন শৈল-দলন অচল চলন-মন্ত্র।
কভু কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-ইষ্টক-দৃঢ় ঘন-পিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-লঙ্ঘন লঘু মায়া।
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ অন্ত্র,
তব পঞ্চভূত-বন্ধন-কর ইন্দ্রজাল তন্ত্র।"

রায় বাহাদুর চায়ের টেবিলে বসিয়াছেন। সুনন্দা নীরবে পাশে দাঁড়াইয়া চা তৈয়ারী করিতেছে। সুনন্দা সুন্দরী শান্ত মেয়ে। ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী।

রায়বাহাদুর। Western educationএর গুণই এই। ওদের আমি সহস্রবার প্রণাম করি। সময় ওদের কাছে অমূল্য। কর্ম্মই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

সুনন্দা নীরবে চামচ দিয়া চা নাড়িতে লাগিল।

অতুলের শিক্ষা যদি এ দেশেই শেষ হত, তবে ও এতক্ষণ ভক্তিগদগদ হয়ে শ্বশুরের তদ্বিরে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াত।

সুনন্দা একটু মৃদু হাসিল। চায়ের কাপটি সম্মুখে রাখিয়া—

সুনন্দা। চা'টা খেয়ে ফেল বাবা।

রায় বাহাদুর। অতুলের নার্ভ আমাদের দেশের পক্ষে Extra-ordinary—I am glad, আমি ভাগ্যবান যে, অতুলের মত জামাই পেয়েছি। নিখিলেশের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়নি—সে তোর ভাগ্য, আমার ভাগ্য! জানিস মা—জীবনে যখন প্রথম কর্ম্মের পথে যাত্রা আরম্ভ করি, তখন আমার কল্পনা ছিল আমার দেশে আমি বিরাট industry গড়ে তুলব। খিদিরপুর ডকে stevedore-এর কাজ করতাম, রাশি রাশি কাঁচা মাল চলে যেত দেশান্তরে, সেই কাঁচা মাল থেকে হাজারো রকম জিনিষ তৈরী করে তারা পাঠাতো—; কই সুনন্দা, তুই তো চা খাচ্ছিস নে মা?

সুনন্দা। সকালে চা আমি খেয়েছি বাবা।

রায়। আরে এ চা হ'ল আমার নতুন চা-বাগানের। খেয়ে দেখ্। আর চা কখনও একা খেতে ভাল লাগে? আচ্ছা, আমি তৈরী করে দিচ্ছি তোকে।

সুনন্দা। (হাসিয়া) না—না, আমি তৈরী করে নিচ্ছি বাবা।

রায়। No, no, no, আমি তৈরী করে দেব তোকে। Sit down you naughty girl. ক' চামচ চিনি দেব? Yes, yes, I remember—মিষ্টি খেতে তুই বড্ড ভালবাসতিস। Well, here you are—(চায়ের কাপ আগাইয়া দিলেন) জানিস সুনন্দা, Tea Company থেকে এবারই আমরা খুব handsome dividend দিয়েছি। অতুল বলেনি তোকে?

সুনন্দা। (হাসিয়া) বলেছেন। আমার নামের share-এর dividendএর টাকা কড়াক্রান্তি হিসেব ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

রায়। A perfect businessman. He is wonderful. জানিস মা, কলিয়ারী থেকে একটা bye-productএর scheme অতুল করেছে, আমি সেটা একজন বড় expert সাহেব engineerকে দেখিয়েছিলাম, লোকটা অবাক হয়ে গেল।

সুনন্দা চুপ করিয়া রহিল।

তাই তো সুনন্দা, তুই তো কিছু বলছিস না মা? আমি যে একাই বকে যাচ্ছি!

সুনন্দা। এ সবের আমি কি বুঝি বাবা! কি বলব?

রায়। You must learn my mum, অতুলের কাছে এসব তোমায় শিখতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে cultural difference বড় দুঃখের কথা মা। তোর মা—

সুনন্দা। বাবা!

রায়। না—না—না। তোর মায়ের নিন্দে আমি করছি না মা। বহুভাগ্যে তাকে আমি পেয়েছিলাম।

সুনন্দা মুখ নত করিল।

হ্যাঁ, একটা কথা মা। ভাল মনে পড়ে গেছে। শোন্, তোর মায়ের মৃত্যুতিথি এবার পেরিয়ে গেছে, শ্রাদ্ধ করা হয়নি। আমি তখন বম্বেতে। তা'—এই একাদশীতে এইখানেই—তাঁর বাৎসরিকটা সেরে ফেলব। কলিয়ারীর সমস্ত লোককে খাওয়াব। কুলি-কামিন—all and sundry! কলকাতা থেকে ইলিশ মাছ পাঠাতে লিখে দেব। আর কি আনাই বল্ দেখি।

অফিস-পিওনের প্রবেশ, সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

কেয়া খবর?

পিওন। সাহাব সেলাম দিয়া হুজুর!

রায়। সাব কো সেলাম দো, বোলো যায়কে—মাতাজী হামকো ছুট্টি নেহি দিয়া। যাও।

পিওনের সেলাম করিয়া প্রস্থান।

কেমন বলে দিয়েছি সুনন্দা? চল্, তোর ঘর-দোর দেখি এবার।

উঠিয়া চারিদিক ঘুরিয়া দেখিয়া) হ্যাঁরে, যে ফার্ণিচারগুলো আমি পাঠিয়ে দিয়েছি, সেগুলো কোথায় রেখেছিস ? এগুলো তো নয় ?

সুনন্দা। সেগুলো Director's Bungalowতে রাখা হয়েছে বাবা ?

রায়। Director's Bungalowতে ? কেন ? তোদের জন্যে সেগুলো আমি পাঠিয়ে দিলাম—আর তোরা সেগুলো Director's Bungalowতে পাঠিয়ে দিলি !

সুনন্দা। এ ফার্ণিচারগুলো কি তোমার ভাল লাগছে না বাবা ?

রায়। সুনন্দা !

সু। বাবা !

রায়। আমার মনে হচ্ছে—; না—থাক্। (কিছুক্ষণ পর) Director's Bungalowতে সেগুলো কি তুই পাঠিয়ে দিয়েছিস সুনন্দা, না—অতুল ?

সু। আমি পাঠিয়ে দিয়েছি বাবা।

রায়। তুই ?

সু। হ্যাঁ।

রায়। তুই পাঠিয়ে দিয়েছিস ?

সুনন্দা চুপ করিয়া রহিল, রায়বাহাদুর ঘরের মধ্যে একবার ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন—

তোর কি পছন্দ হয়নি মা ? বল্ তোর কি রকম পছন্দ !

সু। না বাবা, ফার্ণিচারের আর আমার দরকার নেই। সেইজন্যেই ওগুলো ও বাংলোতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

রায়। বেশ, আর কি দরকার তোর বল ? কি চাই তোর ?

সু। কি চাইব বাবা। কিছুরই তো দরকার নেই। সবই তো আছে আমার।

রায়। তোর কি হয়েছে বল্ দেখি ?

সু। কিছুই হয়নি বাবা।

রায়। হয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি হয়েছে।

সু। না বাবা।

রায়। সুনন্দা।

সু। বাবা!

রায়। কি হয়েছে মা?

সু। কিছুই তো হয়নি বাবা।

রায়। (কাছে গিয়া মুখ তুলিয়া ধরিয়া) তোর চোখে মুখে যেন কত বেদনা লুকোনো রয়েছে সুনন্দা! সত্যি করে বল্ কি হয়েছে তোর? অতুলকে নিয়ে তুই কি—

সু। বহু ভাগ্যে আমি তাঁকে পেয়েছি বাবা!

রায়। তবে?

সু। তবে কি বলব বাবা? (কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর) তবে—কেন জানি না অহরহ আমার কেবল মাকেই মনে পড়ে।

রায়। তোর মা! তোর মা! তোর মা সমস্ত জীবন ঠিক এমনি ভাবে—এই তোরই মত—

(পিয়ানোর ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পিয়ানোর উপর একখানা বই দেখিয়া) একি?

বইখানা তুলিয়া লইলেন

নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এ বই এখানে আনলে কে?

সু। আমার বই, আমি আনিয়েছি।

রায়। নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়? কোন্ নিখিলেশ?

সু। কি ক'রে জানব বল? নতুন বই, লাইব্রেরী থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

রায়। নাঃ, এই বই তুমি পড়ো না। আমি বারণ করছি।

স্থনন্দা পিয়ানোয় হাত দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পিওন পুনরায় সেলাম করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

রায়। (চীৎকার করিয়া উঠিলেন) Get out—Get out—Get out।

পিওন সভয়ে চলিয়া গেল।

স্থ। ছি, বাবা, ছি!

রায় বাহাত্নর মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

স্থ। (ঠোঁট কাঁপিতেছিল) বাপ হয়ে তুমি আমায়—

পরমুহূর্ত্তে পিছন ফিরিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

রায়। স্থনন্দা, স্থনন্দা, মা স্থনন্দা!

অতুলের প্রবেশ

এই যে অতুল!

অতুল। আপিসে যেতে কি এখন আপনার অস্থবিধে হবে?

রায়। আছে অস্থবিধে। তুমি বস, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

অতুল। (বসিল) Raising improve করবার জন্যে আমি কতকগুলো scheme করেছি। তা-ছাড়া—খাদের ভেতরের অবস্থা যা—

রায়। অতুল! (অতুল রায়বাহাত্নরের মুখের দিকে চাহিল) ও সব কথা এখন থাক। তোমার সঙ্গে আমি অন্য কথা কইতে চাই।

অতুল। বলুন।

রায়। স্থনন্দার কথা। স্থনন্দাকে কি তুমি—অর্থাৎ তোমার সঙ্গে কি স্থনন্দার—? (কিছুক্ষণ ভাবিয়া) স্থনন্দার একটা পরিবর্ত্তন হয়েছে তুমি লক্ষ্য করেছ অতুল?

অতুল। পরিবর্ত্তন?

রায়। হ্যাঁ পরিবর্ত্তন। স্থনন্দা যেন কেমন হয়ে গেছে। তুমি সেটা লক্ষ্য কর নি?

অতুল। না।

রায়। না? সে কেমন যেন উদাসীন। তা'ছাড়া—বই দেখলাম একখানা—

অতুল। সুনন্দা চিরদিনই শান্ত। আর বই নিয়েই তো থাকে সে।

রায়। তুমি বলছ কোন পরিবর্ত্তন হয়নি তার?

অতুল। আমার মনে হয় না। হয়তো আজ কোন বিয়োগান্ত উপন্যাস পড়ে থাকবে, সেই জন্যেই—(একটু হাসিল)। উপন্যাস যারা বেশী পড়ে তারা একটু মাত্রাতিরিক্ত রকমের sentimental হয় কিনা।

রায়। এক কাজ কর—এক হাজার টাকার ইংরিজী বাংলা ভাল বইয়ের আজই অর্ডার দিয়ে দাও। আর একটা কথা। তুমি তোমার আপিস এই বাংলোতেই কর। সুনন্দাকে সমস্ত দিনই প্রায় একলা থাকতে হয়।

অতুল! ক্ষমা করবেন, আপিসে-বাড়ীতে আমি জড়াতে পারব না। তা ছাড়া আপিসেই বা থাকি কতক্ষণ! সমস্ত ক্ষণই আমাকে প্রায় বাইরে ঘুরতে হয়। এখন শুনুন, আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে—খাদের ভেতর গ্যাস হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

রায়। গ্যা-স হবার সম্ভাবনা রয়েছে?

অতুল। আমার তাই ভয় হচ্ছে।

রায়। My God! (অধীরভাবে পায়চারি আরম্ভ করিলেন) গ্যাস হবার সম্ভাবনা রয়েছে!

অতুল। ম্যানেজারবাবু অবশ্য আমার সঙ্গে একমত নন। তবে আমার কর্ত্তব্য হিসেবে আপনাকে জানাচ্ছি।

রায়

কুড়ারাম ওভারম্যানের প্রবেশ। আসিয়াই সেলাম
করিয়া ঢুলিতে লাগিল।

কুড়ারাম। আজ্ঞা হুজুর, সাত নম্বর ধাওড়াতে একজন কুলি মরেছে ; ডাক্তার বলছে—কলেরা। আর একজনকেও ধরেছে বলছে।

রায়। যে লোকটা মরেছে—তার লাসটা জ্বালিয়ে দাও। যার হয়েছে—তার চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। ডাক্তারকে খবর দাও।

অতুল। Overman বাবু!

কুড়া। আজ্ঞা জামাই—(বলিয়াই সে স্তব্ধ হইয়া গেল, ঢুলুনি থামিয়া গেল)।

অতুল। আমার মনে হয় যারা কাল রাত্রে মদ-মাংস খেয়ে over-time খেটেছে—তাদেরই কেউ কলেরা হয়ে মরেছে! সত্যি কি?

কুড়া। আজ্ঞা হাঁ।

অতুল। ঘড়ির ছোট কাঁটা বড় কাঁটার কাজ করতে ছুটলে—কি হয় দেখেছেন?

কুড়া। আজ্ঞা হাঁ।

অতুল! দেখেও আবার আপনি তাই করেছেন? আপনি overman, আপনার কাজ খাদের নীচে। কার কোথায় অসুখ হ'ল—সে দেখবার ভার ডাক্তারের।

কুড়া। আজ্ঞা হাঁ।

অতুল। তবে?

কুড়া। আজ্ঞা জামাই—(থামিয়া গেল। পুনরায় আরম্ভ করিল) ই কুঠীর প্রথম থেকে আমি আছি আজ্ঞা, নিজের হাতে গড়েছি। তখন ই সব ডাঙা ছিল, জঙ্গল ছিল—ভালুকস্থুণার ডাঙা—

অতুল—থামুন আপনি। যান্ এখন। (তবু overman গেল না) আর কিছু বলবার আছে আপনার?

রায়। কলকাতার আপিসে টেলিগ্রাম ক'রে দাও। একজন Expert—European Expert এখনি পাঠিয়ে দিক।

সুনন্দার প্রবেশ

সুনন্দা। খাবার হয়ে গেছে বাবা। আজ আমি নিজে হাতে তোমাদের জন্যে রান্না করেছি। স্নান কর। (অতুলের প্রতি) তুমিও আর যেয়ো না।

রায়। (উঠিয়া) এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরব মা। এক ঘণ্টার মধ্যে। চল অতুল—আমি খাদে নামতে চাই।

সুনন্দা। এই এত বেলায় খাদে নামবে বাবা? না, সে হবে না। আমি নিজে হাতে খাবার করেছি, খাবার জুড়িয়ে যাবে। না, আমি যেতে দেব না।

অতুল। অবুঝ হয়ো না সুনন্দা। আমরা একটা আশঙ্কা করছি। সমস্ত mineটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

রায়। (ছড়ি লইয়া অগ্রসর হইলেন) লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে মা, লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে। এস অতুল।

উভয়ের প্রস্থান, সঙ্গে সঙ্গে কুড়ারামও চলিয়া গেল।

সুনন্দা তাহার মায়ের ছবির ধারে গিয়া ছবিখানি দুই হাতে ধরিয়া দেখিল, তারপর ছবির নীচে মাথা রাখিল।

তৃতীয় দৃশ্য

কলিকাতায় ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর বাড়ী

চ্যাটার্জ্জী ও রমা

চ্যাটার্জ্জী। বলুক মা, যে যা বল্‌ছে বলুক। তোকে আমি জানি। সেদিন তুই আমাকে বলেছিলি—পুরাকালে অস্ত্র ছিল খাঁড়া, তারপর হয়েছিল বাঁকা তলোয়ার, আজ তলোয়ারের চেহারা হয়েছে সোজা। লোকে আমায় বলে—আমার সংসারজ্ঞান নেই, আমি অন্ধ। অন্ধও যদি হই আমি—তবু আমার স্পর্শ-বোধ তো আছে মা। আমি যে স্পর্শ ক'রে বুঝতে পারছি—আমার সোজা তলোয়ারে এক বিন্দু মরচের কর্কশতা কোথাও পড়ে নি। মালিন্যহীন তলোয়ারের ওপর রোদের ঝক্‌মকানি অন্ধ চোখেও যে অনুভব করতে পারি, উত্তাপের স্পর্শ এসে যে চোখে লাগে।

রমা। মনে আমি কিছু করিনি বাবা, কিন্তু আমার এই দুঃখ যে মানুষের এত বিষ?

চ্যাটার্জ্জী। বিষই তো মানুষের স্বভাবের আদিম সম্পত্তি মা। সেই বিষকে অমৃতে পরিণত করাই তো মনুষ্যত্বের সাধনা। দেবতাদের মধ্যেও কেবল একটি দেবতাই নীলকণ্ঠ। তিনিই মঙ্গলের দেবতা। কুৎসাপূর্ণ চিঠিগুলো আমি তখনই পুড়িয়ে ফেলতাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল তোকে দেখানো উচিত। আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে এ আঘাত তোর উপরেই আঘাত। তাই তোকে না দেখিয়ে পারলাম না। এখন এ গুলো—(চিঠি কয়েকখানা তিনি ছিঁড়িয়া পোড়াইয়া দিলেন।)

রমা। (চ্যাটার্জ্জীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল) বাবা! তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর।

প্রণাম করিল।

চ্যাটা। আশীর্ব্বাদ? (মাথায় হাত দিয়া) আমার সকল আশীর্ব্বাদ তোকে যে অহরহ ঘিরে আছে রমা—নতুন করে কি আশীর্ব্বাদ তোকে করব? বস্ মা বস্। নিখিলেশ আজ ক'দিন আসে নি, না-রে?

রমা। না, আমার সঙ্গে দেখাও হয়নি। আমার মনে হয় বাবা, তিনিও বোধ হয় এমনি ধরনের বেনামী চিঠি পেয়েছেন।

চ্যাটা। হবে। বিশ্বাস তো নেই। কিন্তু সে না এলে যে আমার লেখা এগুচ্ছে না মা। নতুন চ্যাপ্টার আরম্ভ করেছি—তাকে শোনাতে না পারলে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। চমৎকার বোধশক্তি নিখিলেশের। ওর নতুন বইখানা পড়েছিস রমা? 'দেবতার নবজন্ম'! সুন্দর বই। আমি অবাক হয়ে গেছি মা—ওর দৃষ্টির ভঙ্গি দেখে!

রমা। পড়েছি বাবা।

চ্যাটা। আমার বই কিন্তু পড়িস নে। একদিনও শুনতে চাইলি না—আমি কি লিখেছি!

রমা। তোমার বই আমি আগাগোড়া মুখস্থ বলতে পারি বাবা! তুমি যখন থাক না বাড়ীতে, তখন আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার বই পড়ি।

চ্যাটা। (উৎসাহের সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তুই পড়িস্?

রমা। মুখস্থ বলব বাবা?

চ্যাটা। শুনবি,—আমার নতুন চ্যাপ্টারের আরম্ভটা একটু শুনবি? শোন—(খাতা খুলিয়া) "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা"—পৃথিবীর লোককে আমি অমৃতের পুত্র বলে সম্বোধন করেছি—হিন্দু মুসলমান—বৌদ্ধ খৃষ্টান, সে যে ধর্ম্মাবলম্বী হোক, Indian, European, American, কাফ্রি নিগ্রো, এমন কি অনাবিষ্কৃত অরণ্যের আদিমতম নামহীন জাতি, সে যেই হোক, সব—সব—আমার ভারতের চক্ষে অমৃতের পুত্র, যেহেতু তার সাধনা অমৃতের সাধনা। তোমরা শোন—যারা তোমাদের মধ্যে অমৃতের সন্ধান

সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেছে সেই তাদের কথা তোমাদের বলব, তোমরা শোন।...জানিস রমা, নিখিলেশের পরামর্শেই আমি ইংরিজী বাংলা দুটো ভাষাতেই বইখানা লিখছি! আমার দেশবাসীকে বঞ্চিত করে পৃথিবীর লোককে শোনাবার জন্যে শুধু ইংরিজীতে লেখার কোন অর্থ হয় না। নিখিলেশের যুক্তি আমি মেনে নিয়েছি।—এরপর ইংরিজীটা একটু শোন্—

নেপথ্যে ডাকপিওন—চিঠি হ্যায় বাবুসাব।

চ্যাটা। কি আশ্চর্য্য! এদের একটুও সময়-জ্ঞান নেই! দেখ্ তো মা চিঠিগুলো!

রমা বাহিরে গিয়া চিঠি লইয়া আসিল, অনেকগুলি চিঠি।

রমা। এ যে অনেক চিঠি বাবা!

চ্যাটা। আমি আমার পুরনো বন্ধুবান্ধবদের চিঠি লিখেছিলাম রমা। আমার বইয়ের কথা জানিয়ে তাদের কাছে appeal করেছিলাম। বইখানা ছাপাতে হবে তো! তাঁরাই সব উত্তর দিয়েছেন। (চিঠিগুলি লইয়া খুলিতে খুলিতে) জানিস মা, আমি আরও একটা সঙ্কল্প করে রেখেছি। বল্ তো দেখি কি সে সঙ্কল্প? দেখি তুই আমার মনের কথা অনুমান করতে পারিস কি না?

রমা। তুমি ইয়োরোপ আমেরিকা ঘুরতে যাবে বাবা, সেখানকার ইউনিভারসিটিতে তুমি বইয়ে যা লিখেছ তাই বক্তৃতা দেবে।

চ্যাটা। No, no.—You get a big zero। পারলে না তুমি। তুমি একটি প্রকাণ্ড বড় রসগোল্লা পেলে।

রমা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

চ্যাটা। আমি আমার বইয়ের Copyright তোদের সেবাশ্রমকে দান করব।

রমা। সত্যি বাবা,? সত্যি?

(নেপথ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী)—কে আছেন বাড়ীতে ?

চাটা। কে দেখত মা, মনে হচ্ছে কোন মহিলা ডাকছেন যেন।

রমা অগ্রসর হইয়া গেল।

রমা। কে আপনি ? ভেতরে আসুন।

জ্যোতির্ম্ময়ী প্রবেশ করিলেন।

জ্যোতি। এইটে কি বিনোদবাবুর বাড়ী ? প্রফেসার বিনোদ বিহারী চাটুজ্জে মশায় ?

রমা। হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কে ? কোত্থেকে আসছেন ?

জ্যোতির্ম্ময়ী ডাঃ চ্যাটার্জ্জীকে দেখিয়া ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া দিলেন।

জ্যোতি। তুমিই বোধ হয় রমা ? আমি নিখিলেশের মা। (ডাঃ চ্যাটার্জ্জীকে লক্ষ্য করিয়া) আমি আপনার কাছেই এসেছি।

নমস্কার করিলেন।

রমা প্রণাম করিল—জ্যোতির্ম্ময়ী নীরবে মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

চ্যাটা। নমস্কার ! নমস্কার ! আসুন আসুন। বসতে দাও রমা, বসতে দাও মা !

জ্যোতিঃ। ব্যস্ত হবেন না আপনি। (রমা চেয়ার আগাইয়া দিল) থাক্ মা। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলব।

চ্যাটা। রমা, তুমি বরং একটা আসন নিয়ে এস। আপনি নিখিলেশের মা। আপনি আমার বাড়ীতে এসেছেন। আমার বহু ভাগ্য।

রমার দ্রুত প্রস্থান.

জ্যোতিঃ। একটা অনুরোধ নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি।

চ্যাটা। বলুন।

জ্যোতিঃ। আমি আপনার কাছে রমাকে ভিক্ষে চাইতে এসেছি।

চ্যাটা। রমাকে ভিক্ষে চাইতে এসেছেন ?

জ্যোতিঃ। নিখিলেশকে কি আপনি অযোগ্য পাত্র মনে করেন?

চ্যাটা। ও, আপনি রমার সঙ্গে নিখিলেশের বিবাহের কথা বলছেন?

জ্যোতিঃ। হঁ্যা।

চ্যাটা। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমি কল্পনা করতে পারি না। কন্তু—

জ্যোতিঃ। এতে আর কিন্তু করবেন না আপনি। আমি শুনেছি রমা আর নিখিলেশের মধ্যে ঘনিষ্ট মেলামেশা রয়েছে। ওরা দুজনে একসঙ্গে কাজ ক'রে বেড়ায়। আমার ইচ্ছে ওরা দুজনে জীবনে এক হয়েই কাজ করুক।

চ্যাটা। এর উত্তর তো আমি আপনাকে দিতে পারব না। রমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তার বিবাহ দিতে পারি না।

জ্যোতিঃ। রমা কি—? রমার কি ইচ্ছে নেই?

চ্যাটা। আগে একটি ছেলের সঙ্গে আমি ওর বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম। সে ছেলেটি—

জ্যোতিঃ। জানি। নিখিলেশ সে কথা আমায় বলেছে।

চ্যাটা। নিখিলেশ্ কি রমাকে বিয়ে করতে চায়?

জ্যোতিঃ। তার কথা বলবেন না। সে সন্ন্যাসীর মত ঘুরেই বেড়ায়। অসুখ করলে শুধু বাড়ী আসে—মায়ের দুঃখ বাড়াতে। কিন্তু আমি তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করব। এতখানি মেলামেশার পর সে যদি রমাকে বিয়ে না করে, তবে তার চেয়ে বড় অন্যায় আর হতে পারে না।

রমার আসন লইয়া প্রবেশ।

থাক্ মা থাক্। (রমার হাত হইতে আসন লইয়া চেয়ারের উপর রাখিয়া দিলেন)

চ্যাটা। রমা, নিখিলেশের মা এসেছেন; তিনি তোমায় পুত্রবধূ করতে চান।

রমা। না বাবা। (জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া) আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

প্রস্থান

চ্যাটা। আপনি বলতে পারেন এ আমার কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত ?

জ্যোতিঃ। শুনুন, আমি এসেছিলাম একটা বেনামী চিঠি পেয়ে। ভাবলাম নিখিলেশ যদি এত হীনই হয়ে থাকে—

চ্যাটা। না, না, না। নিখিলেশ হীন নয়—নিখিলেশ—। মিথ্যা সে চিঠি।

জ্যোতিঃ। সে রমা মাকে দেখে বুঝেছি, আপনাকে দেখে বুঝেছি, সে চিঠি মিথ্যা। তবু তখন আমি স্থির থাকতে পারি নি ! কর্ত্তব্য-বোধে আমি ছুটে এলাম আপনার কাছে। আমি নিশ্চিন্ত হয়েই ফিরে যাচ্ছি। নিখিলেশকে আপনি বলবেন—

চ্যাটা। নিখিলেশের সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি ?

জ্যোতিঃ। না। (হাসিয়া) আমার চেয়ে সে ভাল মা পেয়েছে—দেশ-জননী। আমার কথা তার আর মনে হয় না।

ভিক্ষুক ছেলেটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া
চারিদিক চাহিতে লাগিল।

চ্যাটা। এই যে নিখিলেশের বাহন। কিরে ? নিখিলেশ কোথায় ?

ছেলে। রমাদি কোথায় ?

চ্যাটা। শয়তান কোথাকার ? জিজ্ঞাসা করলে জবাব না দিয়ে পাল্টা জিজ্ঞাসা করে ! আগে নিখিলেশ কোথায় বল্ !

ছেলে। (চীৎকার করিয়া) রমা দি ! নিখিল দা কলেরায় কাজ করতে যাচ্ছে। তোমায় যেতে বললে। ট্রেনের আধ ঘণ্টা সময় আছে।

—বলিয়া ছুটিয়া প্রস্থান।

চ্যাটা। এই—ওরে !

রমার প্রবেশ

রমা। আপনি একটু অপেক্ষা করুন ; আমি নিখিলেশবাবুকে নিয়ে আসছি !

জ্যোতিঃ। তুমিই তাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো মা। ট্রেনের আধ ঘণ্টা সময়। আমার সঙ্গে দেখা করতে হলে—ট্রেন ফেল হয়ে যাবে। তাকে বলো দুষ্ট ছেলের মা বলে কি একটুও মন কেমন করে না।

রমা তাঁহাকে প্রণাম করিল।

তোমাদের জয় হোক মা।

চতুর্থ দৃশ্য

কলিয়ারির কুলি-বস্তি

[দেশী খাপরায় ছাওয়া কুলি-ধাওড়ার একাংশ। সরু শালের রোলার খুঁটি দেওয়া নীচু বারান্দা সামনে। অপরিষ্কার বারান্দা। বারান্দার গায়ে ঘরের একটিমাত্র দরজা—একপাল্লা দরজা। দরজা যেমন হালকা তেমনি অসংস্কৃত-গঠন। দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে ২॥´×১॥´ মত একটি আইন-বাঁচানো জানালা। জানালাটিও দরজার অনুরূপ। বারান্দার সম্মুখে খোলা জায়গাটা কদর্য্য নোংরা। কতকগুলা কালো হাঁড়ি-সরা। এক জায়গায় কতকগুলা পাখীর পালক, দুই-এক আঁটি খড় পড়িয়া আছে। কতকগুলা আগাছাও জন্মিয়াছে। কেবল ঠিক মধ্যস্থলে একটি পুষ্পভারে সমৃদ্ধ পলাশের গাছ। লাল ফুলে গাছটি ভরিয়া উঠিয়াছে। বারান্দার উপর দুইটী ঝুড়ি, একটা গাঁইতি; বারান্দারই

একপাশে একটা জলের হাঁড়ি কাত হইয়া গড়াইয়া পড়িয়া আছে; দেওয়ালে দড়ির আলনায় একখানা কালো রঙের কাপড় ঝুলিতেছে। দেওয়ালের গায়ে ঝুলানো আছে একটা কেরোসিনের ডিবে।

ঘরের খোলা দরজার ভিতর দেখা যাইতেছে আপাদ-মস্তক কাপড়ে ঢাকা একটা শব। বারান্দায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে একজন কয়লাকাটা শ্রমিক। তাহার হাতে একটা শূন্য এ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস। দুই হাতে সেটা ধরিয়া সে সম্মুখে বাড়াইয়া বলিতেছে—"জল—জল! জল—জল!"

বারান্দার বাহিরে খোলা জায়গাটার একদিকে কতকগুলি শ্রমিক মেয়ে ও একটি দীর্ঘাকৃতি শ্রমিক পুরুষ। নাম ভক্তা। অপরদিকে কুড়ারাম ওভারম্যান ও কলিয়ারির ডাক্তার। ওভারম্যান কুড়ারাম দাঁড়াইয়া দুলিতেছে। ভক্তা সর্দার স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে রুগ্ন শ্রমিকটির দিকে। ডাক্তার একটা শিশিতে ওষুদ চোখের সামনে ধরিয়া মধ্যে মধ্যে ঝাঁকি দিতেছে।]

কুড়ারাম। ওরে ভক্তা! তা' হলে যা ব্যবস্থা হয় কর্। ঘরের মধ্যে মড়া পড়ে থাকলে তো চলবে না।

ভক্তা। হুঁ। তা তো চলবে না, সে তো ঠিক কথা বাবু!

কুড়া। তবে? তোর দলের লোক—

ভক্তা। তাই তো ভাবছি বাবু।

কুড়া। এর আবার ভাবনা কিসের রে বাপু? নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে কয়লা দিয়ে পুড়িয়ে দে।

ভক্তা। পুড়িয়ে দিব বাবু, ছাই হয়ে যাবে, আ—র মানুষটিকে পাব না।

কুড়া। মরেছে, ফের মাতলামি সুরু করলে দেখ।

ভক্তা। মদ খাব না তো বাঁচব কি ক'রে বাবু? বুকটা যে আমার কি করছে! উয়াদিগে যি আমি নিয়ে এলাম ইখানে। আমি উয়াদের সর্দার। উয়ারা চাষ করছিল—বাস করছিল—থাকছিল। তোমরা বললে বাবু—লোক নিয়ে আয়, সদ্দার হবি, সদ্দারি দিব; আমি লিয়ে এলাম, বললাম—মেয়ে মরদে খাটবি—পয়সা পাবি। মেয়েটা মরে গেল, মরদটা মরছে।

ডাক্তার। এই নে। ওষুদটা খাইয়ে দে। তিন খোরাক বুঝলি! একবারে সবটা খাওয়াস না যেন।

ভক্তা। আমার ডাক ছেড়ে চেঁচাইতে মন হচ্ছে বাবু। তু আমাকে কিছু বলিস না।

কুড়া। ওরে বেটা, মালিকবাবু রায়বাহাদুর হাজির রয়েছেন ওখানে, তা ছাড়া জামাইবাবুকে জানিস তো? শীগ্‌গির মড়া বের করে ফেল।

ভক্তা। একা আমি কি করব বাবু? লোক যতক্ষণ ছিল আমি করেছি। পেথম দিন ম'ল—পুড়িয়ে দিলাম। ফের দিন চারজনা মল—সেও পুড়িয়ে দিলাম। আবার মল সাত জনা—তাও দিলাম। আজ দলের লোক সব ভয়ে পালাল। আমি একা কি করব বল্? ধরবি আমার সঙ্গে?

কুড়া। আমি?

ভক্তা। হ্যাঁ—তু ধর। লইলে লোক দে। একা আমি কি করব?

কুড়া। ভ্যালা ফেসাদ বটে বাবা! ওরে বেটা, পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যা।

ভক্তা। তুকে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাব, দেখবি? লাগবে না তুকে?

কুড়ার ঢুলুনি থামিয়া গেল।

ভক্তা। (কাঁদিয়া ফেলিল।) উদিকে আমি লিয়ে এলাম গাঁ থেকে। আমি উয়াদের সর্দ্দার। দড়ি বেঁধে টেনে লিয়ে যাব আমি?

কুড়া। এক কাজ কর। ঠাণ্ডারামের দলকে ডাক।

ভক্তা। না উদিগে আমার জাতভাইয়ের মড়া ছুঁতে দিব না।

উৎসাহিত দ্রুতপদে 'বিছে' নামক সেই ভিক্ষুক-ছেলেটার প্রবেশ। তাহার কাঁধে একটা কিট ব্যাগ, একটা ওয়াটার বট্‌ল্‌।

কুড়া। আরে এ আবার কে? এই—কে বটিস রে তুই?

বিছে চারদিক দেখিয়া রোগীটার দিকে একবার চাহিল। তারপর পিছনের দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—

বিছে। দাদাবাবু, এই দিকে—এইখানে।

রোগী। জল। জল!

বিছে তাড়াতাড়ি নিজের ওয়াটার বটল হইতে গ্লাসে ঢালিয়া দিল, রোগী সাগ্রহে জল খাইল।

কুড়া। ওরে বাবা! আচ্ছা ডারপার ছেলে! মরণ-বাঁচন জ্ঞান নাই!

নিখিলেশ ও রমার প্রবেশ

উভয়েরই কাঁধে-পিঠে জিনিষ বাঁধা, উভয়েই আসিয়া রোগীর দুই পাশে দাঁড়াইল। কুড়ারাম অবাক হইয়া ঢুলুনি বন্ধ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

নিখিল। ওরে বিছে, আগে ধর্ তো, তুই মাথার দিকে ধর্। আমি এদিকে ধরি। ঘরের মধ্যে তুলে শুইয়ে দি আগে। রমা দেবী, আপনি পাউডার একটা বের করুন দেখি।

বিছে ধরিতে গেল কিন্তু পারিল না।

উঁহু—তুই পারবি নে। রাখ্। (বিছে নামাইয়া দিল, নিখিল দুই

হাতে কোলে করিয়া লোকটিকে তুলিয়া লইয়া বারান্দার দিকে অগ্রসর হইল। বিছে ঘরের দরজার কাছে গিয়া পিছাইয়া আসিয়া)

বিছে। মড়া! ঘরের মধ্যে একটা লোক মরে পড়ে রয়েছে।

রমা। মরে পড়ে আছে?

নিখিল (বারান্দায় লোকটিকে শোয়াইয়া) ঘরে মরেছে—বাইরে মরছে! (হাসিল) গাছটার দিকে চেয়ে দেখুন রমা দেবী, গাছটা ফুলে ভরে গেছে। প্রকৃতি কাউকে বঞ্চনা করে না। তার বসন্ত সর্ব্বত্র আসে। কিন্তু মানুষের জীবনে কোথাও চিরবসন্ত—কোথাও চিরদিন মেরু-তুষারে ঢাকা, অনন্ত শীত-রাত্রি!

ভক্তা। (প্রণাম করিয়া) আপনকারা কে বাবু? হাঁগো মা-ঠাকরুণ?

রমা। তোমাদের অসুখ হয়েছে শুনে আমরা এসেছি—তোমাদের দেখতে, সেবা করতে। এ তোমার কে হয়?

ভক্তা। আমার আপন জাত, আমার গাঁয়ের মানুষ। আমি সর্দ্দার। উদিগে আমি ইখানে লিয়ে এলাম। বারো জনা মরে গেল ঠাকরুণ। আমার মন হছে আমি ডাক ছেড়ে চেঁচাই!

নিখিল। পাউডারটা বের ক'রেছেন?

রমা। (অগ্রসর হইয়া) এই যে।

নিখিল। (পাউডার লইয়া) বিছে—মুখে জল দে দেখি।

বিছে রোগীর মুখে জল দিল, নিখিল পাউডার ঢালিয়া দিল।

ভক্তা। ওই দেখেন ঠাকরুণ, ঘরে একটা মেয়ে মরে পড়ে আছে। ওই বাবু বলছে, পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে লিয়ে যা। বলেন ঠাকরুণ তাই পারি? আপনার মানুষ—আপন জাত!

নিখিল উঠিয়া ঘরের মড়াটা দেখিয়া,

নিখিল। কত দূর নিয়ে যেতে হবে বল তো? শ্মশান কতদূর?

কুড়া। এই খুব আছে। নগিছে। পো টাক্ রাস্তা!

নিখিল। (ভক্তার প্রতি) তোমাতে আমাতে নিয়ে যাব চল। কেমন? পারব না?

ভক্তা। আপুনি আমাদের মড়া ছোঁবেন বাবু?

ডাঃ। আপনি খৃষ্টান বুঝি?

নিখিল। না। (পৈতা খুঁজিয়া) যাঃ, গেল কোথায় রে বাবা!

রমা। কি?

নিখিল। পৈতে!

রমা। (হাসিয়া) ধোপার বাড়ী দেন নি তো?

নিখিল। উঁহু। Duplicate নেই। তা ছাড়া কালই যে পাক দিতে দিতে গলায় প্রায় ফাঁস লাগিয়ে ফেলেছিলাম। (পৈতে পাইয়া) এই যে! এই দেখুন। জাতি ব্রাহ্মণ, উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়, নৈকষ্য না হলেও—ভঙ্গ কুলীন।

ডাঃ। নমস্কার। আমিও ব্রাহ্মণ। তা'—এ কি রকম? আপনারা এই সব মড়া—

নিখিল। কি করব বলুন, যখন ভলেণ্টিয়ারি করতে এসেছি, তখন না ক'রে উপায় কি?

ডাঃ। থামুন মশায়। ওসব আমরা বুঝি। এ হ'ল এ কালের শিক্ষার দোষ। বুঝলেন? আমিও মশায় কলকাতার ছেলে। আমাদের আমলে সন্ধ্যে-আহ্নিক না ক'রে এক গণ্ডূষ জল খাবার উপায় ছিল না। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান। আমার বিয়ের সময় ঘটক সম্বন্ধ আনলে চারটে, চোরবাগান, কলুটোলা, জেলেটোলা, মুচিপাড়া থেকে। মা আমার রেগে আগুন। ঘটককে বল্লেন—সাধুবাগান, বামুনপাড়া পেলে না তুমি? বেরোও আমার বাড়ী থেকে। বেরোও। শেষ ঘটক নিজে গাড়ী ভাড়া করে চোরবাগান থেকে মুচিপাড়া পর্য্যন্ত ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে এল।

চোরবাগানে সাধু বড় বড় লোকের বাস; মুচিপাড়ায় বামুন পিঁপড়ের মত চাপ বেঁধে পিল্ পিল্ করে বেড়াচ্ছে। তবে রক্ষে।

রমা। ভাববেন না, ফিরে গিয়ে আমরা প্রায়শ্চিত্ত করব। এখন আমাদের একটু সাহায্য করুন দেখি।

ডাঃ। মাপ করবেন, মড়া আমি ছোঁব না।

প্রস্থান

নিখিল। মড়া আপনাকে ছুঁতে হবে না। শুনুন—শুনুন।

কুড়া। (সেও চলিয়া যাইতেছিল; মড়া ছুঁইতে হইবে না শুনিয়া সে ঘুরিল) তবে বলেন, আমাকে বলেন কি করতে হবে।

নিখিল। আমরা এখানে কলেরার রোগীদের সেবা করতে এসেছি। আমাদের থাকতে হবে তো! একটু থাকবার জায়গার বন্দোবস্ত চাই—এই আর কি!

কুড়া। ইয়ার লেগে ভাবনা কি আজ্ঞা। সে আমি ঠিক করে দিচ্ছি। এখুনি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। আমি এখানকার ওভারম্যান—নাম কুড়ারাম চক্রবর্ত্তী। মালিক রায়বাহাদুর আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। জামাইবাবুও লোক খুব ভাল। বিলাত-ফেরৎ। এখুনি বলে আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। আমাকে বললেন—ভালই করলেন। সব ঠিক করে দিচ্ছি আমি।

প্রস্থান

রমা। idiot কোথাকার

নিখিল। বাদ দিন রমা দেবী, বাদ দিন। এই নিখিলচন্দ্রই যদি কোনদিন মার্চেণ্ট অফিসে চাকরি করে—তবে সেও বড় সাহেবের সম্বন্ধে এমনি পঞ্চমুখই হয়ে উঠবে! হয় তো—একটু চাতুর্য্যপূর্ণ ভাষায়—একটু চালাকিপূর্ণ চালে—তবে—ব্যাপারটা ঠিক একই। দেশী মুড়ি আর টিন-বন্দী পার্চ্চড রাইস।

"ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত।
এ আমার, এ তোমার শাপ!"

যাক গে—এক কাজ করুন। খানিকটা গ্লুকোজ দেওয়ার দরকার। আপনি ব্যবস্থা করুন বিছেকে নিয়ে। আমি বরং মালিকদের কাছ থেকে ঘুরেই আসি একবার। কাজ কি অনাবশ্যক ঝগড়া করে! তুমি আমাকে একটু পথ দেখাও তো ভাই—কোথায় তোমাদের মালিক থাকেন দেখি। এসে মড়াটি বের করবার ব্যবস্থা করব।

ভক্তা ও নিখিলের প্রস্থান

রমা বসিয়া ব্যাগ হইতে গ্লুকোজের বোতল বাহির করিল।

বিছে। রমা দিদি, ওই চোঙাটা থেকে কেমন আগুন বেরুচ্ছে দেখ!

সে চলিয়া গেল।

রমা সে কথার উত্তর দিল না, আপন মনেই সে আবেগের সহিত আবৃত্তি করিতে লাগিল :—

ভীরুর ভীরুতা পুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়—
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ
জাতি অভিমান—
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান
বিধাতার বক্ষ আজি বিদারিয়া—

অতুল ও কুড়ারামের প্রবেশ

কুড়া। এই দেখুন—ইঁয়ারা এসেছেন আজ্ঞা, দেবতুল্য লোক, সেবা করতে এসেছেন। তাই বললাম আমি—আমাদের জামাইবাবু—

বলিয়াই সে স্তব্ধ হইয়া গেল।

অতুল। নমস্কার! আপনারাই এসেছেন এখানে—

রমা। (উঠিয়া কাপ-শুদ্ধ হাতে নমস্কার করিতে গিয়া চিনিয়া) আপনি—আপনি ?

হাত হইতে কাপটা ঝনঝন শব্দে পড়িয়া গেল।

অতুল। তুমি—তুমি? রমা? (অতুলের হাত হইতে টুপিটাও পড়িয়া গেল।)

রমা। (আত্মসম্বরণ করিয়া কাপটা কুড়াইয়া লইয়া) নমস্কার! হ্যাঁ আমরাই এসেছি এখানে—কলেরায় সেবা করতে। ভাল আছেন আপনি? (অতুল নীরব) আর কিছু বলবেন অতুলবাবু?

অতুল। হ্যাঁ। আমি তোমাদের নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। তোমরা এখানে কলেরায় সেবা করতে এসেছ; কিন্তু তোমাদের সেবারও তো প্রয়োজন আছে। আমাদের ওখানে চল তোমরা, আমরা স্বামী-স্ত্রীতে তোমাদের সেবা করব।

রমা। সে কথা তো আমাকে বললে হবে না। আমাদের সম্পাদককে বলতে হবে।

অতুল। কে তোমাদের সম্পাদক? কোথায় তিনি?

রমা। নিখিলেশবাবু বোধ হয় আপনাদের বাড়ীর দিকেই গেছেন।

অতুল। নিখিলেশবাবু? নিখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়? লেখক?

রমা। হ্যাঁ। চেনেন তাকে আপনি?

অতুল। নামটা চিনি। নিখিলেশবাবু—

(বলিতে বলিতে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

সুনন্দার বাংলোর কক্ষ

সুনন্দা পিয়ানোয় বসিয়া গান করিতেছিল

গান

গান শেষ করিয়া বাহিরে জানালা দিয়া চাহিয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, আকাশে চাঁদ দেখা যাইতেছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত পর আয়ার প্রবেশ

আয়া। মেম সায়েব!

সুনন্দা ফিরিয়া চাহিল

আয়া। রেডিয়ো খুলে দেব?

সু। না।

আবার সে উদাস-দৃষ্টিতে জানালার দিকে চাহিল।

আয়া। আলো জেলে দেব? যে বইটা পড়ছিলেন এনে দেব?

সু। না—না! আমি বেশ আছি একলা—তুমি যাও।

আয়াটি তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

যাও তুমি।

আয়া। আপনার বাবা বলে গেছেন—আপনি একলা থাকলে কাছে থাকতে।

সু। বলুন তিনি, আমি বলছি—তুমি যাও।

আয়ার প্রস্থান

সুনন্দা পিয়ানোর উপর অকস্মাৎ মাথা রাখিল।

বাহিরে রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

নেপথ্যে রায়বাহাদুর।—কলেরায় যাদের পুরুষ মরেছে তাদের মেয়ে-ছেলেদের পঞ্চাশ টাকা, আর মেয়েছেলে মরে থাকলে পঁচিশ। (কথা বলিতে বলিতেই ঘরে ঢুকিলেন, সঙ্গে একজন কর্ম্মচারী)

সুনন্দা আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিয়া সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল ; এবং আবার গিয়া জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রায়। তবে দেখবে যেন অপব্যয় না হয়। মানে, যেক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মরে গেছে, সে ক্ষেত্রে বাপ বা ভাই এদের কিছু দেবে না।

কর্ম্ম। যে আজ্ঞে।

রায়। আজ পর্য্যন্ত মরেছে বুঝি বারোজন ?

কর্ম্ম। আজ্ঞে হ্যাঁ। হয়ে আছে—পাঁচ ছ' জনের।

রায়। হতভাগার দল ! এর ওপর পাঁঠা কেটে, মদ খেয়ে দেবতার পূজো দিচ্ছে।

কর্ম্ম। আজ্ঞে, সে বন্ধ করলে—ওরা সব পালাবে।

রায়। জানি (একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) উপায় নেই, কোন উপায় নেই। যারা পরিত্রাণ চায় না—তাদের ত্রাণ করতে ভগবানেরও ক্ষমতা নেই। (স্তব্ধতা) যাক্‌গে। বিনোদবিহারী চ্যাটার্জ্জীকে দেড় হাজার টাকার চেক্‌টা পাঠিয়েছ ?

কর্ম্ম। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রায়। আমার একাউন্টে পাঁচশো টাকা চ্যারিটি হিসেবে খরচ লিখবে।

কর্ম্ম। তা হ'লে বাকী হাজার টাকা ?

রায়। ও টাকা অতুলবাবুর টাকা। উনি নিজের নামে পাঠাতে চান না, তাই আমার নামেই পাঠানো হয়েছে। ও টাকাটার জমাখরচ রাখবার দরকার হবে না।

কর্ম্ম। যে আজ্ঞে।

রায়। আচ্ছা। তুমি এস এখন।

কর্ম্মচারীর প্রস্থান

রায়। (উঠিয়া গিয়া সুনন্দার পাশে দাঁড়াইলেন) সুনন্দা!

সু। বাবা।

রায়। আমি তোর বাপ। তুই কি একথা বলতে পারিস—কখনও তোকে আমি দুঃখ দিয়েছি, তোর কোন সাধ অপূর্ণ রেখেছি, তুই যা চেয়েছিস আমি দিই নি!

সু। আমি কি কখনও সে কথা বলেছি বাবা?

রায়। মুখে বলিস নি। কিন্তু; তোর মা সমস্ত জীবন আমাকে এমনি যন্ত্রণা দিয়ে গেছে। আবার তুই-ও তাই আরম্ভ করেছিস। কিন্তু কেন?

সুনন্দা পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রায়। বল্ সুনন্দা। আমি আজ তোর উত্তর শুনতে চাই। কেন?

সু। সংসারে সাধের জিনিষ পাওয়াই কি সব বাবা?

রায়। তবে মানুষ মানুষের জন্যে আর কি করতে পারে সুনন্দা?

সু। কিছু পারে না বাবা—কিছু পারে না। তুমি আমায় ক্ষমা কর বাবা। আমায় ক্ষমা কর তুমি।

দ্রুত প্রস্থান

রায় বাহাদুর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

সুনন্দা পুনরায় প্রবেশ করিল।

সু। আমার মায়ের মৃত্যুর সময় তুমি কি তাঁর কাছে থাকতে পারতে না বাবা?

সু। কাজ! কাজ! কাজ! সে তোমার কাজ! তাতে অন্য কার কি? তাতে তোমার লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে। কিন্তু আমার মা? তাঁর ক্ষতির দুঃখ তুমি বুঝতে পার বাবা? তাঁর সেই দুঃখই আমি বয়ে বেড়াচ্ছি।

সুনন্দা আবার চলিয়া যাইতেছিল।

রায়। (আর্ত্তস্বরে) সুনন্দা! অতুলও কি তবে তোকে—(সুনন্দা ফিরিয়া একটু হাসিল)

সুনন্দা। না, তিনি আমার কোন সাধ অপূর্ণ রাখেন না বাবা। তাঁর দেওয়া জিনিষের বোঝার ভারে আমার নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। এত যত্ন তুমিও করতে না বাবা।

প্রস্থান।

রায় বাহাদুর সুনন্দার মায়ের ছবির কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন।

রায়। তুমি! তুমি! তুমি আমায় অভিসম্পাত দিয়ে গেছ!

নেপথ্যে ভক্তার কণ্ঠস্বর

রায়। সুনন্দা! জানিস কত বড় বিরাট কাজ তখন আমার মাথায়?

ভক্তা। মালিক বাবু। হুজুর!

নিখিল। কে আছেন ভেতরে?

রায়। কে?

নিখিল। (নেপথ্যে) আমি একজন বিদেশী।

রায়। ম্যানেজারবাবুর কাছে office-এ যান। এখানে নয়।

নিখিল। আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে চাই।

রায়। ভেতরে আসুন।

নিখিল। (বলিতে বলিতেই প্রবেশ করিল) আমরা এসেছি

কলকাতার এক সেবাশ্রম থেকে—এখানে কলেরায় সেবা করবার জন্যে। নমস্কার! তাই আপনার অনুমতি—

রায়। কে—কে—কে তুমি?

নিখিল। আমার নাম—এ কি? আপনি, কাকাবাবু?

রায়। নিখিলেশ, তুমি নিখিলেশ?

নিখিল। হ্যাঁ কাকাবাবু, আমরা এখানে কলেরায় সেবা করতে এসেছি!

রায়। কলেরায় সেবা করতে এসেছ? Truth is stranger than fiction. জানো নিখিলেশ, এই কলিয়ারী, আমার সব তোমায় দিতে চেয়েছিলাম!

প্রণাম করিতে অগ্রসর হইল।

নিখিল। কাকাবাবু, সুনন্দা আমার বোন, তাকে আমি আশীর্ব্বাদ করি।

রায়। চুপ কর নিখিলেশ। তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার কলিয়ারি থেকে চলে যাও। এই মুহূর্ত্তে!

নিখিল। (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) তা তো আমি পারি না কাকাবাবু। যতদিন পর্য্যন্ত এখানে কলেরা না থামবে—ততদিন পর্য্যন্ত আমি তো যেতে পারব না।

রায়। no, no, no! এখুনি এই মুহূর্ত্তে তোমায় যেতে হবে। নইলে আমার বিনা সম্মতিতে—আমার কলিয়ারিতে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে তোমাদের অভিযুক্ত করব।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে—ভিতরের দরজা দিয়া সুনন্দা ও বাহিরের দরজা দিয়া অতুলের প্রবেশ।

সু। না। আমি এই কলিয়ারির একজন অংশীদার—একজন

Director.—আমি বলছি আপনারা এখানে থাকবেন। আপনারা এসেছেন—এ আমাদের সৌভাগ্য।

রায়। সুনন্দা—সুনন্দা!

নিখিলেশ। সুনন্দা? তুমি—আপনি সুনন্দা দেবী!

রায়। অতুল, সুনন্দাকে তুমি বারণ কর। অতুল!

অতুল। আপনারা দুজনেই কলিয়ারির অংশীদার, ডিরেক্টার; আমি কর্ম্মচারী। তবে সুনন্দার স্বামী হিসেবে—আপনাকে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে আহ্বান করছি। আমার স্ত্রী আপনার একজন ভক্ত! আপনারা এই-খানেই থাকুন। রমাকে আমি—

নিখিল। ধন্যবাদ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু মাফ করবেন অতুল বাবু, আপনাদের নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করতে পারলাম না।

অতুল। কেন নিখিলেশ বাবু?

নিখিলেশ। অসহনীয় দারিদ্র্য, দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনায় অন্ধকূপের মত ওই কুলি-বস্তিতে নিপীড়িত মানুষের সেবা করতে এসেছি আমরা, আপনাদের রাজপ্রাসাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিলাস-প্রাচুর্য্যের আরামের নিমন্ত্রণে আমাদের আকাঙ্ক্ষাও নেই, অধিকারও নেই। ওই কুলী-বস্তিতে সামান্য একটু আশ্রয় পেলেই আমরা কৃতার্থ হব।

প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুলিবস্তির সেই ধাওড়া

চারিদিকে এখন আর কোন অপরিচ্ছন্নতা নাই। চারিদিকে একটি সুষ্ঠু শৃঙ্খলাই তকতক করিতেছে। পুষ্পিত পলাশ গাছটার নীচে নিখিলেশ ও অতুল পরস্পরের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

অতুল। কলিয়ারির মালিকের জামাই হিসেবে নয়, কলিয়ারির সুপারিণ্টেডেন্ট হিসেবেও নয়, নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবেই আপনাদের আমি—কি বলব? ধন্যবাদ নয়—কৃতজ্ঞতাও নয়, শ্রদ্ধা, নিখিলেশবাবু, অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি।

নিখিল। ফ্যাসাদে ফেললেন অতুলবাবু; ওই শ্রদ্ধা জিনিসটা আমার খুব বরদাস্ত হয় না। মানে—ওটা খুব গুরুগম্ভীর ব্যাপার। তার চেয়ে প্রীতি, স্নেহ, এগুলো অনেক ভাল লাগে আমার। 'আবার খাবো' গোছের জিনিষ—খেয়ে অরুচি ধরে না, ছেলে বুড়ো সবারই সমান মুখরোচক (হাসিল, তারপর গম্ভীর হইয়াও মাধুর্য্যের সঙ্গে বলিল) আমাকে আপনার প্রীতিভাজন বন্ধু মনে করলে আমি সুখী হব, সত্যিই তৃপ্তি পাব অতুলবাবু!

অতুল। আমি দিতে চাইলাম শ্রদ্ধা—কিন্তু আপনি নিতে চাইলেন প্রীতি; সে যে আমারই বড় ভাগ্য—অযাচিত সৌভাগ্য।

নিখিল। আপনি কিন্তু বড্ড formal অতুলবাবু! বড্ড গম্ভীর! কি এত ভাবেন মশাই?

অতুল। (একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) আমার জীবনের সাধনা—

বড় কঠোর সাধনা নিখিলবাবু। এ আমার অতি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা। আপনার মতের সঙ্গে, পথের সঙ্গে—আমার মতের পার্থক্য অনেক। সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মী আমরা। আপনি বুঝতে পারবেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার সাধনার মধ্যে মুহূর্ত্তের অবকাশ নাই, আমি যেন অনুভব করি—অবকাশের আমার অধিকার পর্য্যন্ত নাই।

নিখিল। অতুলবাবু!

অতুল। আমি বৈজ্ঞানিক। অতিবাস্তব বৈজ্ঞানিক আমি। আমার সাধনা—আমি প্রকৃতিকে আয়ত্ত করব—স্ববশে আনব। অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য—দুর্ল্লভ বিলাস—শ্রেষ্ঠ আহার সে ক্রীতদাসীর মত জোগাবে আমাকে, আমার স্বদেশবাসীকে, পৃথিবীর মানুষকে। আপনি কবি, আপনি শিল্পী—আপনি সেবাধর্ম্মী, আপনি বন্দনা ক'রে—সেবা ক'রে—তাকে তুষ্ট করতে চান। আপনি তার ভক্ত। আমি কিন্তু হ'তে চাই তার প্রভু। আপনারা বন্দনা ক'রে—সেবা ক'রে—তার স্বভাবের এতটুকু পরিবর্ত্তন করতে পেরেছেন? সে অতি নির্ম্মম নিষ্ঠুর, ক্রন্দনে গলে না, বন্দনায় হাসে, প্রার্থনায় নিষ্ঠুরার মত ব্যঙ্গ করে চলে যায়। নিখিলেশবাবু, তাই তাকে আয়ত্ত করবার সাধনা আমার; জোর ক'রে তাকে স্ববশে আনব আমি। নারীর মত—পৃথিবীর মত!

রমা কথার মধ্যস্থলেই অতুলের পিছনের দিকে প্রবেশ করিল।

রমা। তাই আপনার সাধনার হাতেখড়ি বুঝি প্রকৃতির প্রতীক—মেয়েদের ওপর নির্য্যাতন ক'রে অতুলবাবু?

অতুল। (ফিরিয়া) রমা?

রমা। হ্যাঁ, আমি। আপনি—

নিখিল। রমাদেবী। Miss Chatterjee!

অতুল। তোমার কাছে আমার অপরাধ অনেক রমা।

রমা। না, সেজন্যে বলিনি আমি! আপনার হয়তো মনে নেই—

আপনাকে আমি বলেছিলাম—না চাইতেই আমি মার্জ্জনা করেছি। আপনি তো জানেন, মিথ্যে কথা আমি বলিনে। আমি বলছি আপনার স্ত্রীর কথা। পৃথিবীকে হয়তো জোর ক'রে আয়ত্ত করা চলে অতুলবাবু, কিন্তু নারীকে জোর ক'রে আয়ত্ত করবার কল্পনা করবেন না। সে যদি শক্তিতে আপনার চেয়ে খাটোও হয়—হার মানাটাই যদি তার অনিবার্য্য হয়ে ওঠে—তবে নিজেকে নিজে ধ্বংস ক'রে আপনাকে উপহাস করে সে চলে যাবে। আপনার স্ত্রীর মুখ দেখে আপনি কিছু বুঝতে পারেন না অতুলবাবু?

অতুল। তোমাকে ধন্যবাদ রমা। সুনন্দার মুখ আমি এবার ভাল ক'রে দেখব—তাঁকে বুঝবার চেষ্টা করব! কিন্তু ও সব কথা থাক। আমি এসেছিলাম তোমাদের নিমন্ত্রণ জানাতে। আমাদের মানে—সুনন্দা এবং আমার বাড়ীতে আজ নিমন্ত্রণ তোমাদের।

নিখিল। বেশ, বেশ, আমরা যাব, ঠিক সময়ে যাব অতুলবাবু। তবে একটা কথা—চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সব রকম চাই কিন্তু। একমাস স্রেফ্ ভিটামিন চলছে, মানে ভাত আর শাকপাতা। আপনাদের মেনু থেকে পালং শাকটা বাদ দেবেন, উদর-জগতে পালং শাকের অরণ্য জন্মে গেছে!

অতুল। আচ্ছা তা' হলে আমি আসি। নমস্কার।

প্রস্থান

রমা। আমি কিন্তু যাব না নিখিলেশবাবু!

নিখিল। কেন? যাবেন না কেন?

রমা। এতদিন কুলি-ধাওড়ায় বাস ক'রে, দিনের পর দিন ওদের ওই নুন-ভাত খাওয়ার পর—চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আমার মুখে রুচবে না।

নিখিল। এই তো পাগলামি আরম্ভ করলেন। না না, ছেলেমানুষি করবেন না রমা দেবী; মানুষকে আঘাত দেওয়া উচিত নয়।

রমা। আঘাত কেউ পাবে না নিখিলবাবু; কারণ নিমন্ত্রণের ব্যাপারে আমি নিতান্তই গৌণ। সুনন্দা দেবী আপনার ভক্ত, আপনিই এক্ষেত্রে মুখ্য!

নিখিল। হুঁ ?. দেখুন (কঠিন স্বরে কিছু বলিতে গিয়া থামিয়া গেল, তারপর হাসিল) আপনি খুব রাগ করে আছেন কিনা বলুন তো ?

রমা। রাগ ? না রাগ কিসের জন্যে—কার ওপর করব ?

নিখিল। কার ওপর, কেন, সে সব হ'ল researchএর কথা। সে থাক। রাগ করেন নি, সেইটেই হ'ল বড় কথা। মানে, রাগ হলে রস-বোধটাই সর্ব্বাগ্রে নষ্ট হয় কি না !

রমা। (হাসিয়া) না, রসবোধ আমার নষ্ট হয় নি।

নিখিল। তবে ? নিজের দিকের কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কি ক'রে ? মানে ষড়রসের সমারোহের আয়োজনে—আপনি 'না' বলছেন কি করে ? তা ছাড়া fools give feast—wise men eat them, রসিকতার এমন উপভোগ্য বাক্যটাকেই আপনি অস্বীকার করছেন ?

ভক্তার প্রবেশ

ভক্তা। বাবুমশায়! ঠাকরুণ!

রমা। নিখিলেশবাবু!

নিখিল। থামুন। আদিম মানুষ এসেছে তার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাতে। চুপ করুন এখন, ভুলে যান সব।

ভক্তা প্রণাম করিল।

ভক্তা। আপনারা এইবার চলে যাবেন বাবু ?

নিখিল। হ্যাঁ ভক্তারাম! কলেরা থেমে গেছে, এইবার আমরা যাব

ভক্তারাম বসিয়া নিখিলের পায়ে ধরিয়া পা টিপিতে আরম্ভ করিল

আরে, আরে কর কি ?

ভক্তা। চরণটা একটু টিপে দি বাবু।

নিখিল। উঁহু! উঁহু! আমার ভারি সুড়সুড়ি লাগে। আরে, ছাড়—ছাড়!

ভক্তা। আপনারা চলে যাবে বাবু, আবার আমাদের মরণ হবে।

নিখিল। না—না। মরণ হবে কেন? খাবে দাবে, কয়লা কাটবে, গান করবে, মরণ হবে কেন? তোমাদের জামাইবাবু খুব ভাল লোক। উনি এবার তোমাদের থাকবার খুব ভাল বন্দোবস্ত করবেন। আমাকে ব'লেছেন তিনি।

ভক্তা। খাদের ভিতর ধুমা হচ্ছে বাবু; আবার আমাদের মরণ হবে।

নিখিল। কি? কি হচ্ছে খাদের ভেতর?

ভক্তা। ধুমা হচ্ছে বাবু। মরব, আমরাই মরব!

নিখিল। ধুমা হ'লে তোমরা নেম না।

ভক্তা। লামতে যে হবে বাবু। খাদটো নইলে বাঁচবে কি ক'রে? বাবুরা জোর করে লামাবে। বেশী টাকা দিবে, আমরা লামব।

রমা। না তোমরা নেম না। বলবে আমরা নামব না।

ভক্তা। হাঁ ঠাকরুণ, বেশী টাকা দিবে যে গো। আমরা লামব না তো ঠাণ্ডারামের দল সব টাকা রোজগার ক'রে লিবে।

নিখিল। হুঁ। (উঠিয়া দাঁড়াইল)

রমা। কি হ'ল? হঠাৎ যুদ্ধের ঘোড়ার মত অধীর হয়ে উঠলেন যে?

নিখিল। আসছি আমি।

রমা। ষড়রসের, তালিকা থেকে লবণ রসটা বাদ দিতে বলতে চললেন নাকি?

নিখিল। রসিকতা আপনারও আসে দেখ্‌ছি রমা দেবী! ভারী খুসী হ'লাম কিন্তু। জানেন একবার একজন কবি বন্ধুকে ক'ষে গালাগাল দিয়ে কবিতা লিখেছিলাম, কবিতাটা কিন্তু ভালো হয়েছিল। ভদ্রলোক

সত্যিকার রসিক লোক, কবিতা পড়ে ভারী খুসী। একজোড়া দামী গ্লেজকিডের জুতো আমাকে উপহার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

রমা। আমাকেও কি আপনি সেই রকম—

নিখিল। না। (গাছের ডাল নোয়াইয়া ফুল ভাঙিয়া) আপনাকে আমি উপহার দিলাম ফুল। আমি একবার অতুলবাবুর কাছ থেকে ঘুরে আসি।

নিখিল চলিয়া গেল। রমা ফুলের স্তবকটি
ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল।

ভক্তা। চুলে পর ঠাকরুণ, ভাল লাগবে। আমাদের মেয়েগুলান্ পরে—কেমন ভাল লাগে!

রমা তাহার মুখের দিকে চাহিল।

রমা। একবার বিছেকে দেখতে পার ভক্তারাম?

ভক্তা। থাদের মুখে সি বৈসা আছে গো ঠাকরুণ। ডাকৃব?

রমা। হ্যাঁ!

ভক্তা। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) ফুলটো চুলে পরেন ঠাকরণ।

প্রস্থান

রমা প্রথমে গুন গুন করিয়া পরে ক্রমশঃ স্ফুট কণ্ঠে গাহিল।

গান

কাঁটার মাঝে লুকিয়ে বুঝি ফুল ছিল গো, ফুল ছিল।
এবার সে কোন দখিন হাওয়া—
এবার সে কোন দখিন হাওয়া দোল দিল গো—দোল দিল॥
ছিল আঁধার বিভাবরী,
কূল-হারা মোর ছিল তরী,
আজ প্রভাতে, তোমার তীরে, কূল নিল গো কূল নিল।
কে জানিত ব্যথায় সুখের মূল ছিল॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুনন্দার বাংলোর কক্ষ

সুনন্দা—একা গান গান গাহিতেছিল

ফুলের মাঝে কাঁটার বেদন কে দিল রে ?
আমার মনের দখিন হাওয়া কে নিল রে ?

অতুল আসিয়া সুনন্দার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইল। গান-শেষে তাহার পিঠে হাত রাখিল। সুনন্দা পিছন ফিরিয়া দেখিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল।

অতুল। যে গানটা তুমি গাইলে সুনন্দা, ওটার ভাষার সঙ্গে সত্যিই কি তোমার অন্তরের যোগ আছে ?

সুনন্দা অতুলের মুখের দিকে চাহিল—তারপর মুখ নত করিল।

অতুল। সুনন্দা !

সুনন্দা। (হাসিয়া) গান—গান। এ গান তো আমি রচনা ক'রে গাইনি।

অতুল। কবিরা তো হাজারে হাজারে, লাখে লাখে গান রচনা ক'রে এসেছেন। আনন্দের গান—সুখের গান—বেদনার গান—দুঃখের গান। তুমি এই গানটিই পছন্দ করলে কেন ?

সুনন্দা আবার অতুলের মুখের দিকে চাহিল।

অতুল। আমি তোমার কাছে সত্যিসত্যি জানতে এসেছি সুনন্দা—তুমি কি সুখী হওনি ? তোমাকে কি আমি দুঃখ দিয়েছি ?

সুনন্দা। (হাসিয়া) কেন ? হঠাৎ একথা তোমার মনে হ'ল কেন ?

অতুল। তোমার বাবা আমায় একদিন বলেছিলেন। আমি সেটাকে তাঁর অতিরিক্ত স্নেহের দৃষ্টি-বিভ্রম মনে করেছিলাম। আজ রমা আমায় ঠিক সেই কথাই বললে। বাংলোর বারান্দায় উঠে শুনলাম যেন তুমি কাঁদছ। চমকে উঠলাম। তারপর বুঝলাম—কান্না নয় গান। কিন্তু সে গান—কান্নার চেয়েও মর্ম্মান্তিক ব'লে মনে হ'ল আমার।

সুনন্দা। বেশ আবার গান গাই শোন। আনন্দের গান, সুখের গান।

সে পিয়ানোয় সুর তুলিল।

অতুল। (পিয়ানোয় আঘাত করিয়া একটা প্রচণ্ড বেসুরের সৃষ্টি করিয়া বাধা দিল) না।

সুনন্দা কাতর বিস্ময়ে অতুলের দিকে চাহিল।

অতুল। আমার কথার উত্তর দাও সুনন্দা।

সুনন্দা। আমি কি কখনও তোমার কোন কথায় না করেছি, বলতে পার ?

অতুল। না, তা করনি। কিন্তু একথা আমার কথার উত্তর নয়।

সুনন্দা! আমি যা বলব—তা কি তুমি—

অতুল। সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করব সুনন্দা; আমি জানি—তুমি কখন মিথ্যে বলবে না—বলতে পার-না।

সুনন্দা। না, সে কথা আমি বলি নি। আমি বলছি, আমি যা বলব—তা কি তুমি সহ্য করতে পারবে ?

অতুল উঠিয়া দাঁড়াইল।

অতুল। তুমি আমাকে ক্ষমা কর সুনন্দা। তোমার জীবন আমি বিষময় ক'রে দিয়েছি। তবু আমি যতটা পারি, সংশোধন করবার চেষ্টা করব। আজই আমি এখান থেকে চলে যাব। কেউ জানবে না।

সুনন্দা। তুমি এতবড় কাপুরুষ ?

অতুল। কাপুরুষ নই বলেই আমি চলে যাব। কর্ত্তব্য সে যত কঠিন হোক—

সুনন্দা। কর্ত্তব্য? স্ত্রীকে অবহেলা করা—ভালো না বাসাই বুঝি পুরুষের কর্ত্তব্য?

অতুল। কি বলছ সুনন্দা? আমি তোমাকে অবহেলা করি? আমি তোমাকে ভালবাসি না?

সুনন্দা। না। তুমি দু' হাত ভ'রে আমায় ঐশ্বর্য্য এনে দাও—তাকে আমি ভালবাসা বলে মানতে পারিনে। তুমি আমায় পুতুলের মত সাজাতে চাও, শিশুর মত যত্ন করতে চাও—সে আমার সহ্য হয় না। তুমি আমায় ক্ষমা করো। এ থেকে আমায় অব্যাহতি দাও।

অতুল। সুনন্দা! সুনন্দা!

সুনন্দা। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) কোন দিন, বল তুমি—জীবনে একটা দিনের জন্যেও—একটা দিনের সামান্য অংশ, একটা প্রহর—একটা ঘণ্টার জন্যেও তুমি তোমার কাজকে অবহেলা করেছ আমার জন্যে? আমার কাছে বসে—একটা কাজও তুমি ভুলে গেছ কখনও? বল—তুমি বল!

অতুল। সুনন্দা, আমায় তুমি ক্ষমা কর।

সুনন্দা। আমার মা—সমস্ত জীবন এই দুর্ভোগ ভোগ করে গেছেন। মা যখন মৃত্যুশয্যায়—বাবা কাজের জন্যে চলে গেলেন বম্বে। মরবার সময় মা হেসেছিলেন। সে হাসি আমি ভুলতে পারিনে। আমার জীবনেও দেখি—সেই অভিশাপ। তাই হাসতে গেলে—মায়ের সেই শেষ হাসিই আমার মনে পড়ে।

অতুল। (সুনন্দার দুই হাত ধরিয়া) সুনন্দা!

সুনন্দা। ওগো—তোমাকে যে আমি পেলাম না, তুমি নিজেই যে আমাকে পেতে দিলে না, বঞ্চিত করলে—এ দুঃখ কেমন করে ভুলব?

অতুল। আজ থেকে আমি কাজকে ভুলব সুনন্দা। আজ আমার নতুন জীবনের এই আমার সংকল্প!

সুনন্দা। সংকল্প? (হাসিল)

অতুল। তুমি হাসছ? বিশ্বাস করতে পারছ না সুনন্দা?

সুনন্দা। সংকল্প ক'রে কাজ করা চলে, জীবনের ধারা পাল্টানো যায়, কিন্তু হৃদয়? সে কি—সংকল্পকে মানে?

অতুল। আমায় বিশ্বাস কর সুনন্দা, আমায় তুমি বিশ্বাস কর।

সুনন্দা। বিশ্বাস নয়। সেই আশ্বাসেই আজ আবার নতুন করে আমি বুক বাঁধলাম। তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর।

অতুলকে সে প্রণাম করিল।

অতুল। আজ আমাদের উৎসব। সমস্ত দিন আজ তোমার সঙ্গে কাটাব। ভালই হয়েছে! রমা নিখিলেশ এ উৎসবে আমাদের অতিথি। তাদের—

নেপথ্যে রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল

নেঃ রায়। I am glad, very glad বিনোদ। তুমি এসেছ আমি খুব খুশী হয়েছি ভাই!

অতুল। চল সুনন্দা, আমরা পালাই। তোমার বাবা আসছেন। আজ আমরা ইস্কুল-পালানো ছেলে। মাষ্টারদের avoid করাই ভাল। এস!

উভয়ের প্রস্থান

রায়বাহাদুর ও Dr. Chatterjeeর প্রবেশ

রায়। বস ভাই, বস। উঃ, কত কাল পরে দেখা বল তো? An age! Those sweet college days—মনে প'ড়ে মধ্যে মধ্যে ভারী কষ্ট হয় বিনোদ। তখন ইচ্ছে হয় বন্ধুরা সব কে কোথায় রইল খোঁজ-খবর

করব, দেখা করব। কিন্তু তার পরেই এল একটা কাজের ধাক্কা। ব্যস, সব গোলমাল হয়ে গেল।

চ্যাটা। তোমাকে আমি ধন্যবাদ দিতে এসেছি শিবপ্রসাদ। তুমি আমাকে আমার বই ছাপাবার জন্যে দেড় হাজার টাকার চেক পাঠিয়েছ, তার জন্যে—

রায়। Excuse me for interruption; এক মিনিট। দেড়-হাজার টাকার মধ্যে আমি পাঠিয়েছি পাঁচশো টাকা। আর হাজার টাকা পাঠিয়েছেন আমার জামাই। তোমার প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা, সে তোমার ছাত্র। সে তার নাম তোমাকে—

চ্যাটা। না জানালেও আমি জেনেছি। অতুল মুখার্জ্জী। রমা আমাকে জানিয়েছে।

রায়। রমা?

চ্যাটা। রমা আমার মেয়ে। এখানে সে কলেরায় সেবা করতে এসেছে। সেই আমাকে লিখেছে।

রায়! রমা তোমার মেয়ে? কি আশ্চর্য্য দেখ দেখি? এতদিন সে এখানে এসেছে, আমায় পরিচয় দেয় নি! অতুলও আমায় জানায় নি! অন্যায়—এ অত্যন্ত অন্যায়।

চ্যাটা। শোন শিবপ্রসাদ, অতুল তোমার জামাই, এ কথা আমি জানতাম না।

রায়। My God! অতুল গেল কোথায়? কিন্তু তোমার মেয়ে wonderful মেয়ে, বিনোদ। যে সেবাটা তারা এখানে করলে, আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। জীবনের একটা দিক সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমার ভুল ধারণা ছিল, সে ধারণা আমার পাল্টে গেল।

চ্যাটা। শিবপ্রসাদ! তোমার চেক আমি তোমাকে ফেরৎ দিতে এসেছি।

রায়। ফেরত দিতে এসেছ? কেন বিনোদ?

চ্যাটা। তুমি দুঃখিত হয়ো না। এই নাও তোমার চেক।

চেক বাড়াইয়া ধরিলেন।

রায়। বিনোদ!

চ্যাটা। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি শিবপ্রসাদ।

ভিতরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল অতুল,
বিবর্ণ পাংশু তাহার মূর্ত্তি।

রায়। ইচ্ছে হয় তুমি ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ো। নয় কাউকে দিয়ে দিয়ো। আমি যা দান করি, সে আমি কখনও ফিরিয়ে নিই না।

চ্যাটা। (অতুলের কাছে গিয়া) অতুল! তুমি এটা ফিরিয়ে নাও। ধর অতুল, ধর।

অতুল কলের পুতুলের মত হাত বাড়াইয়া চেক্ গ্রহণ করিল।

রমা কোথায় তুমি জান অতুল? সে কি এখানে—এই বাংলোতে?

অতুল। না। এখানকার কুলিদের—

চ্যাটা। থাক্, সে আমি খুঁজে নেব। তুমি দুঃখিত হয়োনা শিবপ্রসাদ, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। তোমাকে ধন্যবাদ ভগবান, আমার তলোয়ারে মর্‌চে পড়েনি। সোজা তলোয়ার!

প্রস্থান

রায়বাহাদুর অতুলের কাছে গিয়া চেকটা লইয়া ছিঁড়িয়া
ফেলিয়া দিলেন।

রায়। বেয়ারা, খাজাঞ্চীবাবু! কি ব্যাপার অতুল?

অতুল। আপনাকে আমি বলেছিলাম আমাদের এক প্রফেসারের মেয়ের সঙ্গে আমায় বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল—

রায়। Yes I remember—তা হ'লে এই বিনোদের মেয়ের সঙ্গেই তোমার বিয়ের কথা ছিল? রমা সেই মেয়ে?

অতুল। হ্যাঁ।

রায়। I see—(ঘরের মধ্যে একবার পদচারণা করিয়া ঘুরিয়া আসিয়া) মন খারাপ কর না অতুল, তুমি এমন কোন কাজ করনি—যার জন্যে তোমার লজ্জিত হবার কারণ রয়েছে। আমি বলছি।

খাজাঞ্চীর প্রবেশ।

একখানা দেড় হাজার টাকার চেক—এক্ষুণি তুমি সেই দরিদ্রভাণ্ডার—যেটাতে মাসে মাসে চাঁদা পাঠানো হয়—তাদের পাঠিয়ে দাও। আজই এক্ষুণি।

খাজাঞ্চি। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

সুনন্দার প্রবেশ

সুনন্দা। বা রে! এরই মধ্যে তুমি উঠে পালিয়ে এসেছ? এস বলছি!

রায়। কি ব্যাপার?

সুনন্দা। ওঃ, তোমাকে একটা প্রণাম করতে হবে বাবা!

দ্রুতপদে আসিয়া প্রণাম করিল।

রায়। আরে বাপরে! প্রণাম কেন রে?

সুনন্দা। ওঁর সঙ্গে আজ আমার বোঝা-পড়া হয়ে গেছে বাবা।

রায়। সত্যি? সত্যি মা?

সুনন্দা। আমাকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর বাবা!

রায়। মা—

অত্যন্ত ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কুড়ারামের প্রবেশ

কুড়া। হুজুর! জামাইবাবু!

সকলে চমকাইয়া উঠিলেন, রায়বাহাদুরের আশীর্ব্বাদের জন্য উদ্যত হাত মুহূর্ত্তে পাশে ঝুলিয়া পড়িল।

রায়। (রাগে চীৎকার করিয়া উঠিলেন) You rascal—

কুড়ারাম। (সে আজ ভয়ানক উত্তেজিত, সে দমিল না) খাদের ভিতর gun powder জ্বলে গেল হুজুর—বারুদ জ্বলে গেল।

রায়। বারুদ জ্বলে গেল ?

অতুল দ্রুতপদে এতক্ষণে দরজার নিকট হইতে কুড়ারামের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

অতুল। Gun powder জ্বলে গেল ?

কুড়া। আজ্ঞে হ্যাঁ। দখিণ দিকের মেন গ্যালারির পাশে ৫৮ নং সুঁদের ভিতর দেওয়ালে—(হাত তুলিয়া দেখাইয়া) হোই অমন জায়গায় (হাত ঘুরাইয়া দেখাইয়া) এই এতখানি এক চাঙড় কয়লা জমে আছে। ভক্তা বেটা বললে—বাবু ওই কয়লাটো দেগে দি। এই হপ্তায় আজ্ঞে বিস্তর গাড়ী লাগবে—তা ভাবলাম যুক্তি মন্দ নয়। টোটা তোয়ের করে—ভক্তাকে নিয়ে—গেলাম দেখতে। বলি নিজের চোখে একবার দেগে দি।

অতুল। তারপর ?

ওভারম্যান কুড়ারাম। তারপর আজ্ঞা ? (হঠাৎ গুঁড়ি হইয়া) ভক্তা বেটা বারুদের জায়গা নামিয়ে রেখে—(আবার খাড়া হইয়া উঠিয়া) বলে বাবু (হাত তুলিয়া দেখাইয়া) হুই দেখেন—আমাকে দেখাইছে—ওই চাংটো— ; আর ইদিকে তখন (দুই হাত প্রসারিত করিয়া) একেবারে—দিন—দিপ্য—মা—ন ! চেয়ে দেখি ফ্যাঁস্ করে নিয়ে নিয়েছে বারুদ ! (একটু থামিয়া হঠাৎ কয় পা হটিয়া গিয়া) আমি তখন আজ্ঞা হঠ্‌তে লেগেছি ! বুঝতে পেরেছি কিনা ! কিন্তু ভক্তা বেটা হাঁ করে দাঁড়িয়ে। (নিজেই সে হাঁ করিল, তারপর খপ করিয়া নিজের বাঁ হাতখানা ডানহাতে ধরিয়া) খপ্ ক'রে ধরলাম বেটার হাতে, নিয়ে হিড়্ হিড়্ করে আনলাম টেনে।

এতক্ষণে সে স্তব্ধ হইল। এবং বিজয়ী বীরের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া ঢুলিতে লাগিল।

রায়। অতুল!

অতুল সেল্‌ফ হইতে থানকয়েক বই লইয়া তাড়াতাড়ি উল্‌টাইতে লাগিল।

যা উপায় হয় স্থির কর অতুল! তখন European Expertএর কথায় তোমার কথা অবিশ্বাস করে আমি ভুল করেছি!

পদচারণা আরম্ভ করিলেন।

কুড়া। হুজুর!

রায়। চীৎকার ক'র না। বাইরে গিয়ে দাঁড়াও তুমি।

কুড়া। আজ্ঞা!

রায়। (আঙুল দেখাইয়া) বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। বাইরে।

কুড়ারাম বাহিরে গেল।

(পদচারণা করিয়া) আমি জানি—আমি জানি! এমনি একটা কিছু ঘট্‌বে, সে আমি জানি! আমি যেন অনুভব করছিলাম; and it is come!

অতুল। Overman বাবু!

ওভারম্যানের প্রবেশ

কুড়া। আজ্ঞা! (ঢুলিতে লাগিল)

অতুল। ফায়ার-ব্রিক্‌স আর ফায়ার-ক্লে চাই। যত শীগ্‌গির হয়। আজই। দুপুরের মধ্যে।

কুড়া। যে আজ্ঞা।

অতুল। কলিয়ারির চারিদিকে গুর্খা গার্ড বসিয়ে দিন। কোন কুলি যেন না পালায়।

কুড়া। এখনি আজ্ঞা বসায়ে দিব।

অতুল। যে সমস্ত কুলি—খাদের নীচে গ্যাস বন্ধের কাজে work করবে—তাদের মজুরি দেওয়া হবে দু' টাকা।

রায়। দু' টাকায় রাজী না হয় তিন টাকা, চার টাকা। বুঝলে?

কুড়া। আজ্ঞা হাঁ।

অতুল। যদি কেউ মারা যায়—

সুনন্দা। (সে এতক্ষণ পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াছিল) মারা যায়? তারা কি মারা যাবে?

অতুল। সুনন্দা! এ কি? তুমি যে অসুস্থ হয়ে পড়েছ সুনন্দা!

সুনন্দা। কাজ করতে গেলে লোক মারা যাবে?

অতুল হাসিল।

অতুল। অসম্ভব নয়।

রায়। কেউ মারা গেলে—পাঁচশো টাকা কম্পেনসেশন দেব আমি—পাঁচশো টাকা।

নিখিলের স্বর বাহিরের দরজায় শোনা গেল।

নিখিল। (নেপথ্যে) আমি তাতে আপত্তি জানাতে এসেছি কাকাবাবু।

রায়। (ক্রুদ্ধভাবে) কে? কে?

নিখিলেশের প্রবেশ, সে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

রায়। (স্তম্ভিত হইয়া) নিখিলেশ!

নিখিল। হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি। আপনাদের এই ব্যবস্থায় আমি আপত্তি জানাচ্ছি, কাকাবাবু। পশুকে বলি দেবার আগে তাকে চাল-বেলপাতা খেতে দিই আমরা। কিন্তু দোহাই আপনার—মানুষকে বলি দেবার জন্যে চাল বেলপাতার মত টাকা দিয়ে তাদের ভোলাবেন না!

রায়। নিখিলেশ, তুমি আমার জীবনের কুগ্রহ। তুমি কি আমার সর্ব্বনাশ না করে ছাড়বে না?

নিখিল। এ কথা কেন বলছেন আপনি? আপনার অনিষ্ট-চিন্তা আমি জীবনে এক মুহূর্ত্তের জন্যে করি নি। আপনাকে আমি—

রায়। তুমি আমাকে শ্রদ্ধা কর, আমি তোমাকে স্নেহ করি। কিন্তু তবু, তবু তুমি আমার জীবনের কুগ্রহ। অশুভ শনির বিবর্ণ ছায়ার ছাপ আমি যেন স্পষ্ট—

নিখিল। ছি—ছি, একি বলছেন আপনি কাকাবাবু?

সুনন্দা। বাবা! বাবা! কি বলছ তুমি? বাবা!

রায়। (অত্যন্ত রূঢ় স্বরে) সুনন্দা! (সুনন্দা সোফায় বসিয়া সোফাতেই মুখ লুকাইল।)

অতুল। (শিবপ্রসাদকে) আপনি উত্তেজিত হয়েছেন। শান্ত হোন্ আপনি।

রায়। নিখিলেশ, তোমাকে আমি মিনতি করছি—এখান থেকে তুমি—

নিখিল। (রায়বাহাদুরকে প্রণাম করিয়া) ক্ষমা করবেন আমাকে। আমি তা পারি না। গরীব অশিক্ষিত মানুষের লোভের সুযোগ নিয়ে আপনারা তাদের মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে যাবেন—তা জেনেও তাদের ফেলে আমি যেতে পারব না।

অতুল। (সুনন্দার নিকট হইতে অগ্রসর হইয়া আসিয়া) কি করবেন আপনি?

নিখিল। বিপদের গুরুত্ব তাদের আমি বুঝিয়ে দেব। লোভকে সম্বরণ করতে অনুরোধ করব। আমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব তাদের প্রেরণা জোগাব আমি। তাদের আমি বারণ করব।

রায়। তুমি বারণ করবে নিখিলেশ? (হাসিলেন) ভাল! আমি তাদের ডাকব। তোমাকে আমি এক্ষুণি পুলিশের হাতে দিতে পারি,

কিন্তু তা আমি দেব না। তোমাকে স্নেহ করি—তার অপমান আমি করব না। তুমি তাদের বারণ কর, আমি তাদের ডাকব।

দ্রুত প্রস্থান

অতুল। নিখিলেশবাবু! আপনাকে আমি শ্রদ্ধা দিয়েছিলাম, কিন্তু আপনিই আমাকে প্রীতি দিয়ে বন্ধুত্বের সৌভাগ্য দিয়েছেন। আপনাকে আমি সেই বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি—মিনতি করছি।

নিখিল। (হাসিয়া) আজ যদি আমি আমার ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করি অতুলবাবু, তবে যে বন্ধুত্বকে আপনি সৌভাগ্য বলে মনে করেছেন— মুহূর্ত্তে সে দুর্ভাগ্যে পরিণত হবে। তা আমি পারি না অতুলবাবু!

অতুল। ভাবপ্রবণতায় হিসেবজ্ঞান হারাবেন না নিখিলেশবাবু! Don't be too much sentimental. জানেন এ খনি কত বড় সম্পদ! সে সম্পদ একজনের ব'লে মনে করবেন না। এতে কত মানুষের জীবিকার সংস্থান হয় আপনি কল্পনা করতে পারেন না। এই কলিয়ারির কুলি-কর্ম্মচারীই তার সব নয়! আরও হয়—হাজার হাজার মানুষ এর ওপর নির্ভর ক'রে আছে। এ সম্পদ জাতির—এ সম্পদ দেশের।

নিখিল। কিন্তু মানুষের জন্যই সম্পদ অতুলবাবু, সম্পদের জন্যে মানুষ নয়।

অতুল। না—না—না—। নিখিলেশবাবু, মানুষের কোন মূল্য নাই যদি তার শক্তি না থাকে। আর ধন-সম্পদই তার শ্রেষ্ঠ শক্তি।

নিখিল। না। মাপ করবেন আমাকে, আমি স্বীকার করতে পারলাম না। সম্পদের শক্তি কৃত্রিম—সে মিথ্যা। মানুষের শ্রেষ্ঠ শক্তি— তার জীবনীশক্তি—সেই তার শ্রেষ্ঠ সত্য।

অতুল। (স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া)—নিখিলেশবাবু!

নিখিল। (হাসিয়া) অতুলবাবু।

অতুল। তা' হ'লে—

নিখিল। বলুন।

অতুল। Accept my challenge! আমি চললাম সুনন্দা; খাদে চললাম।

পিছন ফিরিয়া সে সুনন্দাকে দেখিল না পর্য্যন্ত; হ্যাটর‍্যাক্ হইতে টুপি ও শক্ত বাঁশের ছড়িটা লইয়া চলিয়া গেল।

নিখিল। মিসেস মুখার্জ্জী, আমাদের আপনি মাপ করবেন, আজকের নিমন্ত্রণ;—(সুনন্দার কোন সাড়া না পাইয়া) মিসেস মুখার্জ্জী! সুনন্দাদেবী! এ কি?

কাছে আসিয়া

নিখিল। সুনন্দাদেবী! সুনন্দা! এ কি, এ যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন দেখছি! সুনন্দা! সুনন্দা! বেয়ারা! বেয়ারা! ঝি! ঝি! কি বিপদ, কেউ নেই নাকি? সুনন্দা—সুনন্দা!

রমার প্রবেশ

রমা। নিখিলেশবাবু, রায়বাহাদুর নিজে কুলিদের কাছে গিয়ে বলছেন—দশ টাকা ক'রে;—এ কি?

নিখিল। রমা! সুনন্দা অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন শীগ্‌গির একটু জল—

রমা। অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন? কিন্তু ওঁর স্বামী কোথায় গেলেন? আপনি—

নিখিল। সুনন্দা সৌভাগ্যবতী। অতুলবাবু খাদের নীচে সুনন্দার সৌভাগ্য রক্ষা করতে ছুটে গেছেন। শিগ্‌গীর একটু জল!

রমার প্রস্থান ও পুনরায় জল লইয়া প্রবেশ

নিখিল। আপনি সুনন্দাকে দেখুন। আমি চললাম—রায়বাহাদুরকে আমায় বাধা দিতে হবে।

রমা। না।

নিখিল। সেবাশ্রমের সম্পাদক আমি, আমি আপনাকে কাজের ভার দিচ্ছি রমা দেবী। প্রস্থান

রমা। নিখিলেশবাবু! নিখিলেশবাবু! (দরজা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল, তারপর দাঁড়াইয়া আবার ফিরিল) সুনন্দ, সুনন্দা!

সুনন্দার কাছে বসিয়া সেবায় রত হইল।

তৃতীয় দৃশ্য

কুলি-ধাওড়া

Dr. Chatterjee আপন মনেই উত্তেজিতভাবে ঘুরিতেছেন আর আবৃত্তি করিতেছেন। দূর হইতে মাদল ও গানের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। নিখিল দাঁড়াইয়া আছে।

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী। "O God, the heathen are come into thine inheritance; Thy holy temple have they defiled. The dead bodies of Thy servants have they given to be meat unto the fowls of the heaven, the flesh of Thy Saints unto the beasts of the earth."—

নিখিলেশ, এ কথা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠেছে। হতভাগ্য মানুষগুলোকে মদে মাংসে অচেতন করে তুলে—তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে! ক'জন মরেছে—কিছু জানতে পারলে?

নিখিল। আজ্ঞে না, কলিয়ারির পিট-areaর মধ্যে যাবার উপায় রাখেনি। কড়া গুর্খা পাহারার বন্দোবস্ত। যেতে হলে দাঙ্গা করতে হয়। সেই কথাই ভাবছি।

চ্যাটা। সম্পদের লোভে এরা পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় সব ভুলে গেছে,

নিখিলেশ ! অতুলের ভেতরের চেহারা দেখে আমি শিউরে উঠছি—সে ভগবানকে পর্য্যন্ত ভুলে গেছে ! He that loveth not knoweth not God ; for God is Love.

নিখিল। একবার অতি সামান্য ক্ষণের জন্যেও যদি এদের সুস্থ অবস্থায় পেতাম ! ভক্তা সর্দ্দার সেই যে খাদে নেমেছে, এখনও ওঠেনি। তাকেও পেলাম না !

একদল মেয়ে নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিল—জন দুই পুরুষ মাদল বাজাইতেছিল।

গানের মধ্যেই প্রবেশ করিল ভক্তা সর্দ্দার। সে মদ খাইয়াছে। কিন্তু মাতালের মত টলে না। অতিরিক্ত গম্ভীর, চোখ দুইটা উত্তেজনায় অধীর লাল।

গান

মাটির তলায় আগুন রে
মোদের আগুন কি ?
পলাশ ফুলের ফাগুন রে
মোদের ফাগুন কি ?
মাটির তলায় সুড়ুং রে
এক পথে সব চলা—
আকাশ পারে কি রং রে
থাক্ সে কথা বলা।
মাটির তলায় মরণ রে
মায়ের মত সে;
নেশায় পাগল জীবন রে
জীবন বলে কে ?

ভক্তা। গান থামা সব। ঝুড়ি লে। চল্—খাদে চল্।

লোকগুলির প্রস্থান

নিখিলেশ। এই যে ভক্তারাম। ভক্তারাম, শোন।

ভক্তা। (তাহার দিকে চাহিয়া) না। না। আপনি কিছু বলবেন না বাবু। শুনতে লারব বাবু।

নিখিল। কেন? কেন শুনতে পারবে না?

ভক্তা। বাবুরা বলছে তুমরা বারণ করবে, খাদে নামতে বারণ করবে।

নিখিল। হ্যাঁ, বারণ করব। বারণ করছি—

ভক্তা। না—না—বাবু। বারণ আপনি ক'র না। শুনতে লারব। দশ টাকা রোজ দিবে বাবু। দশ টাকা!

নিখিল। দশ টাকার জন্যে মরবে তোমরা?

ভক্তা। পাঁচ জনা ম'ল বাবু, পাঁচ জনা ম'ল। মরলে পাঁচশো টাকা দিবে বাবু। দিলে এই এতগুলান টাকা।

নিখিল। না। মরতে পাবে না। ঠাকুর তাতে রাগ করেন, ভক্তারাম। এমনভাবে মরতে নেই। তুমি মদ খেয়েছ।

ভক্তা। হ্যাঁ—খেলাম, মদ খেলাম। লইলে যে ভয় লাগবে বাবু। না—তুমি বারণ ক'রনা বাবু। বারণ ক'র না।

চ্যাটা। না। লোভ পাপ! টাকার ওপর লোভ কর না; সেই লোভের পাপে মরবে তোমরা। অনন্ত নরক হবে তোমাদের।

ভক্তা। আমরা ছোটনোক বাবু, নরকে তো আমরা যাবই গো। না, না, বারণ তোমরা ক'র না।

চ্যাটা। Every one of them is gone back: they are altogether become filthy; there is none that doeth good, no, not one.

নিখিলেশ, ভগবানকে যারা পরিত্যাগ করেছে—তাদের রক্ষা করা যায় না।

নিখিল। কিন্তু ভগবান কি ওদের পরিত্যাগ করেছেন মাষ্টার মশায়? (ভক্তা চলিয়া যাইতেছিল—নিখিলেশ তাহার হাত চাপিয়া ধরিল) না—যেয়ো না। তুমি যেতে পাবে না ভক্তারাম।

ভক্তা। ছেড়ে দেন বাবু। দশ টাকা রোজ দিছে। ম'লে পাঁচশো-টাকা দিবে বাবু। আমার ছেলেগুলান্ পাবে টাকা। বাবু, পাঁচশো টাকা।

নিখিল। পাঁচশো টাকা দিয়ে একজন বলিদান দেবার লোক খুঁজছে। তোমার ছেলেকে দেবে ভক্তারাম?

ভক্তা। আমার ছেলেকে?

নিখিল। হ্যাঁ, তোমার ছেলেকে! দেবে তোমার ছেলেকে?

ভক্তা নীরবে নিখিলের মুখের দিকে
চাহিয়া রহিল।

নিখিল। বল ভক্তারাম—দেবে?

ভক্তা। না বাবু, তা লারব। ছেলে দিতে লারব।

নিখিল। তবে ভক্তারাম? তুমি কি করে' মরবে বল? ভগবান, যিনি সবারই বাপ, তাঁর মনে কত দুঃখ লাগবে বল তো?

[দূরে একটি মেয়ের কান্না শোনা গেল।—ওরে আমার বাবা,
ওরে আমার মাণিক রে! ওরে আমার বেটা রে!
—শব্দটা দূরে চলিয়া গেল।]

শুন্‌ছ ভক্তারাম! শুন্‌ছ!

ভক্তা। ছেড়ে দাও বাবুমশাই, ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও

ছুটিয়া বিছের প্রবেশ

বিছে। দাদাবাবু! এই যে দাদাবাবু! দশ-বারোজনা লোক মরে গেল দাদাবাবু!

ভক্তা। (নিখিলেশের হাত ছাড়াইয়া) ছেড়ে দাও বাবু, ছেড়ে দাও আমাকে। মাথ্‌লা—মাথ্‌লা; আমার মাথ্‌লা আছে যি গো। আমার বেটা—আমার বেটা! মাথ্‌লা! প্রস্থান

নিখিল। তুই কেমন ক'রে জানলি বিছে?

বিছে। কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। আমার কিন্তু সবারই সঙ্গে ভাব আছে—আমি সুট্‌ ক'রে ঢুকে গিয়েছিলাম।

চ্যাটা। একমাত্র উপায় নিখিল—সব চেয়ে নিকটস্থ Executive officerএর সাহায্য নেওয়া, আর Labour Ministerএর কাছে টেলিগ্রাম করা।

নিখিল। টেলিগ্রামে কাজ হ'তে হ'তে যা হ'বার আগেই হয়ে যাবে। মাষ্টারমশাই, আমি যাব—জোর ক'রে গিয়ে আমি ঢুকব।

বিছে। গুর্খা পাহারা দিচ্ছে দাদাবাবু, কুক্‌রী হাতে ক'রে।

নিখিল। (হাসিল) আমি চললাম—স্যার।

Dr. Chatterjeeকে প্রণাম করিল।

চ্যাটা। দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

রমা ও সুনন্দার প্রবেশ।

রমা। সর্ব্বনাশ হয়ে গেল নিখিলবাবু!

নিখিল। আমি যাচ্ছি রমাদেবী, দেখি যদি কিছু করতে পারি।

রমা। চলুন, আমিও যাব।

নিখিল। আপনি যাবেন?

সুনন্দা। আমরা আপনাকে ডাকতে এসেছি। আসুন। আমি আপনাদের নিয়ে যাব। আমি সঙ্গে থাকলে—কেউ বাধা দেবে না।

নিখিল। জয় হোক সুনন্দা দেবী, আপনার জয় হোক। রমা, যদি আজ বেঁচে ফিরে আসি—তবে সত্যিই আপনাদের বন্দনা ক'রে কবিতা লিখব।

চ্যাটা। ভগবানের নাম নিয়ে যাত্রা কর নিখিল—যাত্রার পূর্ব্বে ঈশ্বরের নাম কর। তাঁকে ডাক। He shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. ভগবান, তুমি এদের রক্ষা কর!

কয়লা-খাদের খনির অভ্যন্তর

দুইপাশে কয়লার স্তরের ঘন কাল অসমান দেওয়াল—মাথার উপরে কয়লার ছাদ। দুই দিকে টানেলের মত কয়লার গ্যালারি চলিয়া গিয়াছে। ঠিক মাঝখানেও একটি Side gallery ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে—সে গ্যালারির ভিতরটা যেন জমাট অন্ধকার বলিয়া মনে হয়। সম্মুখের দৃশ্যমান গ্যালারিতে দুই পাশে দুইটা হ্যারিকেন,—শালের রোলায় তৈয়ারী অসংস্কৃত দুইটী ষ্ট্যাণ্ডের উপর জ্বলিতেছে। তাহাতেই অতি অল্প খানিকটা রক্তাভ আলো হইয়াছে। অতুল দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে

একটা বড় টর্চ্চ। এক হাতে একটা বাঁশের শক্ত ছড়ি। পিছনে—কর্ণির খং খং শব্দ উঠিতেছে। ইঞ্জিনের শব্দ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে ঘং—ঘং ঘন্টার শব্দ।

কুড়া। (নেপথ্যে) ইঁটা—ইঁটা! মাটি। হো—ই।

দুইটী লোক একটা টব্-গাড়ী ঠেলিয়া প্রবেশ করিল।

অতুল! জলদি! জলদি! জলদি নিয়ে যাও।

টর্চ্চটা জ্বালিয়া অপর দিকে ট্যানেলের দিকে দিক-নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

টব-গাড়ী ঠেলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

নেপথ্যে ঘং—ঘং ঘণ্টা বাজিল।

কুড়া। (নেপথ্যে) আদমি গির গিয়া। আদমি গির গিয়া—

ব্যস্ত হইয়া কুড়ারামের প্রবেশ।

কুড়া। আদমি—

অতুল। (তাহার হাত ধরিয়া) চীৎকার করবেন না। কি হয়েছে?

কুড়া। আজ্ঞা?

অতুল। কি হয়েছে?

কুড়া। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। আবার একজন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

দুলিতে লাগিল।

অতুল। যান, কাজে যান্ আপনি। আমি ব্যবস্থা করছি, যান্।

অতুল দ্রুত চলিয়া গেল।

কুড়া। (কপালের ঘাম মুছিয়া) পনেরটা হয়ে গেল। বারো, দুই, এক। উঃ, দম বন্ধ হয়ে আসছে!

অতুল ও আরও একজনের ষ্ট্রেচার লইয়া প্রবেশ।

অতুল। আপনি এখনও দাঁড়িয়ে এখানে?

কুড়া। আর পারছি না জামাইবাবু, আর পারছি না। হু-হু ক'রে ধুঁয়া বেরিয়ে আসছে।

অতুল! আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।

সকলের বিপরীত দিকে প্রস্থান।

নেপথ্যে ঘণ্টার শব্দ, আবার দুইজন লোক একটা টব-গাড়ী ঠেলিয়া লইয়া গেল। দুটি কুলি মেয়ের প্রবেশ—যে দিকে কাজ হইতেছে—সেই দিক হইতে তাহারা আসিল। তাহারা হাঁপাইতেছে।

১ম স্ত্রী। লারব। লারব। আর আমরা লারব।

২য় স্ত্রী। উইখানে—উইখানে, উইখানে চ।

অন্যদিকে তাহারা চলিয়া গেল।

ষ্ট্রেচারে একজনকে বহিয়া লইয়া কয়েকজন এদিক হইতে ওদিকে চলিয়া গেল।

১ম ব্যক্তি। হোই—হুঁসিয়ার।

২য় ব্যক্তি। হঠ্ যাও, হঠ্ যাও। হোই।

প্রস্থান

অতুল ও কুড়ারামের প্রবেশ।

অতুল। Stop work there, কাজ বন্ধ করুন ওখানে। ওখানে কাজ করা অসম্ভব। পিছিয়ে আসুন। আরও পিছিয়ে আসুন।

কুড়া। আজ্ঞা জামাই বাবু, আর পিছায়ে এলে—খাদের থাকবে কি বলুন? এতেই তো সিকি বাদ চলে গেল।

অতুল। কিন্তু যা অসম্ভব, তার জন্যে চেষ্টা ক'রে করবেন কি?

ম্যাপ দেখিতে লাগিল।

কুড়া। জামাইবাবু, ই খাদ আমি নিজের হাতে করেছি। খু খু

করা ডাঙ্গা, ভালুকের দৌরাত্ম্যি! ভালুকমুণ্ডার ডাঙ্গায় সন্ধ্যের পর মানুষ হাঁটত না। সেই ডাঙ্গায় একলা থেকেছি জামাইবাবু! মাটির তলায় খাদ কেটেছি, উপরে ঘর গড়েছি!—জামাইবাবু, সেই খাদ—(কাঁদিয়া ফেলিল)।

অতুল। কাঁদছেন আপনি?

কুড়া। বুঝবেন না জামাইবাবু, খাদ আমার নয়, তবু আমার বুক ফেটে যেছে—

অতুল। বুঝি Overman বাবু, আমি বুঝি! কিন্তু দুঃখ করে তো লাভ নেই। শুনুন—(ম্যাপ দেখাইয়া) এই সাতাশ নম্বরের মুখ; এইখানে পিছিয়ে আসুন।

কুড়া। ঘাট থেকে সাতাশ পিছায়ে আসব জামাইবাবু?

অতুল। Overman বাবু, এ আপনার কীর্ত্তি। সে কীর্ত্তির সমস্তটা যদি নষ্ট হতে না দিতে চান—তবে আমার কথার প্রতিবাদ করবেন না। সাতাশ নম্বরে পিছিয়ে আসুন।

কুড়া। যে আজ্ঞা।

প্রস্থান

অতুল তাহার দিকে চাহিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে একটু সকরুণ
হাসি হাসিল।

কুড়া। (নেপথ্যে) সাতাশ নম্বর। হোই, সব সাতাশ নম্বরে পিছিয়ে আয়! হোই।

তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ দূরে চলিয়া গেল।

অতুল আবার ম্যাপের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

ভক্তা। (নেপথ্যে) মাথলা! মাথলা! মাথলা। (উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রবেশ, অতুল মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিল এবং আগাইয়া আসিল)।

অতুল। ভক্তারাম!

ভক্তা। বাবু! মাথলা, আমার বেটা, আমার মাথলা!

অতুল। (হাসিয়া) আছে—সে ভালই আছে ভক্তারাম।

ভক্তা। আছে? লোকগুলা মারা গেল—মাথলা মরে নাই?

অতুল। না। সে ভাল আছে। কিন্তু কুলি কই?

ভক্তা। বাবু! (অপরাধীর মত চাহিয়া রহিল)

অতুল। কুলি কই?

ভক্তা। ডাকতে গিয়ে ডাকতে লারলাম, বাবু, পারলাম না ডাকতে।

অতুল। ডাকতে পারলে না?

ভক্তা। না। সেই বাবু, সেই ঠাকরুণ বারণ করলে বাবু, বললে পাপ। টাকার লোভে—

অতুল। Fool, a fool—a sentimental fool—তুমি যাও, তোমাদের মালিক কোথায়? রায় বাহাদুর?

ভক্তা। মালিকবাবু খ্যাপার মত হয়ে গিয়েছে বাবু। ধাওড়ায় ধাওড়ায় ঘুরে বেড়াইছে; মদ দিছে সবাইকে—টাকা দিছে—ডাকছে।

কুড়া। (নেপথ্যে) হ্যাঁ—এইখানে—এই সাতাশ নম্বরে। সাতাশ নম্বরে। ইঁটা—মাটি—ইঁটা!

অতুল। জলদি, জলদি, ভক্তারাম—তুমি যাও যাও। কুলি নিয়ে এস। কুলি নিয়ে এস। মজুরী আরও দু'টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছি। এখুনি যাও।

নিখিলের প্রবেশ।

নিখিল। না। ভক্তারাম যাবে না। টাকার লোভ দেখিয়ে আর ওকে বিচলিত করবেন না অতুলবাবু!

অতুল। নিখিলেশবাবু?

নিখিল। হ্যাঁ, আমি।

নেপথ্যে। বাতি ধর, বাতি দেখাও। বাতি দেখাও।

অতুল। খাদের তলায় কে আপনাকে নামতে দিলে? কার হুকুমে—

নিখিল। হুকুম যে মানে হুকুম তারই জন্যে, অতুলবাবু। ও কথা বাদ দিন। এখন আমার একান্ত অনুরোধ—অতুলবাবু—

অতুল। ভক্তারাম, যাও এক্ষুনি বল—ওপরের মুন্সীবাবুকে—আমি ডাকছি এখানে।

বাতি ধরিয়া একটি লোক ও তাহার পিছনে সুনন্দার প্রবেশ।

একি? সুনন্দা?

সুনন্দা। হ্যাঁ—আমি! আমিই এঁদের নিয়ে এসেছি; মুন্সীর কোন দোষ নেই।

অতুল। ছি—ছি—ছি! একি করেছ সুনন্দা? একি করলে তুমি?

সুনন্দা। তোমাদের কীর্ত্তি দেখতে এসেছি। স্বার্থের জন্যে কতগুলো নরবলি তোমরা দিচ্ছ—তাই দেখতে এসেছি।

অতুল। না-না-না। স্বার্থের জন্য নয়।

সুনন্দা। স্বার্থের জন্য নয়?

অতুল। না। তুমি জান—(কয়লার স্তর দেখাইয়া) এই গুলোর মধ্যে কত লক্ষ মানুষের অন্ন রয়েছে, বস্ত্র রয়েছে, ওষুদ রয়েছে, পথ্য রয়েছে, সুখ রয়েছে, স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে? জান তুমি? কত অফুরন্ত গতির উৎস—কত নতুন শিল্পসম্পদের মূলধন?

সুনন্দা। কিন্তু তোমাদের Bank Balanceএর কথাটা এর থেকে বাদ দিলে যে?

নিখিল। না-না। আপনি অতুল বাবুর ওপর অবিচার করেছেন

মিসেস্ মুখার্জ্জী,—অতুল বাবু সে ভেবে এ কাজে নামেন নি। সে ভাববার ওঁর অবকাশ নেই। আপনাকে আমি অবিশ্বাস করি না অতুল বাবু। কিন্তু লোভ দেখিয়ে পশুর মত মানুষগুলোকে হত্যা করবার আপনার অধিকার নাই। ওরা যদি আপনার কথার মূল্য বুঝে, আত্মহত্যার বদলে ত্যাগ-স্বীকার ক'রে আত্মদান করত, তাহ'লে আমি প্রতিবাদ করতাম না, আপনাকে সম্মান করতাম। ওদের সঙ্গে আমিও কাজে লাগতাম।

স্ত্রী। (নেপথ্যে) আমার ছেলে—আমার বাচ্চা—আমার বাচ্চা!

কুড়া। (নেপথ্যে) না-না। যেতে পাবি না। যেতে পাবি না। এই মৎ যানে দো। খবরদার!

সুনন্দা। কি হ'ল?

একটি মেয়ের কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ।

স্ত্রী। আমার ছেলে! আমার বাচ্চা! আমার খোকা!

নিখিল। কোথায় তোমার ছেলে? কি হ'ল?

স্ত্রী। ওই পিছেকার সুঁদে বাবু, ঘুমাইছিল—শুয়ায়ে দিলাম—

অতুল। ছেলে নিয়ে কেন নামলে তুমি? কে নামতে দিলে?

স্ত্রী। ঝুড়িতে কাপড় ঢেকে লুকিয়ে আনলাম বাবু। ওরা যে পিছায়ে এসে গাঁথছে গো! আমার ছেলে?

নিখিল। কোথায় তোমার ছেলে?

স্ত্রী। ওই দিকে গো। ওই দিকে।

নিখিল। এস।

অতুল। না।

নিখিল। না-নয় অতুলবাবু, আমি যাব।

দ্রুত পাশ কাটাইয়া প্রস্থান।

অতুল। নিখিলেশবাবু—নিখিলেশবাবু!

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী। (বিপরীত দিকে নেপথ্যে) এ অন্যায়। এ অধর্ম্ম। Unholy, un-Godly.

অতুল। (চকিত হইয়া) এ কি? কে?

সুনন্দা। ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী আর রমা।

অতুল। ছি-ছি-ছি! কি করলে সুনন্দা, কি করলে? না—তাঁরা আসতে পাবেন না। আসতে আমি দেব না।

দ্রুত সেই দিকে চলিয়া গেল।

কুড়ারাম। (নেপথ্যে) যাবেন না বাবু, যাবেন না, ধুঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে যেছে। বাবু—বাবু!

নিখিল। (নেপথ্যে) বল, কোন দিকে তোমার ছেলে?

কুড়ারাম। (নেপথ্যে) বাবু! বাবু!

সুনন্দা। নিখিলেশ বাবু! নিখিলেশ বাবু! নিখিলেশবাবু! (চাপা গলায় অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে যেন জীবনের না-বলা কথাটি অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিল।)

দ্রুত প্রস্থান

অতুল, রমা ও ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর প্রবেশ

অতুল। আমি আপনাদের কাছে মিনতি করছি। আপনারা আসবেন না, বিপদ আর বাড়িয়ে তুলবেন না। আমার অপরাধ হয়ে থাকে—আমি তার শাস্তি পাব।

রমা। অবশ্যই পাবেন অতুলবাবু, আপনার ভাগ্যের চিরাচরিত ধারায়। ঐশ্বর্য্যে—সম্পদে—বৈভবে—বিলাসে—অবশ্যই শাস্তি পাবেন আপনি। সেটা আপনি জানেন ভাল করে।

চ্যাটা। এ তোমার পাপ অতুল—এ তোমার পাপ!

অতুল। সুনন্দা! সুনন্দা! সুনন্দা কই? ভক্তারাম, সুনন্দা কই?

ভক্তা। ওই বাবুকে ডাকতে ডাকতে চলে গেল। ওই দিকে।

অতুল। ওই দিকে? সুনন্দা—সুনন্দা! (অগ্রসর হইতে হইতে) ভাগ্যের চিরাচরিত ধারাটা বোধ হয় পাল্টে গেল, রমা। (অগ্রসর হইল)

নিখিলেশের প্রবেশ—তাহার কোলে বস্ত্রাবৃত শিশু,
অপর হাতে ধরিয়াছিল সে তার মাকে।

নিখিল। এই নাও তোমার ছেলে।

মা ছেলেকে লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল।

অতুল। নিখিলেশবাবু, সুনন্দা?

নিখিল। সুনন্দা?

অতুল। তিনি যে আপনার পেছনে পেছনে ছুটে গেছেন?

নিখিল। সে কি? (সে আবার অগ্রসর হইল)

অতুল তাহাকে বাধা দিল।

অতুল। না। সুনন্দা আমার স্ত্রী।

নিখিল। অতুলবাবু, এ আমার ধর্ম্ম।

চ্যাটার্জ্জী দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া উভয়ের মধ্যস্থল
দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন।

অতুল। কোথায় যাবেন আপনি?

চ্যাটা। আমি তোমাদের শিক্ষক। তোমাদের পিতৃতুল্য। শিবপ্রসাদ আমার বন্ধু—সুনন্দা আমার কন্যা। আমি বৃদ্ধ, যাবার সময় হয়েছে। পথ ছাড়, আমাকে পথ ছাড়। তিনি চলিয়া গেলেন।

রমা ছুটিয়া আসিয়া স্ত্রীলোকটিকে ধরিল।

রমা। ভক্তারাম, ধর। ওকে ওপরে পাঠিয়ে দিতে হবে।

ভক্তা। ছেড়ে দাও ঠাকরুণ। নিয়ে যেছি। আমি উয়াকে লিয়ে যেছি। আমার জাত, আমাদের মেয়ে। আমি সদ্দার। আমি লিয়ে যেছি। আয় রে—বেটি—আয়। উঠ্। উঠ্।

ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী। (নেপথ্যে) নিখিলেশ ! অতুল।

পতন-শব্দ

নিখিলেশ অতুল দুইজনে ছুটিয়া গেল পরক্ষণেই অতুল সুনন্দার দেহ কোলে লইয়া প্রবেশ করিল এবং নিখিলেশ Dr. Chatterjeeকে সাহায্য করিয়া লইয়া প্রবেশ করিল।

অতুল। সুনন্দা! সুনন্দা!

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী। নাই। She is no more—(হাঁপাইতে লাগিলেন)।

রমা। বাবা—বাবা!

নিখিলেশ সুনন্দা ও অতুলের দিকে অগ্রসর হইল।

অতুল। সুনন্দা নেই, নিখিলেশবাবু! অধিকার দেবার কণ্ঠস্বর তার রুদ্ধ হয়ে গেছে। নিখিলেশবাবু, এ মুহূর্ত্তে আপনি আর অনধিকার চর্চ্চা করবেন না।

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী। নিখিল, My boy, আমার বই অসমাপ্ত রইল, তুমি দেখো। তুমি বাংলার লেখক—তোমাকে—

টলিতে টলিতে কুড়ারামের প্রবেশ।

কুড়া। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) বন্ধ করেছি জামাইবাবু—বন্ধ করেছি।

(হঠাৎ সুনন্দা ও Dr. Chatterjeeকে দেখিয়া)

কিন্তু এ কি হ'ল? এ কি হ'ল? হায় ভগবান!

উন্মত্তের মত রায়বাহাদুরের প্রবেশ।

রায়। সুনন্দা! সুনন্দা! সে খাদের নীচে এসেছে শুনলাম। সুনন্দা কই—সুনন্দা?

অতুল। এই আপনার সুনন্দা!

রায়। সুনন্দা! য়্যাঁ, (দেখিয়া) সুনন্দা নেই! (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া নিখিলেশকে) তুমি—তুমি—না—(অতুলকে) তুমি—তুমি—(নিজের বুকে করাঘাত করিয়া) না না আমি—আমি ওকে মেরে ফেলেছি।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাংলোর সেই সুসজ্জিত কক্ষ

মাসখানেক পর। রাত্রিকাল।

ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন রায়বাহাদুর আপনার স্ত্রীর ছবির সম্মুখে। দূরে কোথাও করুণ স্বরে বাঁশী বাজিতেছে। অতুল দাঁড়াইয়া আছে একপ্রান্তে জানালার ধারে। তাহার দৃষ্টি বাহিরের দিকে।

রায়। (স্ত্রীর ছবি লক্ষ্য করিয়া) তুমি, তুমি, তুমিই এর জন্যে দায়ী। অতুল, ইনি—এই মহিলাটি, this jealous woman, সুনন্দার মৃত্যুর জন্যে দায়ী এই মহিলাটি। এঁরই অভিসম্পাতে আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

অতুল তাঁহার দিকে শুধু ফিরিয়া চাহিল।

তোমায় আমি একদিন বলেছিলাম অতুল, সুনন্দার একটা পরিবর্ত্তন হয়েছে। তুমি বলেছিলে—'না'। তুমি অন্ধ অতুল, তুমি অন্ধ, আমি কিন্তু দেখেই বুঝেছিলাম। ওই ওকে আমি সমস্ত জীবন দেখেছিলাম কি না! ব্যাধি, ওটা একটা ব্যাধি, সুনন্দার মায়ের হয়েছিল; সেই ব্যাধি আবার সুনন্দার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

অতুল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদু হাসিল।

Yes, it is a disease, hereditary disease. অতিক্ষুধা বলে একটা ব্যাধি আছে জান? দৈহিক অতিক্ষুধার মত মনের অতিক্ষুধা। স্বামী, সন্তান, বাপ, ভাই—যাকে এরা স্নেহ করবে তাকেই এরা গ্রাস

করতে চায়। তাদের ব্যক্তিত্ব, এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত না করতে পারলে এদের তৃপ্তি হয় না। সুনন্দার মায়েরও এই ব্যাধি ছিল, সুনন্দার মধ্যেও তা' সঞ্চারিত হয়েছিল।

অতুল। আপনি স্থির হোন। এই দীর্ঘ একমাস ধরে—আপনি এমন শোকে অভিভূত হয়ে থাকলে তো চলবে না।

রায়। শোকে আমি অভিভূত হইনি অতুল। অদৃষ্টের আঘাতকে আমি ব্যঙ্গ করছি। আমাকে আমি ব্যঙ্গ করছি।

ভিতরের ঘরে চলিয়া গেলেন।

অতুল সুনন্দার ছবির কাছে গিয়া দুই হাতে ছবিখানি ধরিয়া দাঁড়াইল।

রায়বাহাদুরের পুনঃ প্রবেশ।

রায়। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব, অতুল।

অতুল। (ছবির নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া) বলুন।

রায়। বিবাহিত জীবনে তুমি কি সুখী হয়েছিলে অতুল? সুনন্দা কি তোমাকে সুখী করতে পেরেছিল?

অতুল। আমিই সুনন্দাকে সুখী করতে পারিনি।

রায়। তোমার কি মনে হয় অতুল, নিখিলেশের জন্যে—মানে, মনে-মনে সে—

অতুল। না-না। ও প্রশ্ন আপনি করবেন না। অসম্ভব, সে অসম্ভব। সুনন্দার দুঃখের কারণ আমি জানি।

রায়। তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করব আমি।

অতুল তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

রায়। তুমি কি রমাকে ভালবাস?

অতুল। আমি কাউকে ভালবাসিনি। আমি ভালবেসেছিলাম শুধু আমাকে। জীবনে আমি বড় হতে চেয়েছিলাম, আবার স্ত্রীপুত্রের

আকাঙ্ক্ষা সেই বড়ত্বের শোভার জন্যে। ব্যাধি আমার, ব্যাধি আপনার; ব্যাধির বিকারে আমরাই সুনন্দাকে হত্যা করেছি।

রায়। সে সত্য আমি স্বীকার করে নিয়েছি, কলিয়ারির কাজ আমি বন্ধ করে দিয়েছি। এই আত্মসর্ব্বস্ব কর্ম্মের পথ থেকে আমি অবসর নেব। আমি শান্তি চাই। Help me my boy. তুমি আমাকে সাহায্য কর।

অতুল। এই বিপর্য্যয়ের জন্যে আমিই সকলের চেয়ে বেশী দায়ী। সুনন্দা গেল, Dr. Chatterjee গেলেন; তাদের জন্যে দুঃখ আমার অনেক। কিন্তু কতকগুলি শিক্ষায় বঞ্চিত, অতি-দরিদ্রকে আমি শুধু-শুধু হত্যা করেছি।

রায়। না। সে দায়িত্বও আমার। আজ অন্তর দিয়ে অনুভব করছি কি জান? সে এক অদ্ভুত রহস্য। অতুল, মানুষ প্রকৃতির রোদ-বৃষ্টি-ঝড় থেকে বাঁচবার জন্যে ঘর তৈরী করে। সেই ঘরের রুদ্ধ-বায়ু অন্ধকার কোণে রুষ্ট প্রকৃতি বিকৃতরূপে দেখা দেয় নানা ব্যাধির মূর্ত্তিতে। যক্ষ্মার কথা ভেবে দেখ অতুল। মাটির তলায় জলভরা খনির ভেতর গ্যাস জন্মায়। বেশী কি বলব অতুল, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের জ্ঞান মানুষের কল্যাণের জন্যে প্রকৃতিকে আয়ত্ত করতে গিয়ে Chemistryর মধ্যে আবিষ্কার করেছে বোমা, গতির জন্যে এরোপ্লেন আবিষ্কার করে সে গড়লে Bomber plane, মোটর গড়তে গিয়ে সে তৈরী করলে Tank; কিন্তু ছলনাময়ী প্রকৃতি, মানুষ যেখানে তাকে অতিক্রম করতে যায়, সেইখানেই তাকে আঘাত হানে। যুগে যুগে মানুষ হারে। আমরাও হেরেছি। তাতে লজ্জা নাই। অতুল, আমি আবার নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করতে চাই। অর্থ নয়, সম্মান নয়, বৈভব নয়, বিলাস নয়, স্নেহ মমতা, পুত্র কন্যা নিয়ে গৃহস্থের মত জীবন যাপন করতে চাই। তুমি, রমা, নিখিলেশ, তোমাদের সকলকে নিয়ে আবার আমি ঘর বাঁধব

তাই আমি রমা নিখিলেশকে ছেড়ে দিইনি। তুমি কিম্বা নিখিলেশ রমাকে বিবাহ কর ; আমি সুখী হতে চাই !

অতুল চুপ করিয়া রহিল—শিবপ্রসাদ তাহার নিকটে আসিলেন। হ্যাঁ, আমি সুখী হতে চাই, আমি সংসার চাই ; পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র পৌত্রী, কলহাস্যমুখর গৃহাঙ্গন, অভিমান-অধীর দিনরাত্রি চাই। অতুল, তোমাদের ছেলেমেয়েদের পিঠে নিয়ে আবার নূতন করে ঘোড়া সেজে বেড়াতে চাই।

রমার প্রবেশ।

রমা। জ্যেঠামশাই।

রায়। মা। (মাথায় হাত দিয়া) বল মা, কি হয়েছে বল ?

রমা। আমি কাল কলকাতা যেতে চাই। আপনার কাছে আমি বিদায় নিতে এসেছি।

রায়। না। সে হয় না মা। আমি তোমায় বিদায় দিতে পারব না। তোমাকে আমি চাই, আমার প্রয়োজন আছে।

রমা। আপনার কাছে হাত জোড় করে আমি মিনতি করছি।

রায়। আমার দিকে চেয়ে দেখ মা,—নিঃস্ব, রিক্ত, সর্ব্বস্বান্ত।

রমা। জ্যেঠামশাই !

রায়। না—না—না—তোমার কোন কথা আমি শুনব না মা। বিনোদের কন্যা তুমি—আমারও কন্যা। তার অবর্ত্তমানে আমিই *তোমার অভিভাবক। আমার সুনন্দাকে বাঁচাতে গিয়েই বিনোদ মারা পড়েছে, তোমাকে সে আমারই হাতে দিয়ে গেছে।* তোমায় নিয়ে আবার আমি নূতন করে ঘর বাঁধব। নিখিলেশ, অতুল, যাকে ইচ্ছা তোমার— বিবাহ কর।

অতুলের প্রস্থান

রমা। জ্যেঠামশাই !

রায়। প্রতিবাদ ক'র না মা। তোমার কোন কথা—

রমা। না—না—না; আমাকে আপনি ক্ষমা—না—না।

প্রস্থান

রায়বাহাদুর সোফার উপর বসিলেন, আবার উঠিলেন,
একবার স্ত্রী-কন্যার ছবির কাছে দাঁড়াইলেন,
আবার সোফায় বসিলেন।

কুড়ারামের প্রবেশ।

কুড়া। হুজুর। (রায়বাহাদুর মুখ তুলিয়া চাহিলেন।)

হুজুর। কুলীরা সব কাঁদাকাটা করছে হুজুর, কর্ম্মচারী বাবুরা হাহাকার করছে।

রায়। কেন? কি হ'ল তাদের?

কুড়া। একমাস আজ কুঠি বন্ধ! আজ শুনছি কুঠি চিরকালের লেগে বন্ধ হয়ে যাবে। হুজুর, অন্নদাতা প্রভু আপনি। হুজুর, আমরা খাব কি? যাব কোথায়?

রায়। (উঠিয়া) আমি জানি কুড়োরাম। কিন্তু কি করব বল? কুঠি আমি বন্ধ করে দেওয়াই ঠিক করেছি। তোমাদের সকলকে তিন মাসের মাইনে দেওয়া হবে। তোমরা আগেকার মত চাষবাস করে খাও। এ বড় অশান্তির পথ—ভুল পথ।

কুড়া। হুজুর, চাষে কুলায় না বলেই তো এখানে এসেছি হুজুর। কুলিগুলার কান্না আপনি একবার নিজের চোখে দেখুন।

রায়। কাঁদতে তাদের বারণ কর। চারিদিকে চেয়ে দেখতে বল। কত গাছ—গাছে গাছে কত ফল। নদীতে কত জল। মানুষের জীবন যিনি দিয়েছেন, আহারের ব্যবস্থাও তিনিই করেছেন। কুঠি আমার আর চলবে না, সুনন্দার সমাধির শান্তিভঙ্গ আমি করতে পারব না।

কুড়ারাম তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

যাও কুড়োরাম, দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই, কুঠি আর চলবে না।

কুড়ারামের নতমুখে প্রস্থান।

রায়। কুড়োরাম্। তিন মাসের নয়, আমি ছ মাসের মাইনে দেব, দুঃখ করো না। কুড়োরাম! কুড়োরাম!

কুড়োরামের অনুসরণ করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে রমা আসিয়া সোফায় বসিল এবং সোফায় মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—

রমা। বাবা! বাবা! বাবা গো।

কিছুক্ষণ পর চিন্তিত-মুখে নিখিলেশ প্রবেশ করিল।

নিখিল। (আবছা অন্ধকারের মধ্যে রমাকে দেখিয়া সে অস্বাভাবিক রকম চমকিয়া উঠিয়া এক পা করিয়া পিছাইয়া গিয়া) কেন? কে? সুনন্দা?

রমা। (মুখ তুলিয়া প্রথমে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিল, তারপর মৃদু হাসিয়া বলিল) না, আমি রমা।

নিখিল। রমা! ও তুমি (একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) আমার ভ্রম হয়ে গেল রমা। মনে পড়ে রমা, দুর্ঘটনার দিন সুনন্দা এই সোফাটাতেই ওইখানেই ঠিক অমনি অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। আবছা আলোর মধ্যে ঘরে ঢুকেই দেখলাম ঠিক সেই ভাবে কে পড়ে রয়েছে। আমার ভ্রম হয়ে গেল।

রমা। এতক্ষণ আপনি কোথায় ছিলেন নিখিলেশবাবু?

নিখিল। বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। বেড়াতে বেড়াতে শ্মশানের ধারে গিয়ে পড়লাম। আপনার অজ্ঞাতসারেই গিয়ে পড়লাম। সুনন্দা দেবীর চিতার ওপর মার্ব্বেলের ছোট মন্দিরটি সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারের মধ্যে বড় ভাল লাগল। সেইখানেই বসেছিলাম।

রমা। আপনি খুব আঘাত পেয়েছেন নিখিলেশবাবু? না?

নিখিল। আঘাত?

রমা। হ্যাঁ। আপনি যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। হাসি রসিকতা সব ভুলে গেছেন। সর্ব্বদাই আপনি যেন কত চিন্তিত!

নিখিল। হ্যাঁ। অত্যন্ত কঠিন আঘাত আমি পেয়েছি রমা। পৃথিবীর চেহারা যেন আমার চোখে পাল্‌টে গেছে। রমা, আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে, এই শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্যে আমিই দায়ী। হ্যাঁ, আমিই দায়ী। সুনন্দার মত এমন একটি মেয়ে—নারী যে এমন মধুর, এমন স্বর্গীয়—এ আমি কখনও কল্পনা করতে পারিনি। তারপর Dr. Chatteree চলে গেছেন—

রমা! না-না-না নিখিলেশবাবু, বাবার কথা আমাকে মনে করিয়ে দেবেন না। তা হ'লে আপনাদের সঙ্গে আমার কথা বলা পর্য্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠবে।

নিখিল। এ তিরস্কার আমার প্রাপ্য রমা, আরও অনেক তিরস্কার। সমস্ত কলিয়ারিতে আজ হাহাকার উঠেছে। রায়বাহাদুর কলিয়ারি বন্ধ করে দিয়েছেন। এ সমস্তর জন্যে আমি দায়ী। সেদিন অতুল-বাবুকে বলেছিলাম—মানুষের জন্যেই সম্পদ, সম্পদের জন্যে মানুষ নয়। সে আমার ভুল। জীবনই একমাত্র সত্য নয়। সেই জীবনকে যে শক্তি রক্ষা করে, সেই শক্তি জীবনের মতই সত্য। সম্পদের মধ্যেই সেই শক্তির বাস। এ সমস্তের জন্যে আমিই দায়ী।

রমা। তার আর উপায় কি বলুন? যা হয়ে গেছে—

নিখিল। না, তার উপায় নেই, কিন্তু ভাবীকালে তার সংশোধন আছে! অতীতের অপরাধের দণ্ড বর্ত্তমানে ভোগ করে, ভাবীকালে নতুন জীবন আনা চলে। তুমি পার রমা—তুমি পার!

রমা। আমি?

নিখিল। হ্যাঁ তুমি, রমা, তুমি যদি অতুলবাবুকে মার্জ্জনা করতে পার—তবে তাঁর মত কর্ম্মী—

রমা। নিখিলেশ বাবু!

নিখিল। আমার কথা শেষ করতে দাও রমা। আমার জীবন থেকে আমি অতুলবাবুকে বুঝতে পারছি। বলেছি তো সুনন্দার মৃত্যুর পর আমার দৃষ্টিতে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে গেছে। সমস্ত অন্তরাত্মা আজ আমায় বলছে—ওরে, তুই নিজেকে নিজে ফাঁকি দিয়েছিস, মানুষকে তুই ভালবাসিস নি, দয়া করেছিস। দয়া করবার তোর কি অধিকার! সে বলছে—আমি ভালবাসার জন চাই, আপনার জন চাই। আমার বলবার মানবীকে আমি চাই। অতুলবাবুর জীবনে এ বৈরাগ্যও তাই। তুমি তাকে ফেরাতে পার রমা, আমি জানি—তুমি তাকে—

রমা। নিখিলেশবাবু!

নিখিল। আমায় ক্ষমা কর রমা, আমি তোমার বন্ধু, সেই দাবিতেই—

রমা। না, আজ থেকে আমাদের সে বন্ধুত্বের অবসান হোক নিখিলবাবু।

উঠিয়া গিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল।

রায়বাহাদুরের প্রবেশ।

রায়। কে নিখিলেশ?

নিখিল। হ্যাঁ কাকাবাবু!

রায়। অবিনাশ দা শুধু আমার বন্ধুই ছিলেন না। সত্যিই তিনি আমার দাদা ছিলেন! তাই পুত্র-কন্যা বিনিময় করে আমরা প্রীতিকে আত্মীয়তায় পরিণত করতে চেয়েছিলাম। সুনন্দার সঙ্গে তোমার বিবাহ-সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে বড় দুঃখ পেয়েছি। সেই সব কথা—সে অনেক কথা। এস আমার সঙ্গে এস।

উভয়ের প্রস্থান।

রমা জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে মেঘের আভাস ফুটিয়াছিল। তাহাতে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

অতুল প্রবেশ করিল।

অতুল। রমা!

রমা। (ফিরিয়া) বলুন।

অতুল। তোমাকে একটা অনুরোধ করতে এসেছি রমা।

রমা। অনুরোধ?

অতুল। হ্যাঁ, আগে জানালার ধার থেকে সরে এস রমা, বাইরে বোধ হয় ঝড় উঠেছে।

রমা। বেশ আছি—বলুন আপনার কি অনুরোধ?

অতুল। তোমার কাছে অনুরোধ করবার মুখ আমার নেই আমি জানি। কিন্তু তবু ওই বৃদ্ধের অবস্থার দিকে চেয়ে তোমাকে আমি অনুরোধ না করে পারছি না। রায়বাহাদুর হয়ত পাগল হয়ে যাবেন। সেই বিবেচনা করে তুমি ওঁর প্রস্তাবে সম্মতি দাও—এই আমার অনুরোধ।

রমা। অতুলবাবু!

অতুল। নিখিলেশ বাবুকে তুমি বিবাহ কর। তোমাদের নিয়ে উনি সুখী হোন।

রমা চুপ করিয়া রহিল।

অতুল। রমা!

রমা। না!

অতুল। জান রমা। রায়বাহাদুরকে দেখে আমার মনে হচ্ছে আমিই তাঁর এ শোচনীয় পরিণতির জন্যে দায়ী। আমার জন্যেই সুনন্দার এই শোচনীয় পরিণাম। আমি সুনন্দাকে সুখী করতে পারিনি। (কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধতার পর) নিজেও আমি—থাক সে সব

কথা। আমি এখন শান্তি চাই। আমার কথায় তুমি সম্মতি দিলে আমি সুখী হতাম রমা।

ভক্তারাম। (নেপথ্যে) মালিকবাবু, মালিকবাবু, হুজুর!

রায়বাহাদুর ও নিখিলেশ প্রবেশ করিল।

অতুল। কি হ'ল?

রায়। কে? কারা চীৎকার করছে?

কুড়ারামের প্রবেশ

কুড়া। আজ্ঞা হুজুর, কুলিরা সব চীৎকার করছে। আপনার সঙ্গে—

রায়। না—না—না, আমার যা বলবার বলে দিয়েছি। টাকা দিয়ে ওদের বিদেয় করে দাও।

কুলিদল। (নেপথ্যে) মালিকবাবু, হুজুর, এ মালিকবাবু! এ বাবা!

রায়। বিদেয় কর, ওদের বিদেয় কর।

নিখিলেশের দ্রুত প্রস্থান।

কুড়া। আজ্ঞা হুজুর!

রায়। কি—আর কি?

কুড়া। আজ্ঞা, আমাদের খদ্দেররা সব এসেছে, চালকলের লোক, ওষুদের কারখানার ম্যানেজার, কাপড়ের কলের এজেন্ট।

রায়। কি চায় তারা?

কুড়া। আজ্ঞা, কলকারখানা তাদের বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারা বলছে—আমরা নালিশ করব।

রায়। নালিশ! যাও, তাদের বল নালিশ করতে!

কুড়ারামের প্রস্থান।

কুলিদল। (নেপথ্যে কোলাহল) মেরে ফেলব, উয়াকেই আমরা মেরে ফেলব!

অতুলের প্রস্থান।

অতুল। (নেপথ্যে) ছেড়ে দে—ছেড়ে দে।

(নেপথ্যে) না, উই আমাদের কুঠি বন্ধ করালে, উয়াকে ছাড়ব না।

কুড়ারামের পুনঃ প্রবেশ।

কুড়া। সর্ব্বনাশ হয়ে গেল হুজুর। নিখিলেশবাবুকে কুলিরা সব ধরেছে। হয়তো মেরে ফেলবে।

রায়। বন্দুক, আমার বন্দুক।

রমা বাহিরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া সামান্য অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় নিখিলেশের প্রবেশ, সে সামান্য আহত। সঙ্গে প্রবেশ করিল অতুল ও ভক্তা।

রমা। নিখিলেশবাবু!

অতুল। নিখিলেশবাবু!

নিখিল। ব্যস্ত হবেন না, আঘাত বেশী নয়। ভক্তারাম আমাকে বাঁচিয়েছে!

রায়। বেয়ারা, আমার বন্দুক। আমার রিভলভার।

পিস্তল লইয়া বেয়ারার প্রবেশ।

নিখিল। না কাকাবাবু, বন্দুক রিভলভার নয়। কলিয়ারি চালাবার হুকুম দিন। অতুলবাবু!

অতুল। আমায় ক্ষমা করবেন নিখিলেশবাবু। আমি পারব না।

নিখিল। অতুলবাবু, সেদিন আপনি কয়লার স্তর দেখিয়ে বলেছিলেন—এর মধ্যে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্ন-বস্ত্র, ঔষধ পথ্য; অক্ষরে অক্ষরে সে কথা সত্য অতুলবাবু। আমার ভুল আমি স্বীকার করছি। আজ স্বীকার করছি—মানুষের জন্যে সম্পদ হলেও, সেই সম্পদের মধ্যেই রয়েছে তার জীবনীশক্তি। মানুষের দেহে জীবনের বাস, কিন্তু জীবনীশক্তির রস পৃথিবীর বুকে, সে তাকে আহরণ করতেই হবে। কাকাবাবু, কলিয়ারি চালাবার ব্যবস্থা করুন।

রায়। না নিখিলেশ, কিছুতেই না। ভক্তারাম, আমি তোমাদের ছ' মাসের মজুরি ধরে' দিচ্ছি, তোমরা ফিরে যাও।

ভক্তা। ছ মাস পরে কি হবে মালিকবাবু? তখন আমরা কি করব—কি খাব? আর এখনই বা কোথা আমরা ফিরে যাব? কেনে যাব? আমরা লাঙ্গল ভেঙে দিলাম, বলদ বেচে দিলাম, চাষ ভুলে গেলাম। সে আমরা যাব না মালিকবাবু। আমরা যাব না।

নিখিল। কাকাবাবু!

রায়। না নিখিলেশ, আমার সুনন্দার সমাধি—

নিখিল। তবু, তবু সে সমাধির শান্তিভঙ্গ করতে হবে। কাকাবাবু, আপনার সুনন্দা গেছে; কিন্তু এদের সুনন্দার কথা ভেবে দেখুন। আপনার জাতির কথা ভাবুন কাকাবাবু। যৌবনের সংকল্পের কথা, খিদিরপুর ডকের সেই ছবি মনে করুন।

রায়। খিদিরপুর ডকে কয়লা-বোঝাই জাহাজের সঙ্গে আমার সুনন্দাকে আমি ভাসিয়ে দিয়েছি নিখিলেশ। ও কথা আমায় বল না। বলতে পার কেন করব? কার জন্যে করব?

নিখিল। মানুষ করতে বাধ্য বলে করবেন। আপনার জাতির জন্যে করবেন। পৃথিবীর মানুষের জন্যে করবেন। কাকাবাবু, পৃথিবীতে অহরহ মানুষ মরছে, যে মরে গেল—তার জন্যে যারা বেঁচে থাকে তারা যদি পঙ্গু হয়, আত্মহত্যা করতে চায়, তবে সৃষ্টি যে একদিনে শেষ হয়ে যাবে।

ভক্তা। মালিকবাবু—হুজুর।

রায়। পারি, হুকুম দিতে পারি এক সর্ত্তে। আমার পাওনা আমাকে দাও। আমি সংসার চাই, সুখ চাই, শান্তি চাই। রমা, তুমি, অতুল আমার পাশে দাঁড়াও। তোমরা বিবাহ কর। তোমাদের নিয়ে আমায় নতুন করে ঘর বাঁধতে দাও।

নিখিলেশ সুনন্দার ছবির দিকে চাহিল।

রায়। নিখিলেশ !

নিখিল। কাকাবাবু !

রায়। বল নিখিলেশ, উত্তর দাও।

নিখিল। বলব বই কি কাকাবাবু। বলতে গিয়ে সর্ব্বাগ্রে সুনন্দা দেবীর কথা মনে পড়ল। তাঁর কথাই আমি ভাবছিলাম। কাকাবাবু, সুনন্দা আমার চোখে পৃথিবীর রঙ পাল্‌টে দিয়ে গেছে। হ্যাঁ কাকাবাবু, আপনার আদেশ আমি মানব।

নেপথ্যে জ্যোতির্ম্ময়ীর কণ্ঠস্বর

জ্যোতি। (নেপথ্যে) নিখিল ! নিখিল !

নিখিল। কে ? কে ? মা ?

জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রবেশ।

জ্যোতি। হ্যাঁ—আমি ! এ কিরে, তোর কপালে—

নিখিল। (হাসিয়া) ও একটু কেটে গেছে মা।

রায়। বউদি আপনি ?

জ্যোতি। হ্যাঁ, ঠাকুরপো।

নিখিল। কিন্তু তুমি এখন হঠাৎ এলে যে মা ?

জ্যোতি। ওরে অনাবৃষ্টিতে দেশে হাহাকার উঠেছে বাবা। মানুষ যেন পাগল হয়ে গেল। ঘরে ভাত নেই, কাপড় অভাবে মেয়েরা বাইরে বেরুতে পারছে না। তার ওপর সিচের জল নিয়ে, খাজনা আদায় নিয়ে, জমিদারের সঙ্গে প্রজাদের বিরোধ বেধেছে। প্রজারা মরিয়া হয়ে মরবে বলে ক্ষেপে উঠেছে। আমি তাদের ক্ষান্ত করতে পারলাম না নিখিল ! তাই সরকার মশাইকে সঙ্গে নিয়ে তোর কছে ছুটে এলাম।

রায়। আমি টাকা দিচ্ছি। যত টাকা লাগে আমি দিচ্ছি।

জ্যোতি। আজ শুধু টাকার কথাই নয় ঠাকুরপো। অভাবের মধ্যে

হঠাৎ আজ অধিকার নিয়ে কথা উঠেছে! অধিকার নিয়ে বিরোধ। আমি তাদের থামাতে পারিনি ঠাকুরপো। হয়তো কাল সকালেই সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।. একদিকে জমিদার, আর একদিকে প্রজারা সেজেছে—তার ওপর পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছে।

নিখিন। (অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে) সত্যি মা, সত্যি?

জ্যোতি। হ্যাঁ। কিন্তু তুই যে এত খুসী হয়ে উঠলি? এ কি খুসীর কথা?

নিখিল। খুসীর কথা নয় মা? তারা দুর্ভিক্ষে হাহাকার ক'রে আমাদের দয়ার জন্যে হাত পাতেনি। অধিকার নিয়ে লড়াই করবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। খুসীর কথা নয় মা? এই তো আমি চাচ্ছিলাম। মাগো, এই জন্যেই তো তারা যখন জাগেনি তখন তাদের সেবা করে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছি। আজ তারা জেগেছে মা—আজ আমি খুসী হব না? এই পথই যে খুঁজছিলাম। দয়া নয়—সেবা নয়, তাদের সঙ্গে, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আধিকার নিয়ে লড়াই।

জ্যোতি। যা হয় উপায় কর্ নিখিল।

নিখিলের প্রস্থান

রায়। আপনি বসুন বৌদি। উপায় করতে হবে বৈ কি! জানেন বৌদি, নিখিলেশ আমার চোখ খুলে দিয়েছে, সুনন্দা আমায় নতুন চেতনা দিয়ে গেছে।

জ্যোতি। (কাপড়ে চোখ মুছিয়া) নিখিলেশ আমাকে সব লিখেছে ঠাকুরপো, আমি সব শুনেছি। কি বলে আপনাকে সান্ত্বনা দেব ঠাকুর-পো—আমি খুঁজে পাচ্ছিনা। (রমা আসিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে প্রণাম করিল) বাবা তুমি—তুমিই বুঝি অতুল?

অতুল। হ্যাঁ মা।

রায়। (জ্যোতির্ম্ময়ীকে প্রণাম করিয়া) ভুলে গিয়েছিলাম বৌদি : আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করলেন না ?

জ্যোতির্ম্ময়ী আবার কাপড়ে চোখ মুছিলেন।

সান্ত্বনা আমি পেয়েছি, বৌদি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন—সে সান্ত্বনা যেন আমার অক্ষয় হয়। বউদি, আবার আমি নতুন করে ঘর পাতব। রমা, নিখিলেশ, অতুলকে নিয়ে আবার আমি সংসারী হব। বউদি, অবিনাশদা আমায় নিখিলকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আপনি দেননি। এবার কিন্তু আমি ওকে ছাড়ব না।

জ্যোতি। নিখিলেশ তো আপনারই ঠাকুরপো।

রায়। নিশ্চয়। আমারই বই কি। নিখিলেশ আমার, রমা আমার, অতুল আমার। ওদের নিয়ে আবার আমি সংসার পাতব ! নিখিলেশ রমা—দুজনে এক ধর্ম্মে, এক কর্ম্মে সংসারে যাত্রা করেছে। রমার সঙ্গে আমি নিখিলেশের বিয়ে দেব। আর—

কথার মাঝখানেই নিখিলেশ যাত্রীর বেশে সকলের পিছনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার পিঠে হ্যাভারস্যাক এবং ওয়াটার বট্‌ল।

নিখিল। না কাকাবাবু, আমি অযোগ্য ; রমা আমার বান্ধবী। সে আমার কর্ম্মসঙ্গিনী ; আমি আমাকেও জানি, রমাকেও জানি। (রমার কাছে আসিয়া) তুমি অতুলবাবুকে ক্ষমা কর রমা।

রায়। নিখিলেশ ! একি ? তুমি কি—?

নিখিল। (প্রণাম করিয়া) রাত্রের মধ্যে একটি ট্রেণ, আর না বেরুলে এ ট্রেণ ধরতে পারব না কাকাবাবু।

রায়। না, তোমার যাওয়া হবে না। জান, তোমার বাবা তোমাকে আমায় দান করেছিলেন ?

নিখিল। আমি ত আপনারই সন্তান ; কিন্তু কি করি বলুন ?

সাক্ষাৎ যোগিনীর মত মা যে ডাক নিয়ে এসেছেন, তাতে আমি এখানে থাকি কি করে? যেতে যে আমাকে হবেই। যদি না যাই, সে যে আপনাদেরই অগৌরব।

রায়বাহাদুর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রায়। নিখিল, আমার কাছে থেকে তুমি কি কাজ করতে পার না? আমার সম্পত্তির অৰ্দ্ধেক তোমার। রমাকে বিবাহ করে তুমি আমার কাছে থাক।

নিখিল। যখন দরকার হবে আপনার কাছ থেকে হাত পেতে নেব। আপনি আমার সত্যি সত্যি কাকাবাবু, তাইত পাকে-চক্রে ভগবান সুনন্দার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে দেননি। সে আমার বোন। (রমা ঘুরিয়া দাঁড়াইল) সম্পত্তি সুনন্দার, অতুলবাবু তার স্বামী, সম্পত্তির ভার—উত্তরাধিকার অতুলবাবুর।

অতুল। নিখিলেশবাবু।

নিখিল। আপনার কৰ্ম্মময় জীবন গৌরবান্বিত হোক অতুলবাবু। রমাকে বিবাহ করে আপনি সুখী হোন। কিন্তু আর দেরি করবেন না। কলিয়ারি চালাবার ব্যবস্থা করুন। রমা, আমার ওপর তোমার অপ্রীতি আমি জানি—তুমি অতুলবাবুকে—

রমা। না।

নিখিল। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) আচ্ছা, তাহ'লে আসি।

মাকে ও রায়বাহাদুরকে প্রণাম করিয়া, অতুলের হাত ধরিয়া ও রমাকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান।

রমা। (ছুটিয়া আসিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীকে) না-না, তুমি ওকে যেতে দিও না মা। ডাক, ডাক, ফেরাও ওকে, ফেরাও—

জ্যোতি। নিখিলেশকে?

রমা। হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ।

অতুল। Overman বাবু। বয়লারে আগুন দিতে বলুন, কলিয়ারি চলবে। আসুন আমার সঙ্গে, এস ভক্তারাম।

ওভারম্যান কুড়ারাম, অতুল ও ভক্তারামের প্রস্থান

রমা। মা-মা।

জ্যোতি। আমি তো ওকে ফেরাতে পারব না মা।

রমা। ফিরে এসো। ফিরে এসো, তুমি ফিরে এস।

প্রস্থান

জ্যোতি। রমা। রমা।

অনুসরণ

রায়বাহাদুর একা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রায়। চলে গেল? কেউ ফিরে চাইলে না আমার দিকে। সুনন্দা, সুনন্দা! মানুষকে একদিন চাইনি, মানুষ আজ আমাকে চাইলে না। কিন্তু তারা তো সেদিন অভিমান করেছিল। আমি বা আজ করব না কেন? করব। তাই করব। হ্যাঁ, তাই করব।

(সুনন্দার ছবির কাছে আগাইয়া গিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইলেন। তারপর ঘরের আলো নিভাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারের বিকট শব্দ উঠিল)।

দৃশ্যান্তর

জনশূন্য কুলিবস্তীর সম্মুখভাগ

অল্প ঝড় বহিতেছে—

তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিল নিখিলেশ

নিখিলেশ! (ঝড়ের মধ্যে আবৃত্তি করিতে করিতে চলিতেছিল)

মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে ;
ঝড়ের গর্জ্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে ;
ঘরে ঘরে শূন্য হ'ল আরামের শয্যাতল,
যাত্রা কর, যাত্রা কর যাত্রীদল
উঠেছে আদেশ ;
বন্দরের কাল হ'ল শেষ।

পিছনে বিছের প্রবেশ।

বিছে। দাদাবাবু, দাদাবাবু—

নিখিল। কে ?

বিছে। আমি বিছে।

নিখিল। বিছে, কিরে

বিছে। আমি যাব যে তোমার সঙ্গে।

নখিল। যাবি ? যাবি ? তুই আমার সঙ্গে যাবি ? (কোলে লয়া লইয়া) ওরে যতীন, ওরে গাধা, তোকে আজ আমি দেখাতে পার্লাম না রে, বিছে আমার সঙ্গে যাচ্ছে।

বিছে। নামিয়ে দাও দাদাবাবু। কোথায় যাচ্ছ দাদাবাবু, ক'টায় ট্রেণ ?

নিখিল। (আবৃত্তি)।

মৃত্যু ভেদ করি

দুলিয়া চলেছে তরী,

কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে কবে হবে পার

সময় যে নাই শুধাবার।

কথা বলবার সময় নাই বিছে—আয়, চলে আয়। চলে আয়।

কোলে লইয়া প্রস্থান

ঝড় গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তাহারই মাঝে

ছুটিয়া আসিল রমা।

রমা। ফিরে এস, ফিরে এস, তুমি ফিরে এস।

ছুটিয়া নিখিলেশের পিছনে অনুসরণ করিল।

জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রবেশ।

জ্যোতি। রমা! রমা! রমা!

অনুসরণ

দৃশ্যান্তর

নিখিল। **এসেছে আদেশ—**

বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হ'ল শেষ।

জ্যোতির্ম্ময়ী ও রমার প্রবেশ।

জ্যোতি। রমা-রমা-মা—

রমা। মা! (নিখিলকে দেখাইয়া)

জ্যোতি। চলে যাও মা, যে পথ ডাক দিয়ে ওকে নিয়ে গেল, সেই পথে তুমিও চলে যাও। ওকে এগিয়ে গিয়ে ধর তুমি, ঘরে শান্তিতে বাসা বাঁধবার দিন চলে গেছে মা; নারী পুরুষ আজ একসঙ্গে পথ চলুক। পথ, পথ, পথের মধ্যেই ঘর গড়ে উঠুক তোমাদের। যাও, চলে যাও।

উভয়ের প্রস্থান

নেপথ্যে বয়লারের বাঁশী

নিখিল। বিছে, বয়লায়ের বাঁশী নয়?

বিছে। হ্যাঁ, দাদাবাবু, হ্যাঁ।

নিখিল। আঃ, কলিয়ারির কাজ তা হ'লে আরম্ভ হয়েছে?

বিছে। হ্যাঁ

নিখিল। পৃথিবী তা হ'লে চলেছে?

বিছে। হ্যাঁ।

নিখিল। **স্বর্গ কি হবে না কেনা?**
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা
সে কি আনিবে না দিন?

য ব নি কা

প্রথম অভিনয় রজনী

৮ই জানুয়ারী ১৯৪৩

নাট্যভারতীতে অভিনীত

প্রযোজক	শিশির মল্লিক
পরিচালক	নরেশ মিত্র ও সতু সেন
সুরশিল্পী	শ্রীদুর্গা সেন
গীত-রচয়িতা	শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য
নৃত্য-পরিকল্পয়িতা	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
ব্যবস্থাপক	শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায়
স্মারক	শ্রীমণিমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅধীরকুমার ঘোষ
রূপ-সজ্জাকর	শ্রীরাখালচন্দ্র পাল, শ্রীগোবিন্দ দাস, শ্রীযতীন দাস, শ্রীবেচু সাধুখাঁ
আলোক-শিল্পিগণ	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীপাঁচকড়ি দত্ত, শ্রীজলধর নান
লাওয়াজীমা	শ্রীঅমূল্য নন্দী
বাদ্যশিল্পিগণ	শ্রীধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঘন্টেশ্বর প্রামাণিক, শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন চক্রবর্ত্তী, শ্রীবিশ্বনাথ কুণ্ডু, শ্রীকার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়
এ্যাম্প্লিফায়ার	শ্রীমধুসূদন আঢ্য

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ

রায় বাহাদুর	শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র
ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী	,, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
অতুল	,, মিহির ভট্টাচার্য্য
নিখিলেশ	,, জহর গাঙ্গুলী
যতীন	,, বেচু সিংহ
রমেন	,, দ্বিজেন ঘোষ
কুড়োরাম	,, কৃষ্ণধন মুখার্জ্জী
কানাই	,, কুমার মিত্র
খাজাঞ্চী	,, বিপিন বোস
ভক্তারাম	,, রবীন্দ্রমোহন রায়
ডাক্তার	,, জিতেন গাঙ্গুলী
বিছে	,, মাষ্টার মুকুল
অন্ধভিক্ষুক ও রুগী	,, উমাপদ দাস
বেয়ারা	,, গোপাল নন্দী
ছাত্রগণ	
কুলীগণ	

জ্যোতির্ম্ময়ী	শ্রীমতী প্রভা
সুনন্দা	,, ছায়া দেবী
রমা	,, সাবিত্রী দেবী
ইলা	,, বীণাপাণি
ছাত্রীগণ	,, প্রতিভা, বীণা দাস
দামিনী	,, মহামায়া
সখির মা	,, রাজলক্ষ্মী
কুলীরমণীগণ	শ্রীমতী প্রতিভা, মহামায়া, বীণা দাস বীণাপাণি, গীতা, সত্যবালা, আশালতা গীতা ঘোষ, শান্তিলতা